হরিভক্তি-কল্পদ্রুম।

শ্রী বিশ্বনাথ বসু কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও অনুবাদিত।

সাও[illegible]লী নিবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা কাঁপালিটোলা ৩৯ নং ভবনে

চণ্ডী যন্ত্রে মুদ্রিত

সন ১২৮১ সাল।

মূল্য আট আনা মাত্র।

হরিভক্তি-কল্পদ্রুম।

গুরুশিষ্য সম্বাদ।

এক শিষ্য তাঁহার গুরু সন্নিধানে গমন করতঃ গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া করপুটে বিনয়যুক্তে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে গুরো ! আমি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, মনুষ্যত্ব কার্য অর্থাৎ ভগবান্ গোবিন্দচরণারবিন্দ অর্চ্চন, বন্দন, স্তবন, স্মরণ, মননাদি সাধন বিষয়ে অকৃতজ্ঞ হইয়া, অবিদ্যামায়ার আশক্তিতে অনিত্য পুত্রকলত্রাদি পরিবারের মোহবশতঃ বিষয়রূপ বিষম। বষহ্রদে নিরন্তর অবগাহন করিয়া এমন সুদিন বিফলে বিগত করিতেছি। সম্প্রতি কৃতান্তের বিষম কালফাঁশ হস্তে ধারণ করিয়া, সেই কৃতান্তকিঙ্করগণেরা কৃতান্ত স্বরূপ দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিতে সন্নিকটস্থ হইয়া চরমকালের সময় প্রতীক্ষা করিয়া ভয়ানকবেশে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহারা কোন সময়ে কিরূপে কালফাঁশে বন্ধন করিয়া কালের ভবনে লইয়া যায়, সেই আতঙ্কে সর্ব্বদা হৃদকম্প হইয়া অবসন্ন হইতেছি। এইক্ষণে সেই বিপক্ষ পক্ষে উপেক্ষাকরণ পক্ষে আপনকার কৃপার সাপক্ষতা ভিন্ন সক্ষম হইতে পারিতেছি না। অতএব এই অপার সংসারসমুদ্র তরণের তরণি স্বরূপ জগচ্চিন্তামণ শ্রীগুরুর শ্রীচরণ সরসীরুহদ্বয়, আমার সেই অভয় পাদপদ্মে রতিমতি এবং অচলা ভক্তি উপস্থিত হইয়া, যাহাতে অনায়াসে গোবিন্দচরণারবিন্দ তরণি অবলম্বনে এই বিষম সংসারসমুদ্র অবতরণ হইয়া কৃতান্তশাসনের শঙ্কা

তখন শিষ্যের এইরূপ কাতর বাক্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কহিতেছেন। হে বৎস! তোমার এই সুধামিশ্রিত সুমধুর বাক্য শ্রবণে অমৃতাভিশিক্তের ন্যায় আমার হৃদয় সরোজ সুস্নিগ্ধ এবং সুতৃপ্ত হইয়া এককালীন আমি আনন্দ সমুদ্রের তরঙ্গে নিমগ্ন হইলাম। যেহেতুক এই মোহময় সংসারের জনগণ অবিদ্যামায়াভ্রান্তবশতঃ কেবল ঐহিক সুখের নিমিত্ত বিষয়ের সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া বিষয় চিন্তা ব্যতীত কদাচিৎ ভ্রান্তমানসে দিনান্তে একবার চরমের কথাটি মনেও করেনা। তোমার যে চরমের চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে ইহা পরম মঙ্গলের বিষয়। তোমাকে সেই উপদেশ প্রদান করিয়া আমরা উভয়ে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব। এই অনিত্য মোহময় অপার সংসারসমুদ্র অবতরণে কেবল ভগবান গোবিন্দচরণারবিন্দ অবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অতএব অন্য চিন্তারহিত হইয়া কেবল সেই গোবিন্দপাদপদ্ম একান্তমানসে আরাধনায় কৃতকার্য্য হইলে অনায়াসে এই সংসারসমুদ্র হইতে পার হওয়া যায়। সেই পুরুষোত্তম পরংব্রহ্ম নিত্যানন্দময় পরমাত্মাস্বরূপ অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বঘটাবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই, সেই আরাধনায় সকল দেবতার আরাধন হইয়া থাকে॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ে নবম শ্লোকে প্রচেতসং প্রতি নারদ বচনং।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন, তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং, তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ ৯

টীকা—যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন, জলপ্রদানেন, তদ্বৃক্ষস্য স্কন্ধ ভুজোপশাখা মহাশাখা পত্রপুষ্পাদয়ঃ, সর্ব্বে তৃপ্যন্তি, মহাতৃপ্তা ভবন্তি। চ, পুনর্যথা প্রাণোপহারাৎ আত্মসন্তোষাৎ ইন্দ্রিয়াণাং শরীরস্থানাং সর্ব্বেষাং তৃপ্তির্ভবন্তি। তথৈব অচ্যুতেজ্যা ভগবৎ সেবা সর্ব্বার্হণং সর্ব্বদেবার্চ্চন যোগাং ভবেৎ ॥ ৯

ভাষা—যেমন তরুরমূলে জলপ্রদান করিলে পর, সেই বৃক্ষের স্কন্ধ,

মহাসন্তোষ জন্মায়. তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলে সকল দেবতা এবং অত্র ত্রিসংসারের সমস্ত লোকের আরাধনা হইয়া থাকে। সেই ভগবদারাধনীয় সাধু ব্যক্তির প্রতি কোন লোকে অপ্রসন্ন হইতে পারে না। অতএব ভক্তবৎসল দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে দৃঢ় ভক্তি জন্মাইলে পর, সেই পাদপদ্ম তরণি স্বরূপ হইয়া. সংসাররূপ অপারসমুদ্র অতিক্রম করেন।

পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনা করিলে অনায়াসে সংসার-সমুদ্র পার হইতে পারা যায়। কিন্তু. কিরূপ সাধনে ভগবান্ হরিচরণার বিন্দে দৃঢ় ভক্তি জন্মায়, আপনি তাহার বিশেষ উপদেশ প্রদান করুন।

তখন গুরু কহিতেছেন। হে বৎস! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার নানা পন্থা আছে, যাঁহার যেরূপ সাধনে প্রবৃত্তি জন্মায় তিনি সেইরূপ সাধনেতেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে পারে॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধন ভক্তিলহর্য্যাং দ্বিশতাঙ্কধৃত গ্রন্থান্তরং।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকি কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তি রেষাং পরং॥১॥

টীকা।—শ্রীবিষ্ণোরিতি। বিষ্ণোর্ভগবতঃ শ্রবণে, গুণলীলা চরিত্রা স্বাদনে পরীক্ষিত প্রাপ্তিরভবৎ। তস্য কীর্ত্তনে বৈয়াসকি ব্যাস পুত্রোঽভূৎ। তস্য স্মরণে স্মৃতিমার্গে প্রহ্লাদঃ দৈত্যপুত্রোঽভবৎ। তদঙ্ঘ্রি ভজনে, তৎ-পাদপদ্ম সেবনে লক্ষ্মীঃ। তৎপূজনে,পূজাবিধানে পৃথুঃ। তু, পুনরভিবন্দনে অক্রূরঃ। তদ্দাস্যে, পরিচর্য্যাদৌ কপিপতির্হনুমানঃ। তৎসখ্যে, সখ্য-ভাবে অর্জ্জুনঃ। সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে, তীর্থভূমি প্রাণার্পণে বলিমহা-

ভাষা—সেই পাণ্ডব বংশোদ্ভব পরমভাগবৎ মহারাজা পরীক্ষিত নিরন্তর হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত অভয় পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর হরিনাম সংকীর্ত্তনে ব্যাসপুত্র শুকদেব, বিষ্ণুস্মরণের দ্বারা দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশ্যপের পুত্র মহাসাধু প্রহ্লাদ, বিষ্ণুপাদপদ্ম সেবাদ্বারা ক্ষীরদসমুদ্র তনয়া লক্ষ্মী, পূজাবিধানে পৃথু, অভিবন্দনে অক্রুর, দাস্যকার্য্যে পবনপুত্র হনুমান, সখ্য ভাবে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, এবং সর্ব্বস্বধন রাজ্যাদি আত্ম প্রদানে, বিরোচনদৈত্যপুত্র বলিমহারাজা এই সর্ব্বাধিকারী স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্ত্যনুযায়ী কৃতকার্য্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া দেহবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব যে কর্ম্মই হউক প্রবৃত্ত্যনুসারে ভক্তি যুক্তে কার্য্য করাই সুবিধি। এই শরীরস্থ ইন্দ্রিয়দিগের ভগবৎ সাধন বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাঽধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

সবৈ মনঃকৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্, বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে।
করৌহরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু, শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত সৎ কথোদয়ে॥

টীকা—কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ বৈইতি নিশ্চয়েমন চকার অর্পিতো মানসবভূব। বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে গোবিন্দ গুণানুকথনে বচাংসি, বচনানিচকার। হরের্মন্দির মার্জ্জনাদিষু করৌ হস্তৌচকার। অচ্যুত সৎ কথোদয়ে, শ্রীকৃষ্ণলীলা কথপ্রচারে শ্রুতি, কর্ণদ্বয়ংচকার॥

ভাষা—এই শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যায়। সেই মন মত্তমাতঙ্গের স্বরূপ অনিবার্য্য হইয়া নিরন্তর বিষয়রূপ অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। কোনমতে শান্তিরস অবলম্বন করে না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ যুগলে ভক্তি রজ্জুতে ঐ মানস মত্তমাতঙ্গকে বদ্ধ রাখা উচিত। আর বাগেন্দ্রিয়কে কেবল অনিত্য মিথ্যা কল্পনায় কাল হরণে অনাশক্ত করিয়া, বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের

ইত্যাদি কার্য্যে নিয়োগ করা, এবং শ্রুতিদ্বয়কে অনিত্য প্রসঙ্গ অর্থাৎ পরনিন্দাদি বৃথা শ্রবণে বিরত করিয়া অচ্যুত সৎকথানুবাদ শ্রবণ বিষয়ে নিযুক্ত করা, সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়জনক কার্য্য নিশ্চিত জানিবে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

মুকুন্দ লিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ, তদ্ভৃত্য গাত্রস্পর্শেঽঙ্গ সঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ সরোজসৌরভে, শ্রীমত্তুলস্যা রসনাতদর্পিতে॥৪॥

টীকা—মুকুন্দ লিঙ্গালয়দর্শনে, ভগবৎ প্রতিমাদি দর্শনে দৃশৌ নেত্রদ্বৌচকার। তদ্ভৃত্য গাত্রস্পর্শে, কৃষ্ণভক্তানামঙ্গস্পর্শে অঙ্গ সঙ্গমংচকার। শ্রীমত্তুলস্যা, তুলসী মিশ্রিতেন, তৎপাদ সরোজসৌরভে, কৃষ্ণপাদপদ্ম গন্ধে, ঘ্রাণঞ্চ নাসিকাংচকার। তদর্পিতে, কৃষ্ণ অর্পিতে অন্নাদৌরসনাং জিহ্বাংচকার॥৪॥

ভাষা—চক্ষুদ্বয়কে এই সাংসারিক সম্পত্তি এবং কামিনী প্রভৃতি অনিত্য পদার্থ দর্শনে অনাশক্ত করিয়া কেবল মুকুন্দ ভগবান্ গোবিন্দের প্রতিমাদি দর্শনে নিয়োগ করা, আর অসাধু এবং বারাঙ্গনাদিগের অঙ্গস্পর্শ রহিত করিয়া ভগবদ্ভক্ত পরম সাধুদিগের অঙ্গসঙ্গমে অঙ্গকে নিযুক্ত করা, এবং নাসিকাকে অনিত্য সুগন্ধ বস্তুর ঘ্রাণে অনাশক্ত করিয়া, তুলসী সংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ঘ্রাণে নিয়োগ করা, আর রসনাকে অন্যরসে বিরত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্পিত অন্নাদি রসের স্বাদ গ্রহণে নিযুক্ত করা সুবিধি হয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

পাদৌহরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে, শিরোহৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চদাস্যেনতুকাম কাম্যয়া, যথোত্তমশ্লোক জনাশ্রয়ারতি॥৫॥

কামনাদিকংচকার। যথা উত্তম শ্লোক গুণাশ্রয়রতি, ভক্তি কাম কাম্যয়া ভক্তিমুক্তাদিবাঞ্ছয়া সাধন ভূতয়ানতু ভবতি ॥৫॥

ভাষা—পাদদ্বয়কে বিষয় চেষ্টায় গমন রহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তীর্থ-স্থানাদি ভ্রমণে কৃতজ্ঞতা করা, আর মস্তককে অন্য ব্যক্তির নিকট নত না করিয়া কেবল সেই হৃষীকেশ গোবিন্দপদারবিন্দ সর্ব্বক্ষণ অভিবন্দনে নিয়োগ করা, এবং অন্য কামনা পরিত্যাগী হইয়া কেবল ভগবান্ গোবিন্দের দাস্য পরিচর্য্যাদিতে কামনা করা, আর শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বাদ বর্ণন, উত্তম শ্লোকের ভাব গ্রহণে রতিমতি হইয়া ভক্তি প্র[illegible] হওয়া, এইরূপে ইন্দ্রিয়দিগের বশীকরণ বিষয়েকৃতজ্ঞ হইয়া পরম সাধকেরা অনা[illegible]সে শ্রীমদ্গোলোকধামে গমনের যোগ্য হন।

তখন শিষ্য করপুটাম্বিতে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরোঃ! শরীরস্থ ইন্দ্রিয়দিগের যেরূপ কার্য্যে নিযুক্তকরণ বিষয় আপনি অনুমতি করিতেছেন। এরূপ কার্য্যে কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আ[illegible]র কোন কার্য্য করিবার অবকাশ পায় না। ইহাও বিজ্ঞব্যক্তিদিগের নিকট শ্রুত হওয়া হইয়াছে, যে, সকল আশ্রমের উৎকৃষ্ট গৃহাশ্রম ধর্ম্ম। আশ্রমী গণেরা পিতৃমাতৃ কার্য্য, এবং যাগযজ্ঞাদি নানাবিধ দৈবকার্য্য, আর গো দান, স্বর্ণদান ভূমিদান, রত্নদান ও অন্নাদি বিবিধ দানাদি কার্য্যে পুরুষার্থ প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি সংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া লোক সমাজে পরিগণিত হন। এবং ঐ সকল কার্য্যফলে চরমেও পরমগতি লাভ করে। অতএব জিজ্ঞাসা করি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ সাধন বিষয়ে ইন্দ্রিয়দিগকে নিযুক্ত রাখিলে আশ্রম ধর্ম্মের কার্য্যে কিরূপে কৃতজ্ঞতা হইতে পারে তাঁহা আজ্ঞা করুন।

শিষ্যের ইত্যুক্তি শ্রবণে ঈষৎ হাস্যবদনে গুরু কহিতেছেন. হে বৎস! তুমি আশ্রমধর্ম্মের কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ভগবদ্ভক্তদিগের সে ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্তি কদাচিৎ হয় না। এবং সেই সাধক মহাশয়েরা কাহারও কোন ঋণী নহে ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং।

টীকা—হে রাজন্ যোজন পরিহৃত্যকর্ত্তুং, পরিচর্য্যকর্ত্তুং সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বাকারেণ শরণাং যোগ্যং, শরণীয়ং মুকুন্দং গোবিন্দং গতোভবতিস্ম। অয়ং জনো দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং দেবঋষিরাজ, মনুষ্যাদিনাং কিঙ্করোন-ভবতি। চ, পুনঃ, পিতৃণাং কিঙ্করোনভবেৎ; ঋণীচ, ঋণদায়ী নভবেৎ ॥৬॥

ভাষা—যে ব্যক্তি সর্ব্বাত্মন স্বরূপ সর্ব্বদেহাবস্থিত পরম পুরুষ পরমেশ্বর গোবিন্দচরণারবিন্দে আপন জীবন, মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে অর্পণ করিয়া সেই অভয় পাদপদ্মে শরণাগত হয়া সে ব্যক্তি দেবতা কিম্বা মুনিঋষি অথবা রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের এবং পিতৃমাতৃ প্রভৃতি অমাত্য বন্ধু বান্ধব কাহারও কিঙ্কর বা ঋণী নহে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রমী হইয়া, সেই পরম সাধু ব্যক্তি এই সংসারের সকল লোকের ঋণী হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। তিনি পরিণামে সেই গোলোকধামে অনায়াসে গমন করিয়া পরম গতিলাভ করিবেন। অতএব সেই গোবিন্দচরণার-বিন্দে ভক্তিকার্য্য রহিত হইয়া অন্য সাংসারিক ধর্ম্মকার্য্য দূরে থাকুক, নিষ্কাম ধর্ম্মাদি কার্য্যকেও উত্তম কার্য্য বলিয়া সাধু ব্যক্তিরা গণ্য করেন না, তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে ব্যাসদেবং প্রতি নারদ বাক্যং।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং, নশোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃপুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, নচার্পিতং কর্ম্মদ যদপ্যকারণং ॥৭॥

টীকা—নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। অচ্যুতস্য গোবিন্দস্যভাববর্জ্জিতং ভক্তি রহিতং। নৈষ্কর্ম্ম্যং, নিষ্কর্ম্মত্বং ধর্ম্মং নশোভয়েৎ, নসুন্দরঃ ভবেৎ। নিরঞ্জনং, নিরা-কারত্বং জ্ঞানং, জ্ঞানযোগং অলং, ব্যর্থং ভবতি। পুনরীশ্বরে, গোবিন্দে যদকারণং, হেতুরহিতং কর্ম্ম, নচার্পিতমপি শশ্বৎ, নিত্যং অর্পণং বিনাকৃতং, কস্মাদ্ভদ্রং ভবতি ॥৭॥

ভাষা—শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ভগবান্ গোবিন্দের ভক্তি-যোগে আরাধনা কার্য্য রহিত হইয়া কেবল নিষ্কর্ম্মধর্ম্ম আচরণ করিলে

পরমেশ্বরে হেতু রহিত ভক্তিকার্য্য অর্পণ ভিন্ন কদাচিৎ লোকের ভদ্রদায়ক হয় না॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে পরিক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

তপস্বিনো দানপরাযশস্বিনো, মনস্বিনোমন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলা।
ক্ষেমং নবিন্দন্তি বিনাযদর্পণং তস্মৈসুভদ্র শ্রবসে নমোনমঃ॥৮॥

টীকা—তপস্বিনঃ তপসাঃ দানপরাঃ, দানিনঃ যশস্বিনঃ প্রতিষ্ঠাবন্তঃ। মনস্বিনঃ, মোনাঃ মন্ত্রবিদঃ জাপকাঃ। সুমঙ্গলাঃ, সদানামান্বিতাঃ,এতেসর্ব্বে যদর্পণং, যস্যসেবনং, বিনাক্ষেমং পারত্রিকসুখং অখণ্ডাব্যয়ানন্দং নবিন্দন্তি নভবন্তি। তস্মৈসুভদ্র শ্রবসে, সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপায়, গোবিন্দায় নমঃ, ভূয়োসম্পাতিতোঽহং নমামি॥৮॥

ভাষা—তপস্বীগণেরা ভক্তিযোগে যাঁহার তপস্যা না করিয়া, দাতা ব্যক্তিরা যাঁহার শ্রীমদ্বৃন্দাবন ধামাদির লীলা উল্লেখে দানাদিকার্য্য না করিয়া এবং যশস্বী ব্যক্তিরা যাঁহার যশগুণ বর্ণন না করিয়া, মৌনব্রত ব্যক্তিরা যাঁহাকে হৃদয়ে চিন্তা না করিয়া, আর মন্ত্রবিদ্ জাপক ব্যক্তিগণ যাঁহার বীজমন্ত্র জপ না করিয়া পারত্রিকের মঙ্গল, অর্থাৎ অখণ্ড অব্যয়ানন্দ সুখলাভ করিতে পারেন নাই। সেই সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপ শ্রীমদ্গোবিন্দের পাদপদ্ম যুগলে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া এবং আত্মমানস ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ঐ পদারবিন্দে অর্পণ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করি। ভগবদ্ভক্তির শক্তি ভিন্ন সর্ব্বব্যাপ্ত নিরাকারত্ব বৈধ কোন মতে হইতে পারে না॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং।

শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তি মুদস্যতেবিভো, ক্লিশন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এবশিষ্যতে নান্যদ্যথাস্থূল তুষাবঘাতিনাং॥৯॥

ক্লেশন্তি, ক্লেশং প্রাপ্নুবন্তি। তেষাং সাধকানাং অসৌ ক্লেশনঃ পীড়াবক্তরঃ, এবংশিষ্যতেঃ অবশেষোভবতি। যথাস্থূল তুষাব ঘাতিনাং নান্যৎ তণ্ডুলং নপ্রাপ্যতে তদ্বৎ ॥৯॥

ভাষা।—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন। হে প্রভো! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, যে সকল ব্যক্তিরা তোমার আশ্রয় স্মরণীয় ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল শুষ্কজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ নাম হইবার মানসে নানাবিধ ক্লেশভোগ করে। সেই সকল ব্যক্তিদিগের ক্লেশভোগেই কালহরণ হইতেছে, এবং ভবিষ্যতেও বহুতর ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা। যেহেতুক তোমার শ্রীপদারবিন্দে ভক্তি ভিন্ন মোক্ষ কোনক্রমেই লাভ হইতে পারে না। তাহারা ভ্রান্তি বশতঃ বিষম ক্লেশে কালহরণ করে। যেমন ধান্য ব্যতীত স্থূল তুষে অবঘাত করিলে কখনই তণ্ডুল প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব সারপদার্থ যে ভক্তি, সেই ভক্তিলাভ হওয়ার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা পণ্ডিতগণের অবশ্যই কর্ত্তব্য হয়।

এক্ষণে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! আপনি ভগবান্ গোবিন্দচরণারবিন্দে ভক্তি হওনের নিমিত্ত শরীরস্থ ইন্দ্রিয়দিগকে সাংসারিক সুখে এককালীন নৈরাশ করিয়া কেবল সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ আরাধনার বিষয় যে অনুমতি করিতেছেন। কিন্তু সংসারের জন সকলের এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া বড়ই সুকঠিন। যেহেতুক এমন মনোহর আশ্রম এবং মনোহরা কামিনী ও নানাবিধ ধনসম্পত্তি এবং আত্মীয় সজন বন্ধুবান্ধব অপত্যাদি লইয়া আমোদ প্রমোদ আহার বিহার ইত্যাদি সাংসারিক সুখে এককালীন নৈরাশ হইয়া কেবল ভগবৎ সেবা পরিচর্য্যাদি কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে কিরূপে জনসকলের সহসা প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার সদুপায় আমাকে আজ্ঞা করুন।

গুরু কহিতেছেন। হে বৎস! ভগবৎ আরাধনাকরণের বিষয় তোমাকে যে উপদেশ দিতেছি, এরূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা সকল মনুষ্যের সাধ্য হয় না। তাহার কারণ এই যে ভগবৎ অবিদ্যাময়ীমায়াজালে এই সংসারের সকল ব্যক্তিই বদ্ধ আছেন। মায়াভ্রান্তবশতঃ অনিত্য সাংসারিক সুখকে এবং অনিত্যদেহকে নিত্যজ্ঞান করিয়া জনসকল কেবল ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টকরিতেছে। কিন্তু চরমকালে কালকর্ত্তৃক গ্রাসিত

অতএব ভগবান্ গোবিন্দচরণারবিন্দে যাঁহার দৃঢ়ভক্তি জন্মিয়াছে, সে ব্যক্তি বিষম মোহপাশময়ী মায়াজাল হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

দৈবীহ্যেষাং গুণময়ী মম্মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥১০॥

টীকা—হে অর্জ্জুন! এষাং দৈবী, দেবঘটিতা গুণময়ী গুণাত্মিকা মম মায়াহি, নিশ্চিতং, দুরত্যয়া, মহামোহস্বরূপা ভবেৎ। যেজনা মাং এব প্রপদ্যন্তে, শ্রদ্ধাভাবেন ভজন্তি, তে ভক্তজনাঃ এতাং দৈবীং মায়াং মোহপাশময়ীং তরন্তি, উত্তীর্ণা ভবন্তি ॥১০॥

ভাষা—কুন্তিপুত্র অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন। হে অর্জ্জুন! দৈবঘটিতা গুণাত্মিকা দুরত্যয়া আমার সেই অবিদ্যাময়ীমায়া, লোক সকলের মোহপাশস্বরূপা হইয়া সংসারে বদ্ধ করায়। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে শ্রদ্ধাযুক্তে একান্তে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করে, সে ভক্ত ব্যক্তি দৈবী মোহপাশময়ীমায়াজাল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। অতএব অবিদ্যামায়ার বিষম মোহপাশ হইতে মুক্ত হওয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযোগে আরাধনা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো!—আপনি গুণাত্মিকা মায়া বলিয়া যে অনুজ্ঞা করিলেন। ইহার বিশেষরূপে অবধারণ কিছুই করিতে পারিতেছি না। সত্ত্বরজস্তমো এই গুণত্রয়ে জগদ্ব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব সেই অবিদ্যাময়ীমায়া ত্রিগুণাত্মিকা কিম্বা একগুণযুক্তা। আর কিরূপেইবা তাহার উৎপত্তি এবং সাংসারিক লোকদিগের মোহান্ধ করিয়া এতাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত করা, তাহারিবা কারণ কি। তদ্বিস্তারিত আপনি কীর্ত্তন করুন।

তখন গুরু কহিতেছেন। হে বৎস! সৃষ্টিপ্রলয়কালীন স্বর্গমর্ত্ত্যপা-

প্রকৃতির উৎপত্তি করিয়া, সত্বরজস্তমো গুণত্রয়ে ত্রিদেবের উৎপত্তি, আর প্রকৃতির অঙ্গ হইতে তমোগুণে অবিদ্যাময়ী মায়ার উৎপত্তি করেন। সেই মায়া সংসারের কারণ হইয়াছেন। তাহার পর ক্রমে গুণত্রয়ে সংসারের সমস্ত জীবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে চমসং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং ।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরেবর্ণাঃ গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ১১॥

টীকা—পুরুষস্য ভগবতঃ মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ, সকাশাৎ চত্বারো বর্ণাঃ আশ্রমৈঃ সহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রা ইতি আশ্রমৈঃ সহ জজ্ঞিরে ভবিতাবন্তঃ। বিপ্রাদয়ঃ, গুণৈঃ সত্বরজস্তমসৈঃ হেতুভূতৈঃ পৃথক্ ॥ ১১॥

ভাষা। সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, আর পাদপদ্ম হইতে শূদ্র। এই চতুর্বর্ণ আশ্রম সহিতে উৎপত্তি হইয়াছেন। কিন্তু সত্বরজস্তমোগুণের হেতুভূত জাতি নির্ণয় হইবেক, যদ্যেতুক ব্রাহ্মণ কেবল সত্বগুণাবলম্বি। ইঁহারা সংসারের অনিত্য বিষয় সুখে বিরত হইয়া কেবল ভগবান গোবিন্দের সেবা ও বেদপাঠ তপস্যাদিতে কালহরণ করিবেন। আর ক্ষত্রিয়গণ রজোগুণে ঈশত্বঃ রাজশাসন, প্রজাপালন, যাগযজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। আর রজস্তমো মিশ্রগুণে বৈশ্য তাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ের দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া, সাংসারিক কার্য্য করিবেন। আর তমো গুণে শূদ্র তাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, ঐহিক পারত্রিকের নিস্তারের উপায় সংস্থাপন করিবেন। জীবের উৎপত্তি হইয়া এইরূপ নিয়মে সত্যাদিযুগত্রয়ে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মে সকলে কালহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে কলিযুগ বিধায়ে যুগমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ বিষয়ী, শূদ্রতপস্বী, এইরূপ পূর্ব্বনিয়মের অন্যথার কার্য্য হইতেছে। অতএব এক্ষণে সকল জীবের নিস্তার কর্ত্তা সেই সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষ শ্রীমদ্গোবিন্দ। তাঁহার আরাধনা না করিলে অধোযাতনাদিতে পতন হইতে হয়। তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
নভজন্ত্যব জানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১২॥

টীকা—য এষাং। এষাং, চতুর্বর্ণানাং মধ্যে, যে জনাঃ, পুরুষং সাক্ষাৎ ভগবন্তং ঈশ্বরং আত্মপ্রভবং, আত্মাত্মনাং ন ভজন্তি, নজানন্ত্যেব, নস্মরন্তি, নতত্ত্বং জানন্তি। তেজনাঃ স্থানাৎ স্বীয় পদাৎ ভ্রষ্টাঃ সন্ অধো যাতনাদৌ পতন্তি ॥১২॥

ভাষ—এই সংসারের ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আত্মপ্রভব সর্ব্বাত্মনস্বরূপ শ্রীমদ্গোবিন্দের চরণারবিন্দ আরাধনা না করে বা তাঁহাকে অবগত হইতে না পারে এবং দিনান্তেও একবার দিনবন্ধু, হরি বলিয়া স্মরণ না করে, সে ব্যক্তি স্বীয় মানবপদ ভ্রষ্ট হইয়া অধোযাতনাদিতে, অর্থাৎ তির্য্যকযোনি আদিতে তাহাকে ভ্রমণ করিতে হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি দেবস্তুতিঃ।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥১৩॥

টীকা—হে অরবিন্দাক্ষ! হে পদ্মলোচন! গোবিন্দ! যেঽন্যে জনাঃ বিমুক্তমানিনঃ হরিভগবতি অস্তভাবাৎ লীলয়া অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ন নির্ম্মলা ভক্তিবিশিষ্টা বুদ্ধির্যেষাং, তে কৃচ্ছ্রেণ বহুশ্রমেণ পরং শ্রেষ্ঠং পদং স্থানং তেজোময়ং আরুহ্য আরোহণং কৃত্বা, অনাদৃতং অসেবিতং যুষ্মদ অঙ্ঘ্রি চরণং যৈ, স্তে, ততঃ স্থানাৎ অধো, যাতনাদৌ পতন্তি, পুনর্গচ্ছন্তি ॥১৩॥

ভাষা—দেবগণেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া কহিয়াছিলেন। হে অরবিন্দাক্ষ গোবিন্দ! যে ব্যক্তি মোহবশতঃ সুনির্ম্মল ভক্তিবিশিষ্টাসদ্বুদ্ধি অভাবে তোমাকে দৃঢ়ভক্তি দ্বারা আরাধনা না করিয়া অন-

অতএব ভগবদ্ভক্তিভিন্ন ভববন্ধন মোচনের অন্য উপায় নাই। সেই ভগবান্ বাসুদেবের পাদপদ্মে একান্তে শরণাগত হইলে সে ব্যক্তিকে অবশ্যই তাঁহার কৃপা হইয়া থাকে॥

যথা হরিভক্তি বিলাসস্য একাদশবিলাসে সপ্তনবত্যধিক ত্রিশতাঙ্কধৃত রামায়ণ বচনং।

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতিচ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥১৪॥

টীকা—হে উদ্ধব! সকৃদেকবারমেব প্রপন্নঃসন্ যোজনঃ তবাস্মি অহমিতিচ যাচতে, ভিক্ষতে, তস্মৈজনায় অভয়ং পদং সর্ব্বদা দদামি, অহমিতি এতন্মমব্রতং প্রতিজ্ঞা বচনং॥১৪॥

ভাষা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন। হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি আমার শরণাগত হইয়া অত্যন্ত কাতরান্তঃকরণে দিনান্তে একবার আমার নিকট প্রার্থনা করে। যে হে ভগবন্ আমি তোমার পাদপদ্মে শরণাগত। তোমা ভিন্ন আমার অন্যগতি নাই। তুমি আমার ত্রাণ কর্ত্তা, তুমি আমাকে অপার সংসার সমুদ্র হইতে পার কর। এইরূপ প্রার্থিতজনকে আমি নিশ্চয় অভয়পদ প্রদান করিয়া থাকি, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা বাক্য। অতএব সেই দীনবন্ধু হরির যেরূপে হউক আরাধনা করিলে কদাচিৎ তাহা নিষ্ফল হয় না। তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

অকামঃ সর্ব্বকামোবা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥১৫॥

টীকা—অকামইতি। অকামোবা নাস্তি কামনা যস্যসঃ। সর্ব্বকামোবা সর্ব্বকামোবা মোক্ষং মুক্তিং কামায়তীতি মোক্ষকামোবা ভগবন্তং ভজন্তি যস্য উদারধীঃ সদ্বুদ্ধিঃ। তীব্রেণ, নির্ম্মলেন, শুদ্ধসত্বেন, জ্ঞানকর্ম্মরহিতেন, ভক্তিযোগেন, পরং শ্রেষ্ঠং পুরুষং গোবিন্দং যজেত ভজেৎ। সর্ব্বোত্তমাসাদিতি॥১৫॥

ভাষা—সেই পরমপুরুষ গোবিন্দের অকাম অর্থাৎ কামনা রহিত অথবা

আরাধনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে ক্রমে তাঁহার আরাধনার শক্তিতে কামনা শূন্য হইয়া থাকে ॥

তথাহি হরিভক্তি সুধোদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে ধ্রুবচরিতেঃষ্টাবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ধ্রুব বাক্যং ।

স্থানাভিলাষী তপসিস্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র গুহ্যং ।
কাচংবিচিন্বন্নপিদিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং নযাচে ॥১৬॥

টীকা —হে স্বামিন্ ! হে গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ ! অহং স্থান ভিলাষী রাজসিংহাসনাভিলাষী সন্ তপসী, তপস্যা বিষয়েস্থিতঃ ত্বাং দেবমুনীন্দ্র গুহ্যং দেব-মুনি ইন্দ্রাদিনাং অপ্রাপণীয়ং প্রাপ্তবান্ । কীদৃশং কাচবিচিন্বন্, অন্বেষণং যত্নন দিব্যরত্নমেব প্রাপ্তবান্ সন্ কৃতার্থোঽস্মি কৃতকৃতার্থ ভবামি । বরং মুক্তিভুক্ত্যাদিকং নযাচে নপ্রার্থয়ে ॥১৬॥

ভাষা—ভগবান্ গোবিন্দকে ধ্রুব কহিয়াছিলেন । হে স্বামিন্ ! হে পুরুষোত্তম ! শ্রীকৃষ্ণ ! আমি স্থানাভিলাষী, অর্থাৎ রাজসিংহাসনাভিলাষী হইয়া তপস্যাবিষয়ে স্থিত হইয়াছিলাম । তাহাতে তোমার কৃপাবলোকনে দেবতাদিগের এবং মুনিঋষি, ইন্দ্র প্রভৃতির অপ্রাপণীয় ধ্রুবলোক নামা পরমধাম প্রাপ্ত হইলাম । যেমন কাচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অনায়াসে দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়, আমি তদ্রূপ কৃতকৃতার্থ হইয়াছি । অতএব মুক্তি ভুক্ত্যাদি অন্যবর কিছুই প্রার্থনা করিনাই । কেবল তোমার চরণারবিন্দে রতিমতি থাকে, ইহাই প্রার্থনা করি । অতএব সকামী ব্যক্তিরাও ভগবৎ আরাধনা করিলে ঈশ্বরের আনুকূল্যতায় কামনা শূন্য হইতে পারেন ।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন । হে গুরো ! ভগবৎ আরাধনা বড়ই কঠিন কার্য্য ইহাতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার পক্ষে বড় দুষ্কর বোধ হইতেছে । অতএব কি উপায়ে ঈশ্বরে রতিমতি হইয়া অনিত্য বিষয় চিন্তায় নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়, তাহার নিগূঢ় উপদেশ আমাকে আজ্ঞা করুন্ ।

গুরু কহিতেছেন । বৎস ! ভগবৎ আরাধনা কঠিন কার্য্য যাহা কহিতেছ ইহার সন্দেহ কি, সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইলে ভববন্ধন মোচন হইবেক

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মুচুকুন্দ বাক্যং।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ সমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥১৭॥

টীকা। হে অচ্যুত! ভ্রমতঃ জনস্য যদা যস্মিনকালে সাধুসমাগম ভবতি। তর্হি তৎকালীন ভবাপবর্গ ভবমোচনরূপ মার্গ ভবেৎ। যর্হি সৎসঙ্গমো ভবেৎ তদৈব হে পরাবরেশে, হে ভগবন্। সদ্গতৌ ত্বয়িমতিরতি র্জায়তে॥১৭॥

ভাষা—মুচুকুন্দ রাজা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন। হে অচ্যুত হে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। এই সংসারের ভ্রমতঃ অবিদ্যামায়াজালে মোহিত ব্যক্তির সৎকালীন সৌভাগ্য বশতঃ তোমার ভক্ত, অর্থাৎ তোমাগত প্রাণ একান্তিক সাধু ব্যক্তির সহিত সমাগম হয়। তৎকালীন সেই অবিবেক মোহবদ্ধ ব্যক্তির সৎসঙ্গমাত্র হেতু অর্থাৎ সাধু ব্যক্তির নিকট তোমার মহিমা লীলাগুণাদি শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে তোমাতে রতিমতি এবং ভক্তি উপস্থিত হইয়া ভববন্ধনমোচন রূপমার্গে গমনের উপায় হয়। সেই সাধু ব্যক্তি ইন্দ্রিয় বশীভূত করণের এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অশীতিতমে ধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থির জঙ্গমেষু শৃণোতি তৎ পুণ্যকথাঃ সকর্ণঃ॥১৮॥

টীকা—তস্যহরেগুর্ণান্ গুণসমূহান্ গৃহীতা সদাগায়কয়া যয়া সাবাক জিহ্বা উচ্যতে। তদ্ধরেঃ কর্ম্মকরৌ যৌ তৌ করৌ হস্তৌ উচ্যতাং। চ, পুনস্তস্যহরেঃ স্থিরজঙ্গমেষু জগন্নাথ দিচাবতারাদিষু মধ্যেষু বপুঃ শরীরং যৎস্মরেৎ তৎমনকচ্যতে। তস্য পুণ্যকথাং শৃণোতি শ্রবণং করোতি যঃ সএবকর্ণং কথ্যতে ইত্যর্থঃ॥১৮॥

বলিয়া উক্ত করা যায়। আর বৃথা অনিত্য কার্য্যে বিরত হইয়া জগচ্চিন্তা-ময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা পরিচর্য্যাদি কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে যে কর, তাহাকেই কর বলিয়া গণনা করা যায়। আর অন্য চিন্তা রহিত হইয়া সেই দীনবন্ধু পতিতপাবন শ্রীহরির স্থিরজঙ্গমাদিতে অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথাদি অবতারের প্রতিমূর্ত্তি আপন হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা যে মনে স্মরণ করে, সেই মনকেই মন বলিয়া ধন্যবাদ দেওয়া যায়। আর অনিত্য শ্রবণে অনাশক্ত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণ পুণ্যকথা রচিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহামান্য পুরাণ প্রসঙ্গ শ্রবণে সর্ব্বক্ষণ রত হয় যে কর্ণ, তাহাকেই কর্ণ বলিয়া প্রশংসা করা যায়। অতএব সেই ভগবদ্ভক্ত পরম সাধুদিগের নিকট এইরূপ সদুপদেশ সর্ব্বদা শ্রবণ করিলে ক্রমে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের দূরীকরণ হইয়া মনের এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রমে ক্রমে দুঃস্বভাব পরিত্যাগ হওয়ার সম্ভাবনা। সাধু ব্যক্তির সংসর্গ ভিন্ন সদ্গতি হওয়ার অন্য উপায় নাই।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে প্রভোঃ! তোমার বদন বিমল সুধাকর হইতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণস্বরূপ যে অমৃত নির্গলিত হইতেছে। আমি সেই অমৃত শ্রুতিপথে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। অতএব জিজ্ঞাসা করি ভগবৎ ভক্তদিগের অতুল মাহাত্ম্য। আমি সেই মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ আপনকার নিকট শ্রবণাভিলাষী হইতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হয়।

শিষ্যের এই অভিপ্রায় শ্রুত হইয়া গুরু কহিতেছেন — বৎস! ভগবৎ ভক্তদিগের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আমার সাধ্য কি আছে। সেই ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় ক্ষমতা ভক্তদিগকে অর্পণ করিয়া আপনি সেই ভক্তের আজ্ঞাকারী হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভক্তের হৃৎপদ্মোপরি বিরাজিত আছেন। তবে যথা শক্তি ভক্তের গুণমাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর॥

যথা হরিভক্তি বিলাসস্য দশমবিলাসে ষটসপ্ততি শ্লোকে শ্রীব্রহ্মনারদ সম্বাদং।

যেষাং পাদরজঃ প্রাপ্য শুদ্ধতে জাহ্নবীজলং।
নাম্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জ্জলং ॥১৯॥

টীকা—যেষাং সাধনাং পাদরজঃ প্রাপ্য জাহ্নবীজলং শুদ্ধতে শুদ্ধ ভবতি।

ভাষা—জাহ্নবী এবং নর্মদা, যমুনা ইঁহারা ভারতবর্ষের মহাপুণ্য তীর্থ। তাঁহাদিগের স্মরণ মননে শরীর নিষ্পাপ হয়। মহামহা পাপীব্যক্তিরা ঐ তীর্থ জলে অবগাহন করিয়া কৃতপাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন। কিন্তু সেই মহাপাতকীর অবগাহন জন্য ঐ তীর্থ সকল পাপযুক্ত হইয়া থাকেন। তদনন্তর ভগবদ্ভক্ত সাধু ব্যক্তির সমাগম হইলে তাঁহার পাদরজঃ প্রাপ্তমাত্র গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্যতীর্থের জল পবিত্র হইয়া তৎকালীন মহাপাপীর অবগাহন জন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। অতএব ত্রিলোক তারিণী জাহ্নবীকে ত্রাণ করিতে যাঁহাদিগের শক্তি আছে, তাঁহাদিগের গুণগুণ বর্ণনা করিতে, এবং তাঁহাদিগের পদোদকের মহাত্ম্য প্রকাশ করিতে কোন ব্যক্তি ক্ষমবান্ হইতে পারে॥

তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্য দশমবিলাসে সপ্তসপ্ততি শ্লোকে শ্রীব্রহ্মনারদ সম্বাদং।

যেষাংবাক্য জলৌঘেন বিনাগঙ্গাজলৈরপি।
বিনাতীর্থ সহস্রৈস্তু স্নাতোভবতি নারদ॥২০॥

টীকা—হে নারদ। গঙ্গাজলৈর্বিনা অপি, নিশ্চিতং তু পুনস্তীর্থ দশশতৈর্বিনা যেষাং অমুনাং বাক্যজলৌঘেন সৎপ্রসঙ্গরূপ কথা জলসমূহেন সৎকথা শ্রবণশীল জনঃ, গঙ্গা, নর্মদা, যমুনা, সুপুষ্করাদি তীর্থ দশশতেষু স্নাতো ভবতি স্নানং করোতি॥২০॥

ভাষা—পদ্মযোনি ব্রহ্মা স্বীয়পুত্র নারদকে কহিয়াছিলেন। হে বৎস নারদ! যে সাধু ব্যক্তিদিগের বদন শশধর হইতে ভগবৎগুণানুবাদ সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণশীল উত্তম। গঙ্গা এবং পুষ্করাদি মহামহা পুণ্যতীর্থ ব্যতীরেকে তিনি সহস্র পুণ্যতীর্থ স্বরূপ ভক্তিজল সমূহে প্রতিদিন স্নান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণে শরীরে যেরূপ ভক্তি উদ্রেক হইয়া মনের নির্মলতা জন্মে। কোটিকোটি তীর্থজলে অবগাহন করিলেও তাদৃক্‌মনের পবিত্রতা কদাচিৎ হয় নাই, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে সৌনকাদিন প্রতি সূত বাক্যং।

তুলয়াম লবেনাপি নস্বর্গং নাপুনর্ভবং।

টীকা—তুলয়ামেতি। হেসৌনক ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গস্য লবেনাপি। অল্পেনাপি স্বর্গং সুখরূপ সমুদ্রং নতুলয়া মতুল্যাং নকুর্য্যাম্ অপুনর্ভবং। নির্ব্বাণং নতুলয়াম্ উতভো হেসৌনক, মর্ত্যানাং মনুষ্যানাং এতাদৃশাং সম্বন্ধে আশিষঃ মঙ্গলানি কিং ভবন্তি, অতএব সাধুসঙ্গস্য সর্ব্বোৎকর্ষত্ব-মায়াতি ॥২১॥

ভাষা—সূত মুনি কহিয়াছিলেন। হে সৌনক! এই ভারতবর্ষের মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে দিনান্তে কিয়ৎকালের জন্যও সাধুসংসর্গী হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ জনক। ঐ অল্পক্ষণ সাধুসংসর্গী হইয়া ভগবৎ গুণানুবাদ শ্রবণলাভ করিয়া এককালীন্ সুখসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারে। স্বর্গসুখভোগ তাদৃশ-গণ্য হইতে পারে না। অতএব মনুষ্যগণের সাধুসঙ্গ সদৃশহিত জনক সংসারের মধ্যে আর কিছুই নাই। কিন্তু শ্রদ্ধাবানলোকের সাধুসংসর্গে সম্পূর্ণ ফললাভ। আর অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষেও অহিতজনক নহে। যেহেতুক তাহারা অশ্রদ্ধাতেও যদি ভগবৎগুণানুবাদ সাধু ব্যক্তির নিকট কিঞ্চিৎ শ্রবণ করে, তাহাতেও ক্রমে শ্রদ্ধা জন্মাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ বিষয়ে উত্তম শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত সাংসারিক কার্য্যে রহিত হইতে পারিবেন না, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্দে বিংশাধ্যায়ে নবমশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ননির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌবা শ্রদ্ধাযাবন্নজায়তে ॥২২॥

টীকা—যাবতা পর্য্যন্তেন নির্ব্বিদ্যেত সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তনভবেৎ, তাবৎপর্য্যন্তং কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি কুর্ব্বীত অবশ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। বা পুনর্যাবৎ পর্য্যন্তং মৎকথা মমগুণ লীলা কথা শ্রবণাদৌ বিষয়ে শ্রদ্ধা নজায়তে তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত তদ্ভাবে তদভাব ॥২২॥

ভাষা—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন। হেউদ্ধব! এই সংসারের লোকের মধ্যে যাহারা সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইতে যাবৎপর্য্যন্ত না পারে। এবং আমার লীলাগুণ শ্রবণ বিষয়ে যাবৎ বিশিষ্টরূপে শ্রদ্ধা

ক্রমে অনিত্যসুখে অনাশক্ত হইয়া আমার লীলাগুণ চরিত্রাস্বাদনে লোভোৎপত্তি হইলে, তৎকালে সেই সকল কার্য্যে অনধিকারী হইয়া সাধু-সংসর্গী হইবার যোগ্য হইতে পারিবেক।

তখন শিষ্য কহিতেছেন। হে গুরো! সাধু ব্যক্তিদিগের প্রসঙ্গ শ্রবণে আমার সমলহৃদয় ক্রমে নির্ম্মল হইয়া আসিতেছে। আর আনন্দে শরীর অবসন্ন হইতেছে। বিবেচনা করি, ভগবৎভক্ত মহাশয়েরা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। সেই দীনবন্ধু জগচ্চিন্তামণি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের হৃৎ-পদ্মোপরি সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান করিতেছেন। অতএব সেই সাধুদিগের লক্ষণ কিঞ্চিৎ অস্মাদ্ নিকট কীর্ত্তন করিয়া মানস পরিপূর্ণ করুন।

সেই শিষ্যের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরমানন্দে গুরু কহিতেছেন। বৎস! তোমার ভগবৎভক্ত গুণমাহাত্ম্য শ্রবণে এতাদৃশ শ্রদ্ধা উৎপত্তি হওয়া দৃষ্টি করিয়া, আমি পরমাপ্যায়িত হইলাম। আর তোমাকে এই সদুপদেশ প্রদানে আমিও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছি। ইহা হইতে প্রীতিজনক আর ভারতবর্ষে কিছুই নাই। অতএব তোমার অভিপ্রায়মতে ভগবদ্ভক্তগণের লক্ষণ যাহা অবগত আছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥২৩॥

টীকা—ভক্তলক্ষণমাহ। যঃ সাধুসর্ব্বেষু ভূতেষু প্রাণিমাত্রেষু আত্মনঃ স্বকীয়স্য ভগবদ্ভাবং ইষ্টস্বরূপং পশ্যেৎ। পুনঃ কথম্ভূতঃ আত্মনি ভগবতি গোবিন্দে নিজাভীষ্টদেবে ভূতানি সর্ব্বাণি জীবানি পশ্যেৎ, সএব ভাগবতোত্তমঃ। ভাগবতানাং পরম সাধুনাং মধ্যে প্রধানঃস্যাদিত্যর্থঃ॥২৩॥

ভাষা—যে ভগবদ্ভক্ত দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, নাগ, নর, পশু, পক্ষ, বৃক্ষ, জলচর, স্থলচর, আকাশচর প্রভৃতি সকল প্রাণিমাত্রেই স্বীয়ইষ্টদেবতা-স্বরূপ ভগবদ্ভাব দর্শন করেন। এবং নিজ আত্মাতে ভগবান্ গোবিন্দ নিজ অভীষ্টদেবতা সকল জীব মাত্রেই দর্শন করেন। সেই মহাশয়

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি সমধ্যম ॥২৪॥

টীকা—মধ্যমমাহ। ঈশ্বরে গোবিন্দে যোঽধিকারী প্রেম করোতি। তদধীনেষু সাধুবর্গেষু মৈত্রী মিত্রতাং করোতি। বালিশেষু মূর্খজনেষু কৃপাং করোতি। দ্বিষৎসু শত্রুজনেষু উপেক্ষাং অনাদরতাং করোতি; সএব মধ্যমো ভবেৎ ॥২৪॥

ভাষা—যে ভক্ত ভগবান্ গোবিন্দে প্রেম। এবং ঈশ্বরের ভক্ত ভক্তবৃন্দের সহিত মৈত্রতাভাব। ও মূর্খদিগকে কৃপা করিয়া সুউপদেশ প্রদান করেন। আর শত্রুপক্ষে উপেক্ষা, অর্থাৎ শত্রুদিগের সহিত প্রণয় বা অপ্রণয় কিছুই না করিয়া অনাদর করেন, তাঁহাকে মধ্যম বলিয়া উক্ত করা যায়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং।

অর্চ্চয়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
নতদ্ভক্তেষু চান্যেষু সভক্তঃ প্রাকৃতঃস্মৃত ॥২৫॥

টীকা—যোঽধিকারী, অর্চ্চয়াং অর্চ্চন বিষয়ে হরয়ে গোবিন্দায় পূজাং সএব শ্রদ্ধয়া কারণ ভূতয়া ঈহতে চেষ্টতে। তদ্ভক্তেষু মৈত্রীং নকুর্য্যাৎ, অন্যেষু মূর্খজনেষু কৃপাং নচেষ্টতে সভক্তঃ প্রাকৃতঃ কনিষ্ঠঃস্মৃতঃ কথিতঃ ॥২৫॥

ভাষা—যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিতে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ হয়েন। কিন্তু তাঁহার ভক্তদিগের সহিত মৈত্রতা কিম্বা মূর্খদিগের প্রতি কৃপা অথবা শত্রুপক্ষে উপেক্ষা না করেন। তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য করা যায়। অতএব ভক্তদিগের যাহার যেমত ভাবের দ্বারা উত্তম মধ্যমাদিগণ্য হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু ভগ-

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে অষ্টাদশে অধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে হয়শীর্ষাভিধান ভগবত্তনু মুদ্ধস্য ভদ্রশ্রবো বাক্যং।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতোবহিঃ ॥২৬॥

টীকা—যস্য সাধোর্জ্জনস্য ভগবতি গোবিন্দে, অকিঞ্চনা নির্ম্মল ভক্তি বৃত্তি ভবতি। তত্রসাধুজনে সুরাদেবাদয়ঃ সর্ব্বৈগুণৈঃ সহ আসতে বশীভূয়স্তে। পুনর্হরো গোবিন্দে অভক্তস্য ভক্তি রহিত জনস্য মহদ্গুণাঃ সাধুগুণাদয়ঃ কুতঃ ভবন্তি; কথমসতীং অভক্তজনস্য মনোরথেন অসতী অসীর পাপকরেবহির্মায়াময় সংসারে ধাবতঃ নিরন্তরং গচ্ছত ইত্যর্থ ॥২৬॥

ভাষা—যে সাধু ব্যক্তির ভগবান গোবিন্দে অতি সুনির্ম্মলাভক্তি জন্মিয়াছে। সেই মহৎ গুণবিশিষ্ট পরম সাধু ব্যক্তির সকল দেবতা এবং দিক্পালগণেরা বশীভূত অর্থাৎ আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকেন। তাঁহার ভগবদ্ভক্তির শক্তিতে অত্র সংসারে কোন কার্য্যই অসাধ্য থাকে না। কিন্তু ভগবৎ অভক্তজনের অর্থাৎ যাহাদিগের সেই ঈশ্বরে ভক্তি না জন্মিয়াছে। তাহারা কদাচিৎ সেই মহৎ গুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। যেহেতুক সেই অভক্ত ব্যক্তিদিগের মনোরথে অসতী মহাপাপময়ী অবিদ্যামায়া বিরাজিতা থাকিয়া সংসাররূপে নিরন্তর সেই মনকে ধাবমান করিতেছে। অতএব নির্ম্মলান্তঃকরণেই সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তি স্ফূরতি হয়। কলুষযুক্তান্তঃকরণে সর্ব্বক্ষণ কেবল অসদ্বুদ্ধিই স্ফূরতি হইয়া থাকে। সেস্থলে ভক্তির অবস্থান কোন ক্রমে সম্ভব হয় না। এই নিমিত্ত সাধু ব্যক্তিরা অসৎসঙ্গ এবং অসৎ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্বৃত্তিতে কালহরণ করিয়া থাকেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশতিতমে অধ্যায়ে বিংশতিশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং।
অজাতশত্রবঃশান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥২৭॥ ২২।২২

শত্রু রহিত ঃ ; পুনঃকথম্ভূতা, কারুণিকা মহাকরুণাবন্তঃ ; পুনঃ কথম্ভূতা, শান্তাঃ স্নিগ্ধগুণান্বিতাঃ,পুনঃ কথম্ভূতা, সাধুভূষণাঃ সদ্বৃত্তি ভূষণ যুক্তা ॥২৭॥

ভাষা—সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদেহের সুহৃদ আর সর্ব্ব দুঃখসহনশীল এবং শত্রু রহিতঃ। আর মহাকরুণাবন্ত ও স্নিগ্ধগুণান্বিত। এবং সদ্বৃত্তি ভূষণ এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিরাই পরম সাধু বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরোঃ! সাধু ব্যক্তিদিগের গুণ কথন শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। কিন্তু অসাধু ব্যক্তি কাহাকে বলা যায়, এবং সেই অসাধু সংসর্গীতেই বা কি অপকার জন্মে তাহা বিস্তারিত পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন্।

গুরু কহিতেছেন। হে বৎস! এই সাংসারিক লোকদিগের গমনাগমনের দুইটী দ্বার আছে, তদ্বিস্তারিত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে স্বপুত্রশতং প্রতি ঋষভদেবোক্তি।

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তে স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তা প্রশান্তা বিমন্যব সুহৃদ সাধবোযে ॥২৮॥

টীকা—হে সাধবঃ। বিমুক্তেঃ হরিপ্রাপ্তের্মহৎ সেবাদ্বারং আহুঃ কথিতবন্তঃ। তমোদ্বারং নরকদ্বারং যোষিতাং যুবতীনাং সঙ্গেন সঙ্গমাহুঃ, তেসাধবো মহান্ত ভবন্তি ; তেকথম্ভূতাঃ সমচিত্তাঃ সর্ব্বত্র সমমানসাঃ, পুনঃ কথম্ভূতাঃ প্রশান্তাঃ স্নিগ্ধাঃ, পুনঃ কথম্ভূতাঃ বিমন্যবঃ ক্রোধ রহিতাঃ, পুনঃ কথম্ভূতাঃ সুহৃদঃ নির্ম্মলান্তরাঃ ॥২৮॥

ভাষা—এই সাংসারিক লোকদিগের দেহবন্ধ হইতে মুক্তির দ্বার মহৎ সেবা, অর্থাৎ ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনা। আর তমোদ্বার যুবতীর সঙ্গে সহবাসাদি, তাহাকেই নরকের দ্বার বলিয়া পণ্ডিতগণেরা উক্ত করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে যাঁহারা মহাসাধু মোহকে অন্তর করিয়া, মহান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এবং সর্ব্বত্র সমমানস আর অতিস্নিগ্ধ গুণযুক্ত ক্রোধ রহিত শরীর নির্ম্মলান্তঃকরণ। এই সকল গুণসম্পন্ন মহাসাধু ব্যক্তিরা কেবল মুক্তিরদ্বার অবলম্বন করিয়া ভগবৎ সেবাদি

আর যাঁহারা তমোগুণাবলম্বি মোহেতে সর্ব্বদা আবৃত, তাহারা সেই নরকের দ্বার যুবতীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার ক্ষমবান হইতেন. পারিয়া অবশেষে ঘোরনরকের মধ্যে গমন করেন। অতএব সাধু ব্যক্তিরা কামিনীগণের অঙ্গ সঙ্গের কথা কি, তাহাদিগের স্মরণ. মনন, অবলোকনাদিতেও বিরত হন। যেহেতুক সেই রতিপতি কন্দর্পদেব, যাঁহার দর্পে অত্রজগত্ত্রয়ের সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষরক্ষ, নাগ, নর, প্রভৃতি সকলে কম্পান্বিত। কামিনীগণেরা সেই কন্দর্পের প্রধান সৈন্য। তিনি সঅস্ত্রে সর্বক্ষণ কামিনীর মনোরথে বিরাজমান থাকিয়া সেই সন্মোহনাদি পাঁচটী ফুলবাণ সন্ধানযুক্তে—কামিনীর নয়নযুগলে দুইবাণ, ঈষদ্ধাস্যবদনে একবাণ, আর পীনোন্নত স্তনযুগলে দুইবাণ, এই পঞ্চবাণ স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। পুরুষে সেই সেই কামিনীকে অবলোকন করিবামাত্র ঐ সন্ধানযুক্ত জাজ্বল্য তেজোঃপুঞ্জ পঞ্চবাণ এককালীন ধাবমান হইয়, পুরুষের হৃদয়ভেদ করিয়া দাবানলের উত্তাপের ন্যায় মনকে অত্যন্ত উত্তাপিত করিলে পর। তৎক্ষণাৎ মনের কন্দর্প বিকারোগ উপস্থিত হইয়া চত্রপুত্তলিকার ন্যায় অনিমিক নয়নে সেই কামিনীকে অবলোকন করিতে করিতে, সেই কন্দর্প বিকার হইতে, তখন এইরূপ লোভবিকার উপস্থিত হয়। যে সেই কামিনীকে প্রাপ্ত হওয়ার পক্ষে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হইলে, তাহাতে শতযুগ বিলম্ব হওয়া অনুমান করে। কিন্তু সেই লোভবিকার হইতে এইরূপ মোহবিকার তৎকালীন উপস্থিত হয়। যে সেই কামিনী প্রাপ্ত হওয়ার পক্ষে যদি আপনার আত্মা সহিত সর্ব্বস্বধন তাহার পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হয়, তাহাও তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে। সেই মোহবিকারবশতঃ জাতি, কুলমান, লজ্জা, অথবা ধর্ম্মভয়, লোকভয়, ইত্যাদি সকল ভয় শরীর হইতে পরিত্যাগ হইয়া যায়। আর ঐ মোহবিকার হইতে এই প্রকার মদবিকার তৎকালে উপস্থিত করে। যে সেই কামিনীর মন ভুলাইবার জন্য আপন শরীরের বেশবিন্যাসে বিশিষ্টরূপেই কৃতকার্য্য হইয়া, তখন মনে করে আমার সদৃশ রূপবান্ গুণবান কৃতজ্ঞ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। আমি বুঝি স্বয়ং কন্দর্পদেব, অথবা সর্ব্বগুণান্বিত সব্যসাচী ধনঞ্জয় বা তাহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইব। আমি আপন ক্ষমতায় এই পরমাসুন্দরী কামিনীকে

করায়, যে সে ব্যক্তির বাস্তবিক পক্ষে দিনান্তে চারিটী পয়সা উপায় করিতে ক্ষমতা নাই. কিন্তু প্রকাশ করে আমি প্রতিদিন একশত মুদ্রা উপায় করিয়া থাকি, আমার সদৃশ কৃতকর্মা ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে আর কেহই নাই, ইত্যাদি নানাবিধ মাৎসর্য্যতা প্রকাশ করায়, তাহার পিতামাতা, ভ্রাতা আর পিতৃব্য শ্বশুর মাতুল প্রভৃতি সুহৃদবর্গ সকলে এই দুর্নীতির বিষয় প্রকাশ পাইয়া, সেই কার্য্যে অপ্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য বিধিমতে সদুপদেশ প্রদান করিলে পর। তৎকালীন এইরূপ ক্রোধবিকার উপস্থিত হয়, যে সেই সুহৃদগণের মস্তকচ্ছেদন করিলেও সেই ক্রোধশান্তি পায় না। এইরূপে কামিনীকে অবলোকন পলক্ষে ক্রমশঃ ছয়টী শত্রু অত্যন্ত প্রবল হইয়া সে ব্যক্তির ইহকাল পরকাল দুইকালের পরিত্রাণের পথ নষ্টপূর্ব্বক পরিণামে ঘোর নরকের মধ্যে এককালীন চিরদিনের জন্য নিমগ্ন করিয়া রাখে। সাধু ব্যক্তিরা কামাদি ছয়টী শত্রুকে বশীভূত করণের জন্য নানাবিধ উপায়-বন্তু, অর্থাৎ সাংসারিক সুখে অনাশক্ত হইয়া কেবল ভগবান্ গোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দে মনকে এরূপ নিমগ্ন করিয়া রাখেন, যে কোনমতে মোহবদ্ধ হইতে না পারে। কিন্তু, কেবল কামিনী অবলোকন কার্য্য হইতে ছয়টী শত্রুর এতাদৃশ বিকার উপস্থিত হইয়া উঠে। এ কারণ সাধু ব্যক্তিরা কদাচিৎ কামিনীকে অবলোকন করেন না। যদি, কোন হেতুতে কামিনী তাঁহাদিগের নয়ন পথে পতিত হয়। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা অধোবদন হইয়া থাকেন। সেই কামিনী সঙ্গত্যাগ হওয়া ভিন্ন মোহবন্ধ হইতে কোনক্রমেই মুক্তিলাভ করিতে পারে না, তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং।

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদযথাপুংসো যথাতৎ সঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩৫॥

টীকা—অস্যপুংসঃ, যোষিৎ সঙ্গাৎ মোহ আত্মবিভ্রমবদ্ধশ্চ আবদ্ধো যথাভবেৎ। তথা তৎসঙ্গিসঙ্গত্য যোষিৎ সঙ্গিনঃ, সঙ্গাৎ মোহো-বন্ধাশ্চ ভবেৎ। তথা অন্যপ্রসঙ্গতঃ অন্য পাপাচারাৎ বন্ধশ্চ মোহশ্চ

অর্থাৎ পরদ্রব্য হরণ এবং মদিরা পান ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্য আছে। কিন্তু কামিনী সহবাসে পুরুষের আত্ম বিভ্রম করিয়া যেরূপ মোহবদ্ধ করায়, সে সকল কার্য্যে তাদৃশ মোহবদ্ধ কদাচিৎ হয় নাই, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং।

সত্যং শৌচং দয়ামৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃক্ষমা।
শমোদমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ং ॥৩৩॥

টীকা—যৎ, সঙ্গাদসৎসঙ্গাৎ সত্যাদয়ঃ সংক্ষয়ং নাশং যান্তি। তে সত্যাদয়ঃ কে তদাহ, শৌচং বাহ্যান্তরং শুদ্ধং সত্যং যথাভাষণং দয়া পরদুঃখহরণেচ্ছা, মৌনং, মনোবৃত্তিমাত্রং বুদ্ধিঃ সারাসার বিবেচনা, হ্রীঃ লজ্জা, শ্রীঃ শোভা, যশঃ পৌরুষাদি, ক্ষমা সহিষ্ণুতা, শমঃ অন্তঃ শান্তিঃ, দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, ভগ ঐশ্বর্য্যাদি ॥ ৩৩ ॥

ভাষা—সেই অসতী কামিনীর সঙ্গদোষে লোকের সত্যাচরণ এবং বাহ্যান্তর পবিত্রতা, কিম্বা পরদুঃখহরণেচ্ছা বা মৌনাবলম্বন, অথবা সারাসার বিবেচনা, আর লজ্জা শোভা সহিষ্ণুতাগুণ এবং অন্তঃশান্তি ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের শক্তি, আর ঐশ্বর্য্যাদি এই সকল পুরুষার্থের পক্ষে সম্পূর্ণ হানিজনক হয়। এইজন্য কামিনীগণের সহিত বাক্য আলাপ করা সাধু ব্যক্তিদিগের কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! আশ্রম ধর্ম্মের কামিনীদিগেকেই আশ্রম বলিয়া পণ্ডিতেরা উক্ত করেন। তবে আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগী হইতে না পারিলে এতাদৃশ কার্য্যে সক্ষম হইতে পারা যায় না। যাঁহারা আশ্রমে থাকিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের কামিনীসঙ্গ পরিত্যাগ কিরূপে হইতে পারে। ইহাতে আমার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। অতএব এবিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া আমার সন্দেহ দূরীকরণ করুন।

তখন গুরু কহিতেছেন। আশ্রমে থাকিয়া ভগবৎ আরাধনা সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে না। যাঁহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া প্রথমাবস্থা পর্য্যন্ত

সৎকুলোদ্ভবা সর্ব্বগুণশীলা সধর্ম্মিণী, এইরূপ কামিনীকে দারপরিগ্রহ করিয়া শাস্ত্র সম্মত, অর্থাৎ সন্তান উৎপত্তির জন্য ভার্য্যা সহবাস, আর ঐ বনিতার সাপক্ষতায় যজ্ঞাদি নানাবিধকার্য্যে কৃতজ্ঞতা হইয়া, কলি-যুগে মনুষ্যদিগের পরমায়ুর পরিমাণ শতাধিক বিংশতিবর্ষ। তাহার পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ অষ্টচত্বারিংশবর্ষ তদবস্থায় কালহরণ করিয়া, তাহার পরে বানপ্রস্থ আচরণ, অর্থাৎ স্ত্রীসহবাসাদি আশ্রমের কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ত্রীপুরুষে উভয়েই একাগ্রতাচিত্তে নিরন্তর ভগবান্ গোবিন্দচরণারবিন্দ আরাধনা করিলেও তাহাকে মধ্যম সাধক বলিয়া উক্ত করা যায়। এতদ্ভিন্ন চিরদিন বনিতার সহিত সংবাসাদিতে মোহবদ্ধ থাকিলে সেই সকল ব্যক্তির নিস্তারের উপায় নাই।

পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! আপনি কেবল কামিনী সঙ্গ পরিত্যাগের কথা বারম্বার অনুমতি করিতেছেন। কিন্তু আর কোন্ কোন্ স্বভাবের ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস ত্যাগ করা বিধেয় তাহা অনুমতি করুন্।

তখন গুরু কহিতেছেন। অসৎ সঙ্গের অগ্রগণ্যা কামিনী, কিন্তু অন্যান্য অসদাচারী ব্যক্তিদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করাও যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ কর॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং।

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং নকুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষুচ॥ ৩১॥

টীকা—তেষু অসাধুষু সঙ্গমালাপে কুত্রোপবেশনাদিকং নকুর্য্যাৎ নকর্ত্তব্যং। কেষু অশান্তেষু শান্ততারহিতেষু মূঢ়েষু জ্ঞানহীনেষু; যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষুচ, যুবতীনাং ক্রীড়ার্থ মৃগপ্রায়েষু, শোচ্যেষু শোকযুক্তেষু খণ্ডিতাত্মসু, দেহাদাভিমানিষু॥ ৩১॥

ভাষা—এই সকল ব্যক্তিদিগকে অসাধু বলিয়া গণ্য করা যায়। যাঁহারা

দেহাভিমান করিয়া থাকে, আর যাঁহারা সর্ব্বদা কামিনী ক্রীড়াসক্ত। এই সকল ব্যক্তিদিগকে পশুর মধ্যে গণ্য করা যায়। কেবল পশুর সহিত আকৃতির ভেদ কিন্তু প্রকৃতির ভেদ কিছুমাত্র নাই। এজন্য এই সকল ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করাও সুবিধান হয়, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা হরিভক্তি বিলাসস্য দশমবিলাসে চতুর্বিংশাধিক দ্বিশতাঙ্কধৃত কাত্যায়নসংহিতা বচনং।

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
নশৌরিচিন্তাবিমুখ জনসম্বাসবৈশসং॥ ৩২॥

টীকা—বরমিতি। হুতবহজ্বালায়াং দাবানলদাহ মধ্যে পিঞ্জরান্তঃ লৌহাময় যন্ত্রে ব্যবস্থিতিঃ ব্যবস্থানতা সংস্থাপনতা বরং ভদ্রংস্যাৎ। তথাপি শৌরিচিন্তাবিমুখ কৃষ্ণসেবাবিমুখ জনেনসহ সম্বাস বৈশসং একত্রবাস বিশেষং নকুর্য্যাদিতি॥ ৩২॥

ভাষা—বরং দাবানলে দগ্ধলৌহময়যন্ত্র, অর্থাৎ তপ্তপিঞ্জরের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অগ্নির উত্তাপ সহ্য করা, আর তদবস্থায় হরিচরণারবিন্দ আরাধনা করা সাধুসম্বন্ধে সুবিধান হয়। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি পরাঙ্মুখ অসাধু ব্যক্তির সহবাস অথবা আলাপবিলাপ আহারবিহারাদি করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! অসাধু ব্যক্তির সহবাসী হওয়া অনুচিত, যাহা আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা শিরধার্য্য পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান থাকিলাম। কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি যে ঐসকল মূঢ় ব্যক্তিগণের নিস্তারের কোন উপায় আছে কি না?

গুরু কহিতেছেন। হে বৎস! যত পাপাচার ব্যক্তি হউক। যৎকালীন তাঁহার আপন কৃতকার্য্যে অসতত্ব বিবেচনা হইয়া সেই কার্য্যে পুনর্ব্বার কৃতজ্ঞতাহওয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি তৎকালীন সাধু.সংসর্গী হইয়া ভগবৎ গুণানুবাদ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে পারে। তাহা হইলে অবশ্যই কৃতপাপে নিষ্কৃতি পাইয়া ভগবান্ গোবিন্দশ্রীচরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইতে পারে॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টবিংশতি শ্লোকে জনকং প্রতি জায়ন্তোপাখ্যানং।

অতো আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছাম ভবতোঽনঘা।
সংসারেস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোপি সৎসঙ্গ সেবধির্নৃণাং॥ ১॥

টীকা—অতো অস্মাৎ, ভগবতঃ সম্বন্ধে আত্যন্তিকং অতিশয়ং ক্ষেমং মঙ্গলং পৃচ্ছামঃ কিমিতি। অস্মিন্ সংসারে ক্ষণার্দ্ধোপি সৎসঙ্গঃ শুদ্ধ সাধুসঙ্গঃ নৃণাং মনুষ্যানাং সেবধি সদ্ভক্তির্ভবেদিত্যাশ্চর্য্যং॥ ১॥

ভাষা—এই সংসারের মনুষ্যগণ মুহূর্ত্তকাল সাংসারিক কার্য্যে অনবধান করিয়া যদি সাধুসঙ্গী হইয়া ভগবৎ গুণাখ্যান শ্রবণে রত কার্য্য হইতে পারে, তাহাতেই আত্যন্তিক মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। যে সেতাদৃশ কুশল আর অন্য কোন কার্য্যেতেই লভ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যাবৎপর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে সহবাস এবং সদালাপ করিবেক, তাবৎ সেই পরমার্থের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধকারী অতি দুর্নিবার মোহশরীরে তিষ্ঠিয়া থাকিবার স্থান পায় না। অতএব সাধু ব্যক্তির নিকট সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ গোবিন্দচরণারবিন্দে শরণাগত হইলে সে ব্যক্তি সকল কৃতপাপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে॥

যথা ভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্‌ষষ্টি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামিমাশুচ॥ ২॥

কেবলং মাং শরণং ব্রজ ভজনং কুরু। সর্ব্বপাপেভ্যঃ সমুহেভ্যঃ পাপেভ্যঃ, ইহজন্ম পূর্ব্বজন্মকৃত পাপেভ্যঃ। অহং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি স্বধাম প্রাপয়িষ্যামি। মাশুচ শোকং মাকুরু সত্যং বিদ্ধিং জানী হীতি ॥ ২ ॥

ভাষা—কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে ভগবান্ গোবিন্দ কহিযাছিলেন। হে অর্জ্জুন! তুমি স্বীয় আশ্রমোপযুক্ত সর্ব্বধর্ম্ম, অর্থাৎ কুলপিত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিকাদি সামুদায়িক ধর্ম্ম কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল এক ধর্ম্ম আমার পাদপদ্মাশ্রয়ী হইয়া আমাকে একান্তভাবে আরাধনা কর। আমি তোমার ইহজন্ম এবং পূর্ব্বজন্মকৃত সমুদয় পাপে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া আমার বিহারের স্থান সেই গোলোকধামে তোমাকে বাসস্থান দিয়া সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিব। অতএব তুমি আমার এই সত্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শোক পরিত্যাগ কর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালীন্ অর্জ্জুনকে ভগবান্ স্বয়ং এই উপদেশ প্রদান করেন। অতএব সেই দীনবন্ধু হরি ভিন্ন দীনের অবলম্বনের স্থান আর নাই, তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

যথা। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অক্রূরবাক্যং।

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্তপ্রিয়াদৃত গিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ নযস্য ॥৩॥

টীকা—হে প্রভো! কঃ পণ্ডিতস্ত্বৎ তস্মাৎ গোবিন্দাৎ অপরমন্যদেবং শরণং সমীয়াৎ সংগচ্ছেৎ; পণ্ডিতঃ কোপিচান্যং দেবং নভজন্তি। কথম্ভূতাৎ কৃষ্ণাৎ, ভক্তিপ্রিয়াৎ ভক্তবৎসলাৎ। পুনঃ কথম্ভূতাৎ ঋতোগিরঃ ঋতং সত্যং গীর্বাক্যং যস্য তস্যাৎ সুহৃদঃ, সুষ্ঠু নির্ম্মলং হৃন্মানসং যস্য তস্মাৎ। পুনঃ কথম্ভূতাৎ কৃতজ্ঞাৎ ভক্তানাং কৃতং জানাতীতি তস্মাৎ ভজতঃ সুহৃদঃ ভক্ত জনস্য সম্বন্ধে, অভি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্ কামান্ অপি আত্মানঞ্চ দদাতি সতি তথাপি যস্য গোবিন্দস্য উপচয়াপ চয়ৌ সঞ্চয় বিনাসৌ নভবতঃ। এবম্ভূতাৎ গোবিন্দাৎ ॥ ৩ ॥

অপর দেবতার আরাধনায় কৃতকার্য্য হয়। অর্থাৎ পণ্ডিতগণেরা তোমা ভিন্ন কদাচিৎ অপরের উপাসনা করেন্ না। যেহেতুক তুমি ভক্তবৎসল এবং সত্যবাদী, আর সর্ব্বজনের সুহৃদ। এই নিমিত্তে তোমার দীনবন্ধু নাম জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। তুমি ভক্তের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নিজপদ বা সর্ব্বসম্পত্তি সদারা আপন আত্মা পর্য্যন্ত ভক্তে প্রদান করিলেও তথাপি তোমার অপচয় বা উপচয় কিছুই বোধগম্য হয় না। অতএব তোমাব্যতীত এমন দয়াময় আর কে আছে। হে দেব ! আমি আপন জীবন মন সমস্ত তবচরণারবিন্দে অর্পণ করিতেছি। এইমতে বিবিধ স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ দয়ালু অত্রগজন্তুয়ে আর কেহই নাই, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়বিংশশ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধব বাক্যং। ২২, 122

অহোবকীয়ং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায় যদ্যপ্যসাধ্বী।
লেভেগতিং ধাত্র্যচিতাং ততোন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৪ ॥

টীকা—অহোবকীতি। হে বিদুর ! ইয়ং বকী পূতনা জিঘাংসয়া হন্তুমিচ্ছয়া স্তনকালকূটং বিষমুক্ষিতং স্তন অপায় যদপি পানায়িতবতী অসাধ্বী অসতী দুষ্টা সাপি ধাত্র্যচিতাং মাতুরূপযুক্তাং গতিং লেভে প্রাপ্তবতী। ততোগোবিন্দাৎ কঃ বা অন্যং দয়ালুং শরণং ব্রজেম গচ্ছাম অন্যোদয়ালু কোপিনাস্তীতার্থঃ॥ ৪ ॥

ভাষা—বিদুরকে উদ্ধব কহিয়াছিলেন। হে বিদুর ! সেই বকীপূতনা শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে আপন স্তনযুগলে বিষম কালকূটবিষ ম্রক্ষণ করিয়া তাঁহাকে পান করাইয়াছিল। সেই অসতী দুষ্টা পূতনাকে সেই দীনবন্ধু ভক্তবৎসল দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ আপন মাতৃ উপযুক্ত গতি, অর্থাৎ গোলকধামে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অতএব সেই দয়াময় গোবিন্দ ব্যতীত আর কোন্ দেবতার শরণাপন্ন হইব। এতাদৃশ সহশক্তি এবং দয়ালুতা জগতিসংসারের মধ্যে আর কোন ব্যক্তির

করপুট স্থিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতের কিরূপ লক্ষণ, তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ দূরীকরণ করুন।

তখন গুরু কহিতেছেন। হে বৎস! শরণাগতের লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥

যথা হরিভক্তি বিলাসস্য একাদশবিলাসে সপ্তদশাধিক চতুঃশতাঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রং।

আনুকূলস্য সংকল্প প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনং,
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা,
তৎক্রিয়াস্ব বিনিক্ষেপঃ ষড়্ বিধা শরণাগতি॥ ৫॥

টীকা—আত্মসমর্পণং ষড়্ বিধমাহ। আনুকূল্যস্যেতি। আনুকূল্যস্য কৃষ্ণানুকূলসেবনস্য গ্রহণং প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনং শত্রুত্বাভিমানম্ বর্জ্জনং মাং রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ। গোপ্তৃত্বে বরণং রক্ষার্থে আত্ম সমর্পণং তথা-তৎ ক্রিয়াস্ব বিনিক্ষেপঃ তস্য ক্রিয়াস্বনি অকারণীয়া শরণাগতিঃ, ভক্তিযোগেভিঃ বিনিষ্ঠ মতি॥ ৫॥

ভাষ্য—শরণাগত ষট্ বিধলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণে আনুকূল্যভাব, অর্থাৎ সেবাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকা। প্রাতিকূল্য, অর্থাৎ শত্রুত্বাভিমান বর্জ্জন করা। আর সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতভাবে রক্ষা করিবেন ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করা। আর রক্ষার্থে আপন আত্মামনাদিকে সেই পাদপদ্মে অর্পণ করা। এবং তাঁহার কৃপা হইবার কালক্ষেপ করিয়া আশার আশ্রিত হইয়া থাকা। এবং অকারণে শরণাগতি, অর্থাৎ কামনাশূন্য হইয়া কেবল সাধনের নিমিত্ত শরণাগত হওয়া। এই ছয় প্রকার শরণাগত লক্ষণ তাহা অবগত হও॥

তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্য একাদশ বিলাসে অষ্টাদশাধিক চতুঃশতাঙ্ক-ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রং।

তবাস্মি তি বদন্ বাচা তথৈবমনসাবিদন্।
তৎস্থান মাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥ ৬॥

করণেন তং ভগবন্তং বিদন্। জানন্ সন্ পুনঃ কুর্ব্বন্ তৎস্থানাশ্রিতঃ বৃন্দাবন নবদ্বীপাদ্যাশ্রিতঃসন্ ॥ ৬॥

ভাষা—ভগবান্ গোবিন্দের শরণাগত ভক্তগণেরা সেই আনন্দময়ের আনন্দে সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত থাকেন। কদাচিৎ তাঁহাদিগের শরীরে নিরানন্দ প্রবেশ করিতে অবকাশ পায় না। তাঁহারা বদনে সর্ব্বদা এই কথা উক্ত করেন; যে, হে দীনবন্ধু হরি আমি নিতান্ত তোমার অভয় পাদাম্বুযুগলে শরণাপন্ন। তোমাভিন্ন আমার অন্যগতি নাই। এবং মানসে অন্যচিন্তা রহিত হইয়া কেবল অহর্নিশি সেই চিন্তাময় হরির শ্রীচরণারবিন্দ চিন্তাদ্বারা কাল হরণ, আর শ্রীকৃষ্ণের লীলার স্থান বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, অথবা নবদ্বীপাদি ধামে যথেচ্ছাক্রমে বসতি করিয়া তাঁহার আরাধনা করেন ॥

তথাহি ভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

কৃতিঃসাধ্যাভবেৎসাধ্য ভাবসাসাধনাভিধা।
নিত্যশিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদিসাধ্যতা॥ ৭॥

টীকা—সামান্যসাধনমাহ। কৃতীতি। সাসাধনাভিধা, সাধন নাম ভক্তিঃ। কৃতিসাধ্য ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারেণ সাধনীয়া ভবেৎ। সা কথম্ভূতা সাধ্যোভাব যয়াসা। নিত্যসিদ্ধস্য পূর্ব্বাদের্ভাবস্য চেষ্টা বিশেষস্য হৃদি প্রাকট্যং প্রকটনং যথাস্যাৎ সাধ্যতা ভবেজ্জনেনেতি॥ ৭॥

ভাষা—সাধনেরই নাম ভক্তি বলিয়া পণ্ডিতেরা উক্ত করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা ভগবৎ সাধন, অর্থাৎ চক্ষুতে ভগবৎরূপ দর্শন, শ্রবণে নামগুণানুবাদ শ্রবণ, নাসিকায় সেই পাদপদ্মের ঘ্রাণ লওয়া, আর রসনায় তাঁহার নামোচ্চারণ জপাদি, এবং করেতে সেবাদ কার্য্য, পদেতে তীর্থপর্য্যাটন, মানসে সর্ব্বদা তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ চিন্তা, এইরূপ সাধন কার্য্যকেই কৃতিসাধ্য বলিয়া উক্ত করা যায়। আর হৃদপদ্মে সেই আত্মারাম শ্রীহরিকে বাহ্যজ্ঞানের অভাব হইয়া নিরন্তর চিন্তা করা তাহার নাম নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় বশীকরণ ভিন্ন এতাদৃশ সাধ্য একেকালীন হইতে পারে না।

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

যত্ররাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরূপজায়তে।
শাসনেনৈবশাস্ত্রস্য সাবৈধিভক্তিরুচ্যতে ॥ ৮ ॥

টীকা—বৈধিভক্তিলক্ষণমাহ। যত্র, ভক্তৌরাগান্ অবাপ্তত্বাৎ রাগভক্তেরপ্রাপ্তত্বাৎ হেতু শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব শাস্ত্রবচনেনৈব প্রবৃত্তিরূপজায়তে। শ্রদ্ধা উৎপত্তির্ভবেৎ সাবৈধীভক্তিরুচ্যতে কথ্যতে ॥ ৮ ॥

ভাষা—ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনার দ্বারা ক্রমে দৃঢ়তর ভক্তি শরীরে উপস্থিত হইলে সেই ভক্তি রাগাত্মিকা হয়েন। তৎকালে ভগবৎ অর্চ্চন বিষয়ে শাস্ত্রশাসনের, অর্থাৎ নানাবিধ শাস্ত্রে যেমত বিধি ব্যবস্থা উক্ত আছে তাহাতে প্রবৃত্তি না হইয়া সেই রাগাত্মিকা ভক্তির শক্তিতে যেরূপ শ্রদ্ধা উপস্থিত করায়। তদনুসারে ঈশ্বরের অর্চ্চন বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়। সেই ভক্তিকে বৈধিভক্তি বলিয়া সাধকেরা উক্ত করেন।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! রাগের বিষয় আপনি যাহা অনুমতি করিলেন। আমি ইহার কিছুই বিবেচনা করিতে পারিতেছিনা। রাগদ্বেষ দি ছয়টী প্রবল শত্রু বলিয়া শ্রুত হইয়াছিলাম। ভগবৎ আরাধনাতে শরীরে ভক্তি উদ্রেক হইলে, সেই রাগ নিবৃত্তি হইবেক। তাহা না হইয়া ভক্তির দ্বারা রাগ উপস্থিত হওয়া, ইহা আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। অতএব ইহার সবিশেষঃ কীর্ত্তন করিয়া আমার মনের সন্দেহ দূরীকরণ করুন।

শিষ্যের ইত্যুক্তি শ্রবণে গুরু ঈষদ্ধাস্যবদনে কহিতেছেন। বৎস! তুমি যে রাগের কথা উল্লেখ করিলে। পরম শত্রু বলিয়া যে রাগকে উক্ত করা যায়। ভক্তির দ্বারা সে রাগের উৎপত্তি হয় না। ভগবৎ আরাধনায় দৃঢ় ভক্তি হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবিতকালে যে লোভোৎপত্তি হয়। অর্থাৎ কখন সেই জগচ্চিন্তাময় হরিকে নয়নগোচর করিয়া অনিমিক নয়নে সেই নবীন জলধররূপ দর্শনে, নয়নের সফল করিব। আমি কখন সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশরেখা সংযুক্ত শ্রীচরণারবিন্দযুগলে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া এই ত্রিতাপেতাপিত পাপদেহকে পবিত্র করিব। আমি কখন সেই বিমলবদন শশধরের অমৃতবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রবণের সফল

করিব। যে ভক্তির দ্বারা হরিপ্রাপ্ত বিষয়ে এরূপ উৎকণ্ঠচিত্ত করে, সেই ভক্তিকেই রাগাত্মিকা বলিয়া উক্ত করা যায়॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি লহর্য্যাং চতুরধিক শত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

ইষ্টেস্বারসিকীরাগঃ পরমাবিষ্টতাভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তি সাত্ররাগাত্মিকোদিতা॥ ৯॥।

টীকা—ইষ্টেস্বাভিলাষযে বাঞ্ছনীয়বস্তুনি আবিষ্টতায়, প্রেমময় গাঢ় তৃষ্ণা সারাগভবেৎ। কথম্ভূতা আবিষ্টতা পরমাপরম মনোবাকায়ৈ যুক্তা। পুনঃ কথম্ভূতা স্বারসিকী স্বাভাবিকীনতু শ্রবণ কীর্ত্তনাদিভিঃ কৃত্রিমা যাভক্তিঃ; তন্ময়ী রাগময়ী ভবেৎ সাভক্তিঃ অত্র সাধনভক্তিলক্ষণে রাগাত্মিকা উচ্যতে। রাগশব্দেন লোভ। ব্রজলোকানুসারৌ কথ্যতে। অস্যতটস্থ লক্ষণং আবিষ্টতা স্বরূপ লক্ষণং পরমা॥ ৯॥

ভাষা—আপন সাধনীয় ইষ্টদেবতা আবিষ্টতা, অর্থাৎ সেই ইষ্টদেবতা শ্রীমদ্গোবিন্দকে প্রাপ্ত হবন বিষয়ে যে প্রেমময় গাঢ় তৃষ্ণা। তাহাকেই রাগ বলিয়া উক্ত করা যায়। সেই রসিকীরাগ ভক্তি হইতে উৎপত্তি হয়েন। সেই ইষ্টদেবতার নাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে পুলক কম্প স্বেদ, প্রলাপ, ইত্যাদি উপস্থিত করাইয়া শরীর অবসন্নযুক্ত করান। এই সাধন ভক্তিলক্ষণে রাগাত্মিকা ভক্তিকেই লোভ বলিয়া ব্রজবাসীগণেরা উক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকা বিধায়ে রাগাত্মিকা ভক্তি তাঁহাদিগের শরীরে বিরাজমান্ করিতেছেন॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ত্র্যধিক শতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

বিরাজন্তী মভিব্যক্তং ব্রজবাসীজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুস্মৃতা যা সারাগানুগোচ্যতে॥ ১০॥

টীকা—বিরাজন্তীতি যা ভক্তি রাগাত্মিকাং অনুস্মৃতা অনুগামিনী সা ভক্তি রাগানুগা উচ্যতে। কথম্ভূতাং রাগাত্মিকাং ব্রজবাসীজনা-

ভাষা—যে ভক্তি রাগানুগামিনী, অর্থাৎ প্রেমের অনুগামিনী অভিলষিত ইষ্টদেবতা শ্রীমদ্গোবিন্দচরণারবিন্দ অবিলম্বে প্রাপ্ত হওয়ার লোভোৎপত্তি করিয়া সর্ব্বদা মনের উৎকণ্ঠা জন্মায়। এবং শরীর আবিষ্ট হইয়া প্রেমাশ্রুধারা অবিরত নয়নযুগলে পতন হয়। আবার উর্দ্ধবাহু পূর্ব্বক গোবিন্দের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কোথায় আমার প্রাণধন গোবিন্দ একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে বাক্য নিঃসরণ করিয়া নৃত্য করে বা ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া গড়াগড়ি দেয়। তাহাতে লোকত নিন্দাদির কোন শঙ্কা করে না। এই সকল প্রেমের চিহ্ন যে ভক্তির দ্বারা উপস্থিত হয়, তাহাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলিয়া সাধকগণেরা উক্ত করেন। ব্রজবাসী সুবল প্রভৃতির এই ভক্তি শরীরে বিরাজমান ছিল, ইহার নাম তটস্থভাব। কিন্তু শ্রীরাধিকা ললিতা প্রভৃতি ব্রজগোপীদিগের মাধুর্য্যভাব, সে ভাবের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি লহর্য্যাং অষ্টাদশাধিক শতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥ ১১॥

টীকা—তত্তদিতি। তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রীরাধিকাললিতাদী ভাবচেষ্টারূপ মাধুর্য্যে শ্রুতে সাধুমুখাৎ শ্রবণে সতি বৈধ ভক্ত্যাধিকারিণঃ ধী বুদ্ধির্যৎ অপেক্ষতে কদেদং ভাবমাধুর্য্যং চেষ্টা মাধুর্য্যঞ্চ সম্ভবেদিত্যপেক্ষতে, অত্রাপেক্ষণে শাস্ত্রং বেদপুরাণ বচনং নাপেক্ষতে; চ পুনর্যুক্তিং অপেক্ষতেন, তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং লোভোদ্ভব লক্ষণং ভবেৎ॥ ১১॥

ভাষা—সেই মাধুর্য্যভাব শরীরে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত বিষয়ে এতাদৃশ লোভোৎপত্তি করে। যে, তদ্বিষয়ে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের বিধি কিম্বা পণ্ডিতগণের যুক্তি অথবা কুললজ্জা লোকতনিন্দা এবং গুরুজনের শাসনের ভয় ইত্যাদি শরীরে শঙ্কার প্রসঙ্গও থাকে না। কেবল হরি প্রাপ্ত হওয়ার আশাবর্দ্ধনে উৎকণ্ঠা মানস হইয়া থাকে। এই ভাবকেই মাধুর্য্যভাব বলা যায়। এই ভাবে শ্রীমতী রাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণেরা [illegible]

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি লহর্য্যাং সপ্তদশাধিক শতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং ।

বৈধভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবির্ভাবনাবধি ।
তত্রশাস্ত্রং যথাতর্কমনুকূল মপেক্ষতে ॥ ১২ ॥

টীকা—বৈধেতি। বৈধভক্ত্যধিকারিতু ভাবাদির্ভাবনাবধি তত্তদ্ভাবাদি ভাবনা মাধুর্য্যাবধি সীমানং ভাবেন তত্রশাস্ত্রং নাপেক্ষতে যথাতর্কং নাপেক্ষতে তু পুনরনুকূলং নাপেক্ষতে তর্কং স্মৃতিং লোকাপেক্ষং ধর্ম্মাদিকং নাপেক্ষতে ॥ ১২ ॥

ভাষা—বৈধভক্তির দ্বারা এইরূপ মাধুর্য্যভাব উদয় হইলে। সেই ভক্তিমা পর্য্যন্ত এইরূপ লোভবিবহ উপস্থিত করে. যে,তৎকালীন ধর্ম্মশাস্ত্র বা তর্কস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের শাসন কিম্বা পণ্ডিতগণের যুক্তি অথবা কোন ব্যক্তির আনুকূল্যতা ইত্যাদি কোন বিষয়েরই অপেক্ষা করে না। - কিন্তু এতাদৃশ ভাবও সামান্য পক্ষে ঘটনা অতি দুষ্কর, তাহাতেই লইয়াছেন ॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি লহর্য্যাং দশাধিক শতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং ।

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধাদূরেস্তপঞ্চকে ।
যত্রস্বল্পোঽপিসম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ১৩ ॥

টীকা—অস্মিন দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে মহাকঠিনাশ্চর্য্যকীর্ত্তে গোবিন্দ বিষয়ে পঞ্চকে, সৎসঙ্গনামগান ভাগবত শ্রবণ মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তিসেবেতি, পঞ্চকে শ্রদ্ধাদূরে অস্তু ভবতু। তত্র গোবিন্দে স্বল্পোপি অল্পমাত্র সম্বন্ধোপি ভাবজন্মনে ভাবোৎপত্তি নিমিত্তায় সদ্ধিয়াং সদ্বুদ্ধিনাং জনানাং সম্বন্ধে ভাবজন্মনে সমার্থে ভবেদিতি ॥ ১৩ ॥

ভাষা—ভগবান গোবিন্দে ভাব উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন কার্য্য এবং আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। কিন্তু সদ্বুদ্ধিমান সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই গোবিন্দচরণ অরবিন্দে প্রথমতঃ অল্পমাত্র ভাব উপস্থিত হইবার জন্য সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ

শ্রবণ আর সেই শ্রীমূর্ত্তিসেবা এবং তাঁহার প্রিয়স্থান শ্রীমদ্বৃন্দাবন মথুরাদিতে বসতি। এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত ভিন্ন ভগবৎভাব শরীরে আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু ভগবদ্ভাব শরীরে আবির্ভাব না করিতে পারিলে তাহার সেই মানবদেহ ধারণ বৃথা। ভগবদ্ভক্তিরস যে শরীরে না থাকে সেই শরীর পাষাণ সদৃশ অত্যন্ত কঠিন। ভক্তি-রসের শক্তিভিন্ন কোমলাঙ্গ কোন ক্রমেই হয় না। অতএব এমন সুমধুর ভগবদ্ভক্তিরসের স্বাদ গ্রহণ করা মানবদিগের অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা-তেই কহিয়াছেন॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি লহর্য্যাং ষষ্ঠাঙ্কধৃত পাদ্মপুরাণঃ।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো নজাতুচিৎ।
সর্ব্বেবিধি নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেবকিঙ্করা॥ ১৪॥

টীকা—স্মর্ত্তব্যইতি। বিষ্ণুঃ সততং নিরন্তরং স্মর্ত্তব্যঃ স্মরণীয়ঃ, জাতু-চিৎ কদাচিৎ, বিস্মর্ত্তব্যঃ বিস্মরণীয়ঃ নভবেৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ এতয়োঃ কিঙ্করঃ এবস্যুর্ভবন্তি॥ ১৪॥

ভাষা—সেই জগৎপতি বিষ্ণু সকল কার্য্যেই সকল জনের স্মরণীয় হইয়াছেন। বিষ্ণুস্মরণ ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না। তিনি কদাচিৎ লোক সকলের বিস্মরণীয় নহেন। তবে যে সকল ব্যক্তির পশুর সদৃশ বুদ্ধি তাহারাই সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে বিস্মরণ হইয়া সংসার নরককূপের মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে, অবশ্যই ভক্তিরসের কিঞ্চিৎ স্বাদ গ্রহণোপযোগী হইতে পারেন, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাত্রিংশৎশ্লোকে জনকং-প্রতি করভাজন বাক্যং।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সংনিবিষ্টঃ॥ ১৫॥

পরেশঃ পরাৎপরঃ হরিঃ স্বপাদমূলং ভজতঃ, নিজপাদমূলং সেবিতস্য প্রিয়স্য ভক্তজনস্য কথঞ্চিৎ কেন প্রকারেণ যৎ বিকর্ম্মং পাপাচারং উৎপতিতং উপস্থিতং। তস্য যদি অন্তরি সন্নিবিষ্টঃ যুক্তঃ সন্ সর্ব্বপাপাচারং ধূনোতি নির্ম্মলয়তি। কথম্ভূতস্য তস্য ত্যক্তান্যভাবস্য। ত্যক্তোঽন্যোভাবোঽন্য বাঞ্ছিতে যেন তস্য ॥ ১৫ ॥

ভাষা— যে ভগবদ্ভক্ত অন্যভাব রহিত হইয়া সেই পরমেশ্বর হরির অনন্যভাবে, অর্থাৎ হরিভিন্ন গতি নাই এতাদৃশ দৃঢ়চিত্তে আরাধনা করে। সেই দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু পতিতপাবন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, সেই ভক্তকে, অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত গণ্য করিয়া, তাঁহার বাহ্যান্তরস্থ সমুদয় পাপাচার কার্য্য রহিত করাইয়া নির্ম্মল মানস করিয়া দেন। তাঁহার শরীরে পাপ তিষ্ঠিয়া থাকিবার কোন মতেই স্থান পায় না, তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশোধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং-প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনোবৈমদাত্মনঃ।
নজ্ঞানং নচবৈরাগ্যং প্রায়ঃশ্রেয়োভবেদিহ ॥ ১৬॥

টীকা—মদ্ভক্তিযুক্তস্য। মমভক্তিযোগাশ্রিতস্য যোগিনঃ। বৈ ইতি নিশ্চয়ে মদাত্মনঃ মৎস্বরূপস্যজ্ঞানং ব্রহ্মানুসন্ধানং বিনাএবচ পুনঃ বৈরাগ্য। গৃহাদি ত্যাগং বিনৈব ইহ ভজনে প্রায়ো বাহুল্যেন শ্রেয়ো মঙ্গলং ভবেদিতি ॥ ১৬॥

ভাষা—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন। হে উদ্ধব! আমার ভক্তিযুক্ত যোগাশ্রিত যোগীগণেরা নিশ্চয়ই আমার আত্মস্বরূপ হয়েন। যদ্যপিও তাঁহাদিগের আমাতে ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিয়া থাকে। অথবা বৈরাগ্যোৎপত্তি, অর্থাৎ আশ্রমত্যাগী হইতে সামর্থ না হইয়া থাকে, তথাপি আমি তাহাদিগের সর্ব্বদা শ্রেয়চিন্তা করিয়া থাকি। আমার আরাধনা করিতে করিতে ক্রমে সেই পরমজ্ঞান এবং বৈরাগ্যোৎপত্তি হইয়া সংসারসমুদ্র হইতে তরণ হইতে পারিবেক। অতএব আমার আরাধনা করাই লোক সকলের সম্পূর্ণ শ্রেয়জনক কার্য্য, বিনাসাধনে সিদ্ধ

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরোঃ! শ্রীকৃষ্ণ সাধন বিষয়ের নিগূঢ় কথা একটী জিজ্ঞাসা করি। তারকব্রহ্ম রামনাম যাহা শাস্ত্রাদিতে উক্ত আছে, সেই রামের এবং শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার পক্ষে বিশেষঃ কি, তাহা আজ্ঞা করুন।

গুরু হাস্যবদনে কহিতেছেন। বৎস! যিনি বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণ তিনিই রাম। কেবল নামের বিভিন্ন ব্যতীত ক্ষমতার কিছুমাত্র বিভিন্ন নাই। সেই পূর্ণব্রহ্ম রামনাম উচ্চারণ করিয়া গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা ইত্যাদি মহামহা পাপে পাপীগণেরা নিষ্কৃতিলাভ করে। অতএব রামনামের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর॥

যথা, পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে অষ্টমশ্লোকেস্তথা তত্রৈবচ উত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্র নাম স্তোত্রে শেষশ্লোক।

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দ চিদাত্মনি।
ইতিরামপদেনাসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ১৭॥

টীকা—রমন্ত ইতি। অনন্তে অনন্তশায়িনে সনিত্যানন্দে। শুদ্ধ সত্ত্বানন্দ স্বরূপে চিদাত্মনি আত্মন্তর্যামিনি তস্মিন্ যোগিনঃ সর্ব্বে মহামুনয়ঃ রমন্তে। ক্রীড়ন্তে ইতি রামপদেন অসৌ পরংব্রহ্ম দশরথতনয়ো বিধীয়তে ব্রহ্মৈবকথ্যতে॥ ১৭॥

ভাষা—সেই অনন্তসায়িন নিত্যজ্ঞানানন্দ স্বরূপ আত্মন্তর্যামিনি পরংব্রহ্ম রামচন্দ্র, সূর্য্যবংশাগ্রগণ্য মহানুভব মহারাজা দশরথের তনয় হইয়া লীলাবশতঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আত্মারাম যেহেতুক রমণভিন্ন জনসকলের ধৈর্য্যাবলম্বন হয় নাই বিধেয় মায়াভ্রান্তলোকেরা অবিদ্যাময়া স্বরূপা কামিনী রমণাশক্ত হইয়া মোহসাগরের মধ্যে নিমগ্ন হয়। আর যোগীগণেরা অবিদ্যামায়াজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা সেই রামকে আত্মাতে রমণের দ্বারা সদানন্দে কালহরণ করেন। অতএব সেই রামের নাম বারত্রয় উচ্চারণ করিলে সহস্র নামের তুল্য

যথা পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে নবমশ্লোকেস্তথা তস্মৈবচ উত্তরখণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্র নামস্তোত্রে শেষশ্লোক।

রামরামেতি রামেতি রমেরামেমনোরমে।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রামনামবরাননে॥ ১৮॥

টীকা—হে বরাননে! হে সুন্দরবদনে হে রমে হে রমণীয়ে হে রামে হে মনোজ্ঞে হে পার্ব্বতি সত্যং রামরামেতি ইতি রামনামত্রয়ং সহস্র নামভিস্তুল্যং সমান ভবেৎ। কথম্ভূতে রামে সর্ব্বেষাং ভূতানাং মনো-রমে যস্মিন রামে অথবা জীবানাং মনসি বিষয়েরেমে ক্রীড়িতবান্। সএব-রামচন্দ্রএব রামনাম বারত্রয়মুচ্চারণেনৈব সহস্র নামঃ তুল্যং ভবেৎ। ফলদায়ি ভবেদিত্যর্থ॥ ১৮॥

ভাষা—ভগবান ভবানীপতি মহেশ ভগবতী দুর্গাকে রামনামের মাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন। হে সুন্দরবদনে হে রমণীয়ে হে মনোজ্ঞে হে পার্ব্বতি। রামনাম ইতি নাম বারত্রয় উচ্চারণ করিলে পর এক সহস্র নামের তুল্য ফললব্ধ হয়। সেই রাম সকল জীব সম্বন্ধে মনোরমে, অর্থাৎ মনেতে ক্রীড়া করেন। সেই আনন্দে এককালীন শরীর আনন্দময় হয়। অতএব রামনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে কবিদিগের বুদ্ধির গম্য হয় না, সেই রামনাম এই সংসারের ধর্ম্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ হইয়াছেন॥

যথা শ্রীমন্মহানাটকে অষ্টমশ্লোকে রামনামের মাহাত্ম্যবর্ণনং।

কল্যাণানাং নিদানং কলিমলমথনং জীবনং সজ্জনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদিপরপদ প্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য।
বিশ্রাম স্থানমেকং কবিবরবচসাং পাবনং পাবনানাং
বীজংধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতুভবতাং ভূতয়ে রামনাম॥ ১৯॥

টীকা—রামং কথম্ভূতং কল্যাণানাং নিদানং, লোকানাং নিদানং অন্তিমং কল্যাণানাং মঙ্গলদায়কং পুনঃ কথম্ভূতং কলিমল মথনং কলিযুগাধিপতি

মুমুক্ষোঃ। মুক্তেচ্ছু জনস্য পরপদঃ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য আগমনস্য পাথেয়ং পন্থানাং সম্বলং ভবেৎ। পুনঃ কথম্ভূতং কবিবরবচসাং কবি শ্রেষ্ঠজনানাং বচসাং বচনানাং বিশ্রাম স্থানমেকং ভবেৎ। পুনঃ কথম্ভূতং পাবনং পাবনানাং পবিত্রঞ্চ পবিত্রকারকং। পুনঃ কথম্ভূতং ধর্ম্মদ্রুমস্য ধর্ম্মবৃক্ষস্য বীজং। অতএব ভূতয়ে অস্মিন্ সংসারে জীবসম্বন্ধে সাধন বিষয়ে ভবতাং রামনাম প্রভবতু॥ ১৯॥

ভাষা—এই জগতের কল্যাণকারক পরংব্রহ্মস্বরূপ শ্রীমদ্রামচন্দ্র লোকসকলের নিদানের মঙ্গলকারী হয়েন, অর্থাৎ তারকব্রহ্ম রামনাম উচ্চারণে জীবনপতন হইলে সে ব্যক্তি রবিস্তুকে জয় করিয়া বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে গমন করেন, আর সেই রাম কলির পাপ বিনাশকারী। রামনামোচ্চারণ শব্দ যতদূর গমন করে ততদূর পর্য্যন্ত কলির ক্ষমতা থাকে না, আর সেই প্রভু সজ্জনব্যক্তির জীবন তুল্য যোগীগণেরা সেই রামকে আত্মাতে রমণ করিয়া অবিদ্যামায়া স্বরূপা কামিনীর মনে অনাশক্ত হয়েন। এবং সপদি মুমুক্ষুদিগের ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত্যর্থে গমনের পথের সম্বল, আর সেই রাম কবিদিগের বাক্যের বিশ্রাম স্থান, কবিগণেরা তাঁহার গুণবর্ণন করিয়া আপনারা কৃতার্থ হয়েন। এবং সংসারের সকল লোককে সেই অমৃতস্বরূপ রামনাম গুণবর্ণন শ্লোক শ্রবণ করাইয়া কৃতার্থ করেন। আর তিনি পাবনের পাবনস্বরূপ, অর্থাৎ সকল জীবের পবিত্রকারীবায়ু সেই বায়ু রামনামে পবিত্র হয়েন। অতএব পরংব্রহ্ম রামনাম এই সংসারের ধর্ম্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ হইয়া সাধনেদ্বারা জীবসকলকে অপারসংসারসমুদ্র হইতে নিস্তার করিতেছেন। তাঁহার কীর্ত্তি চন্দ্রস্বরূপ হইয়া অরজগত্ত্রয়ের জনসকলের মনের অন্ধকার দূরীকরণ করিতেছেন॥

যথা শ্রীমন্মহানাটকে সপ্তমশ্লোকে রামমাহাত্ম্যবর্ণনং।

শ্রীরামচন্দ্র ভুবিবিস্তৃত কীর্ত্তিচন্দ্র স্মেরাস্যচন্দ্র রজনীচর পদ্মচন্দ্র।
আনন্দচন্দ্র রঘুবংশ সমুদ্রচন্দ্র সীতামনঃ কুমুদচন্দ্র নমোনমস্তে॥ ২০॥

টীকা—শ্রীরামচন্দ্র কথম্ভূতঃ ভুবিবিস্তৃত কীর্ত্তিচন্দ্র যস্য কীর্ত্তিচন্দ্রস্বরূপেণ

পুনঃ কথম্ভূতঃ রজনীচর পদ্মচন্দ্র যস্য চন্দ্রস্য তেজো প্রভাবেন নিশাচর পদ্মসমূহ সমূলেন বিনাশ ভবন্তি। পুনঃ কথম্ভূতঃ আনন্দচন্দ্র সদানন্দজনকত্বাৎ। পুনঃ কথম্ভূতঃ রঘুবংশ সমুদ্রচন্দ্র ক্ষীরসমুদ্র সদৃশ রঘুবংশাবতংশ চন্দ্রযস্য স। পুনঃ কথম্ভূতঃ সীতামনঃ কুমুদচন্দ্র জনকরাজতনয়া সীতা মনকুমুদেন বিরাজিত চন্দ্রস্বরূপ ভবেৎ। এবম্ভূতঃ শ্রীরামচন্দ্রতে তুভ্যং নমোনমঃ॥ ২০॥

ভাষা।—সেই শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার কীর্ত্তি, অর্থাৎ পিতৃসত্যপালনার্থে সীতা লক্ষ্মণ সহিতে চতুর্দ্দশবর্ষ অরণ্যে বাস, এবং রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য্যবন্ত দুর্জ্জয় রাবণকে সবংশ সহিতে ধ্বংশ করিয়া জানকীর উদ্ধার, আর সেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা মহাসাধ্বী সীতাদেবীকে বিনাপরাধে কেবল লোকাপবাদের নিমিত্ত বনবাসিনী করিয়া চিরদিন সেই সাধ্বী প্রিয়তমার বিচ্ছেদ বাড়বানলে নিরন্তর দগ্ধ হইয়াছিলেন, এই সকল কীর্ত্তিচন্দ্র সদৃশ হইয়া অত্র ত্রিসংসার ব্যাপ্ত হইয়াছে। আর তাঁহার ঈষদ্ধাস্য মুখচন্দ্র অবলোকন করিলে চন্দ্রদর্শনে এককালীন অনেচ্ছা হইয়া যায়। আর তিনি রাক্ষসরূপ পদ্মে চন্দ্রস্বরূপ হইয়া যেমন চন্দ্রের শীতকিরণে পদ্মসকল সমূলে বিনাশ হয়, তদ্রূপ সেই রাক্ষসকমল সকল তাঁহার তেজরশ্মিতে সমূলোৎপাটন হইয়াছে। আর তিনি আনন্দচন্দ্র, সেই চন্দ্রে জনসকলের মনের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হরণ করে. আর ক্ষীরোদ সমুদ্র সদৃশ রঘুবংশ সমুদ্র হইতে সেই চন্দ্র উৎপত্তি হইয়া দুষ্টনিশাচরকুল দলন করিয়া ত্রিজগতের জনসকলের ঐহিকের এবং তাঁহার লীলাগুণ শ্রবণের দ্বারা পারত্রিকের নিস্তারের কারণ হইয়াছেন, আর সেই চন্দ্র জনকরাজতনয়া সীতাদেবীর মনকুমুদে উদয় হইয়া তাঁহার মনের আনন্দ জন্মাইয়াছেন। আমি সেই কৌশল্যানন্দন জানকীর জীবন ধন প্রভু রামচন্দ্রকে গলল্গ্নিকৃতবাসে সর্ব্বশরীর অবনিতে সম্পাতিতের দ্বারা করপুটান্বিতপূর্ব্বক ভূয়ভূয় প্রণাম করি।

তখন রামনামের মাহাত্ম্য শ্রবণে কৃতার্থজ্ঞানে প্রেমাশ্রুধারা নির্গলিত নয়নে আধ আধবচনে করপুটান্বিতপূর্ব্বক শিষ্য কহিতেছেন। হে প্রভোঃ! তোমার বিমলবদনকমল হইতে রামনামের মাহাত্ম্য বিমলমকরন্দ

কথা জিজ্ঞাসা করি, সেই ভগবৎ মাহাত্ম্য বিজ্ঞাত হওয়ার কি উপায় আছে, তাহা আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু কহিতেছেন। বৎস! ভগবৎ মাহাত্ম্য বিজ্ঞাত হওয়া বড়ই কঠিন-কার্য্য। চিরদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তদ্বিষয় বিজ্ঞাত হইবার সামর্থ হয় না। কিন্তু সেই ভগবৎ আরাধনার দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে দৃঢ়ভক্তি হইলে, সেই ভক্তির শক্তি হইতে কিঞ্চিৎ ভগবৎ মহিমাবিদিত হইতে পারা যায়, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মাস্তুতি।

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এবহি।
জানাতিতত্ত্বং ভগবন্মহিম্নোমচান্যএকোঽপিচিরং বিচিন্বন্॥ ২১॥

টীকা—হে নারায়ণ! তথা কেন প্রকারেণাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগ্রহীতঃ তে তব পাদপদ্মযুগলয়োঃ প্রসন্নতাল্পানুগ্রহীতো জনঃ ভগবন্মহিম্নঃ ঈশ্বর মহিমাদে স্তত্ত্বং সাকল্যং এবহি জানাতিহি। চ পুনঃ অন্যোঽপি দেবানুগৃহীতজনঃ একোপি সর্ব্বজ্ঞতোপি চিরং বহুকাল পর্য্যন্তং বিচিন্বন শাস্ত্রমার্গবিচারয়ন্ সন্ তথাপি ভগবত্তত্বং। ঈশ্বর মাহাত্মং নজানাতীত্যর্থঃ॥২১॥

ভাষা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন। হে নারায়ণ, হে দেব! তবপাদপদ্মদ্বয়ের অল্প প্রসন্নতা গৃহীত জনঃ। অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রতি তোমার অবলীলাক্রমে কটাক্ষে কৃপাবলোকন হয়, সেই ব্যক্তি তব ঈশ্বরত্ব মহিমার তত্ত্ব সমস্ত বিজ্ঞাত হইতে পারে। কিন্তু তোমার কৃপা-ভিন্ন অন্য উপায়ে, অর্থাৎ চিরদিন শাস্ত্র অধ্যায়ন করিয়াও তথাপি ভগবত্তত্ত্ব তোমার মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎও অবগত হইতে পারে না। অতএব ভগবৎ কৃপাব্যতীত ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইতে কোনক্রমেই সাধ্য হয় না। কিন্তু তাঁহার পাদপদ্মে দৃঢ়ভক্তি না জন্মিলেও কদাচিৎ তাঁহার কৃপা হয় না। এই নিমিত্ত ভগবান্ গোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তি হওনের বিষয়ে বিশেষঃ রূপে চেষ্টা করাই জনসকলের নিতান্ত শ্রেয়স্কনক

জাতির বিচার নাই, ভক্তির বিচারে বিশেষঃ বিশেষ কৃপা হইয়া থাকে, তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্য দশমবিলাসে একনবত্যঙ্কধৃত ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যং ।

নমেভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈদেয়ং ততোগ্রাহ্যং সচপূজ্যোযথাহ্যহং ॥ ২২ ॥

টীকা—নমেভক্ত ইতি । চতুর্ব্বেদী চতুর্ব্বেদাধ্যায়ীমেমম ভক্তোন স্যাৎ । যদি হরিবিষয়ে ভক্তিং করোতি শ্বপচোপি নীচকুলোদ্ভবোপি মদ্ভক্তঃ প্রিয়স্যাৎ । তস্মৈভক্তায় দেয়ং প্রেমময়ী তত স্তস্মাৎ ভক্তাৎ গ্রাহ্যং তদ্দেয়ং পত্রপুষ্পফল গ্রহণীয়ং সচ ভক্তঃ । পূজ্যাজনৈঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ পূজনীয়ঃ যথাহং নিশ্চিতং স্বর্গমর্ত্তপাতালস্থজনৈঃ পূজ্যস্তদ্বত্তবেদিতি ॥ ২২ ॥

ভাষা—শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন । চতুর্ব্বেদী, অর্থাৎ সামাদি চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ যদি আমাকে ভক্তি না করে তবে সে ব্যক্তি আমার প্রিয় অথবা তাহার কৃতপূজা নিবেদিত ফলপুষ্পনৈবিদ্যাদিতে কদাচিৎ আমার দৃষ্টিপাত হয় নাই । কিন্তু অতি নিচজাতি চণ্ডাল যদি আমাকে দৃঢ়ভক্তি করিয়া ফলপুষ্পাদি অর্পণ করে, তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি । এবং সেই নিচকুলোদ্ভব চণ্ডালকে আমি অমূল্যধন যে প্রেমময়ী ভক্তি তাহা সন্তোষযুক্তে প্রদান করিয়া এই সংসার বিষম মায়াময়সমুদ্র হইতে উদ্ধার করি । অতএব সেই ভক্তবৎসল জগচ্চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিযোগে আরাধনা করিলেই তাঁহার কৃপা হইয়া থাকে, তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ে নবমশ্লোকে শ্রীনৃসিংহদেবং প্রতি প্রহ্লাদ বাক্যং ।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতা দরবিন্দনাভ পদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্টং ।
মন্যেতদর্পিত মনোবচনেহিতার্থং প্রাণংপুনাতি সকুলং নতুভূরিমানঃ ॥২৩॥

বরিষ্ঠং প্রধানং সর্ব্বোত্তমং মন্যেহং। দ্বাদশগুণমাহ, ধর্ম্মঃ; সত্য; দম; তপঃ; অমাৎসর্য্য; লজ্জা; সহিষ্ণুতা; যজ্ঞ; দান; ধৃতি; মেধা; পণ্ডিতাদীনি এতৈর্দ্বাদশগুণযুক্তাৎ। কথম্ভূতাৎ বিপ্রাৎ অরবিন্দনাভস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদারবিন্দ বিমুখাৎ সশ্বপচঃ প্রাণং পুনাতি পবিত্রয়তি কুলঞ্চ শ্বপচঃ। তস্মিন্ ভগবতি গোবিন্দে অর্পিতং মনোবচনং ঈষিতং। চেষ্টিত শরীরং অর্থপ্রয়োজনং যেন সঃ বিপ্রঃ কথম্ভূতঃ। ভূরিমানঃ প্রচুর খিদ্যা কুলাভিমানী বিপ্রপ্রাণং নপুনাতি কিংপুনঃ কুলং ॥ ২৩ ॥

ভাষা—ভগবান্ নৃসিংহদেবকে প্রহ্লাদ কহিয়াছিলেন। হে প্রভোঃ! অরবিন্দনাভ শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্ম সত্য দম তপ অমাৎসর্য্য লজ্জা সহিষ্ণুতা যজ্ঞ দান ধৃতি মেধা এবং পাণ্ডিত্য, এই দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণের যদি তোমাতে ভক্তি না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি পবিত্রকুলোদ্ভব চণ্ডাল বলিয়া গণ্য হইবেক। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার পাদপদ্মে মন বাক্য চেষ্টা অর্থ প্রয়োজন আপন প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া কৃতকার্য্য হয়, সে ব্যক্তি নিচকুলোদ্ভব হইলেও ব্রাহ্মণের সদৃশ মান্যগণ্য হইয়া থাকেন। অতএব নিচবংশোদ্ভব ভগবদ্ভক্ত হইলে তাহার নিচত্ব পরিত্যাগ হইয়া ঈশ্বরত্ব শক্তি হয়, সেই ব্যক্তি কত মহামহাসদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের কৃপার দ্বারা কৃতার্থ করেন। সেই ভগবদ্ভক্ত সাধু ব্যক্তিরাই এই সংসারে তীর্থস্বরূপ হইয়া জনসকলের ঐহিক পারত্রিকের পরম হিতকারী হইয়াছেন ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠির বাক্যং।

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ২৪ ॥

টীকা—হে বিদুর! স্বয়ং প্রভোঃ গোবিন্দাৎ, সকাশাৎ কৃপাৎ ভবদ্বিধাঃ ভাগবতাঃ, সর্ব্বে তীর্থীভূতা তীর্থীস্বরূপা ভবন্তি। গদাভৃতা ভগবতা গদাধরেণ স্বান্তস্থেন করণ ভূতেন সাধবস্তীর্থী কুর্ব্বন্তি, তীর্থানি সর্ব্বাণি পবিত্রী কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ভাষা—মহারাজা যুধিষ্ঠির বিদুরকে কহিয়াছিলেন। হে খুল্লতাত বিদুর!

সাধুর হৃদপদ্মে নবদুর্ব্বাদল শ্যামল কলেবরে বনমালা বিভূষিত এবং শঙ্খ-চক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজে ধারণ করিয়া মনোহররূপে উদয় হইয়া সেই সাধুদ্বারা তীর্থ সকলকে পবিত্র করিতেছেন, অতএব সাধু ব্যক্তিরাই পরম তীর্থ হইয়াছেন। সেই সাধুসঙ্গ করিতে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলেই সে ব্যক্তি সংসারসমুদ্র পার হইতে পারে, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তি লহর্য্যাং একাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।
ততোহনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠাকচিস্ততঃ॥ ২৫॥

টীকা—বৈধভক্তৌ আদৌ প্রথমে শ্রদ্ধা ভবতি রাগভক্তৌ আদৌ প্রথমত লোভ ভবতি। তত স্তস্মাৎ লোভাৎ শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাচ্চ সাধুসঙ্গ কৃষ্ণ গুণ লীলাদি শ্রবণং কৃষ্ণ তদ্ভক্তানুগ্রহা ভবতি। অথ সাধু সঙ্গাৎ ভজনক্রিয়া ভজনতত্ত্ব জ্ঞাততা ভবতি। ততো ভজন ক্রিয়াত্বাৎ অনর্থ নিবৃত্তিঃ। অসৎ-ক্রিয়া কপটকুটিলাদি নিবৃত্তিঃ। নিষ্ঠা একাগ্রচিত্ত অস্মাৎ ততো নিষ্ঠা সকাশাৎ রুচিঃ কৃষ্ণলীলাস্বাদত ভবতি॥ ২৫॥

ভাষা—সাংসারিক জনসকলের মধ্যে যে ব্যক্তির শুভ-দৃষ্ট ঘটন সন্নিকটকাল উপস্থিত হয়। তৎকালে ভগবৎ ভক্তি কিঞ্চিৎ শরীরে আবির্ভাব হইয়া ভগবৎলীলা গুণাখ্যান শ্রবণ বিষয়ে লোভ উৎপত্তি করায়, সেই লোভবশতঃ প্রথমত সাত্মিকি শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইলে তখন ভগবদ্ভক্ত সংসর্গী হইতে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই প্রবৃত্তিতে সাধুসঙ্গ করিয়া ভগবান গোবিন্দের লীলা চরিত্র গুণ কথন এবং সাধনের প্রকরণাদি অবগত হইয়া ভগবৎ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে অসৎকার্য্য কপটকুটিলতাদি নিবৃত্তি হইয়া ঈশ্বরে একাগ্রতাচিত্ত, অর্থাৎ দৃঢ়ভক্তি জন্মে, তদন্তে কৃষ্ণলীলা রসাস্বাদনের শক্তি হয়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তি লহর্য্যাং দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

টীকা—অথাশক্তিরিতি। অথকচিত্বাৎ আশক্তিস্তদা গুণাখ্যানে প্রীতিঃ স্যাৎ। ততো আশক্তেঃ ভাবঃ শুদ্ধসত্ব বিশেষাত্মাস্যাৎ। ততোভাবাদ্বি-বিড়ত্বাৎ প্রেমাসম্যক্ তটস্থাংশ বিনাশত্বত। অভি সর্ব্বতোভাবে উদয়ঞ্চতি উদয়ং ভবতি। সাধকানাং সাধনভক্তি গতানাং বৈধি রাগাশ্রিতানাং প্রেম প্রাদুর্ভাবে অয়ং ক্রমো ভবেৎ, নত্বন্য ॥ ২৬ ॥

ভাষা—সেই ভগবদ্ গুণাখ্যানে রুচি, অর্থাৎ প্রীতি উপস্থিত হইয়া তদবলম্বনে সর্ব্বদা আশক্তি হইলে ক্রমে ভাব, অর্থাৎ ভগবচ্চরণারবিন্দে ভক্তি উপস্থিত হয়, সেই ভক্তির শক্তিতে মনের নির্ম্মলতা হইয়া নিবিড় ভক্তি হওনান্তর ভগবৎপ্রেম শরীরের মধ্যে আবির্ভাব হয়, সেই প্রেমের শক্তিতে অনিত্য সংসার চিন্তারহিত করাইয়া সাধন বিষয়ে আনন্দ উৎপত্তি করায়। এবং ভগবান গোবিন্দকে স্মরণ মননে পুলক কম্প স্বেদ অশ্রু ইত্যাদি শরীরের বৈলক্ষণতা জন্মায়। অতএব সাধক ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরে ভক্তির শক্তি হইতে বৈধি রাগাশ্রিত প্রেমের প্রাদুর্ভাবে এই সকল ক্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধুসঙ্গভিন্ন এই সকল ভাব ঘটনা হওয়া দুরহ, তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

যথা শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোধ্যায়ে দ্বাবিংশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনু ক্রমিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

টীকা—সতাং সাধুনাং প্রসঙ্গাৎ গুণচরিত্র নাম কথনাৎ মমগুণ লীলা-দয়ঃ। বীর্য্য সংবিদো ভবন্তি কথস্তুতাং কথাঃ বল পরাক্রমাদিভির্যুক্তাঃ। পুনঃ কথম্ভুতাং হৃদকর্ণ রসায়নাঃ তৎকথা জোষণাৎ গুণলীলা শ্রবণাৎ আশু সত্বরো অপবর্গ বর্ত্মনি ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধারতি ভক্তিঃ। অনুক্রমিষ্যতি অনুক্রমেণ ভবন্তীতার্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষা—এই ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে যে ব্যক্তির সাধন বিষয়ে আশক্ত মানস হয়, সেই ব্যক্তি সাধু সংসর্গী হইয়া ভগবৎ লীলাগুণ চরিত্র নামকথন এবং পরাক্রমাদির প্রসঙ্গ শ্রবণের দ্বারা পাষণ্ডদলন

মূঢ়বুদ্ধি সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অতিসত্বর ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধারতি ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া সাধনেদ্বারা পরমধন শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ প্রাপ্তানন্তর সংসার যন্ত্রণাভোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হেগুরো! ভগবৎ ভক্তদিগের মহিমা শ্রবণ করিয়া আমার মনের পরিতৃপ্ত হইতেছেনা। এক্ষণে মনেতে এইরূপ অভিপ্রায় হইতেছে, যে অন্য সাংসারিক প্রসঙ্গ শ্রবণ এককালীন পরিত্যাগ করিয়া আমার শ্রবণদ্বয়কে কেবল সাধু প্রসঙ্গ শ্রবণ বিষয়ে সর্ব্বদা নিযুক্তের দ্বারা শ্রবণপথে ভাগবৎ রসামৃত পান করিয়া ঐহিক পারত্রিকের নিস্তারের উপায় করি। অতএব পুনর্ব্বার ভক্ত গুণানুবাদ কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়া আমার মানস পূর্ণ করুন।

গুরু কহিতেছেন। ভগবৎ ভক্তের মহিমা স্বয়ং ভক্তবৎসল মধুসূদন বলিতে পারেন কি না পারেন। আমার কি সাধ্য যে ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণনে কৃতকার্য্য হইব, তথাপি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত সংসর্গী হইয়া সর্ব্বদা কালহরণ করিতে পারেন। সাধুসংসর্গ মাহাত্ম্যে তাহার শরীরে ক্রমশ ভাবের অঙ্কুর উপস্থিত হইয়া এইরূপ লক্ষণ শরীরে উপস্থিত হইয়া থাকে॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তি লহর্য্যাং একাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং বিরক্তির্ম্মান শূন্যতা
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানেসদারুচি।
আশক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতি স্থলে
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাত ভাবাঙ্কুরেজনে॥ ২৮॥

টীকা—জাতভাবাঙ্কুরে। জাতং ভাবাঙ্কুরং যস্য তস্মিনজনে ইত্যাদয়োনুভাবাঃ নবমঙ্কুরাদ্যুর্ভবন্তি। ক্রমেণাহ ক্ষান্তিঃ অক্রুদ্ধতা ব্যর্থকালত্বং ব্যর্থকালক্ষেপণা ভাবত্বং। বিরক্তি রিন্দ্রিয়াণামরোচকতা মানশূন্যত উত্তমত্বেপ্য মানিত্বং। আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তি সম্ভাবনা দৃঢ়াঃ। সমুৎকণ্ঠা কৃষ্ণপ্রাপ্তায় গুরুলুব্ধতাঃ নামগানেসদারুচিঃ শ্রীনাম গানাস্বাদতা তদ্গুণাখ্যানে আশক্তিঃ লীলাগুণ কথনে আহ্লাদতা [illegible] প্রীতি॥ ২৮॥

ভাষা—ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনাদ্বারা শরীরে ভক্তির অঙ্কুর উপস্থিত হইলে, তৎকালীন তাহার ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে স্ববশ হইতে থাকে। ক্রোধ পরম অহিতকারী, শরীরে আবির্ভাব হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার লোপ করায়। অতএব যদি সমূহ ক্রোধের কার্য্য উপস্থিত হয়, অর্থাৎ সে ব্যক্তিকে বিনা দোষে কোন ব্যক্তি তিরস্কার করিলে বা তাহার কোন দ্রব্য অপহরণাদি অসঙ্গত কার্য্য করিলেও তাহাতে সময়ের এবং অবস্থার প্রতি দৃষ্ট করিয়া সহগুণশক্তিতে ক্রোধকে পরাজয় করে, কদাচিৎ শরীরে আবির্ভাব হইতে দেয় না। আর এই শরীর জলবিম্বসদৃশ অত্যল্পকাল স্থায়ী, যতক্ষণ জীবিতাবস্থায় আছি, ততক্ষণ ভগবৎ আরাধনা করিয়া পারত্রিকের কিঞ্চিৎ পথের সম্বল করি, ইহা বিবেচনা করিয়া বৃথাকাল-ক্ষেপ করে না। এবং অনিত্য কার্য্যে ইন্দ্রিয়দিগের অরোচকতা জন্মায়, আর অভিমান প্রধান রিপু জানিয়া তাহার অনুরোধ করে না। মানা-পমান সমান জ্ঞান করিয়া কেবল ভগবান্ গোবিন্দচরণারবিন্দ প্রাপ্ত হওন বিষয়ে গুরুতর আশাবদ্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠা থাকে, আর সর্ব্বদা সেই ভগবানের নাম গানে অভিরুচি ও তাঁহার গুণ কথন শ্রবণে আসক্তি এবং তাঁহার বসতিস্থল শ্রীবৃন্দাবন নন্দীশ্বরাদি ধামে গমন বিষয়ে প্রীতিযুক্ত হয়। অতএব যৎকালীন শরীর হইতে এই সকল ভগবদ্ভাব উপস্থিত হইবে, তদ্বিজ্ঞ ব্যক্তি তৎকালীন সেই দেহে ভাবের অঙ্কুর জন্মান নিশ্চিৎ বোধ করিবেন। ভগবদ্ভক্তি শরীরে আবির্ভাব ভিন্ন এই সকল ভাব কোন মতেই উদয় হইতে পারে না; তাহার পর ঐ ভাব ক্রমে গাঢ় হইলে তৎকালীন এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়॥

যথা দ্বাদশাঙ্কস্থিত হরিভক্তি সুধোদয়স্য দ্বাদশাধ্যায়ীয় অষ্টত্রিংশশ্লোকঃ।

বাগ্ভিস্তুবন্তো মনসাস্মরন্তস্তন্বানমন্তোপ্যনিশং নতৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ শ্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥ ২৯॥

টীকা—ভক্তা। বাগ্ভির্বচনৈঃ স্তুবন্তি স্তবং কুর্ব্বন্তি। মনসাকরণেন স্মরন্তি। তন্বা শরীরেণ অনিশং নিরন্তরং অপি নমন্তং। সাষ্টাঙ্গে ভূমৌসম্পাতন্ত স্তথাপি নতৃপ্ত ভবন্তি। সমগ্রং সাকল্যং আয়ুর্জীবনং হরেঃ কৃষ্ণস্য সম্বন্ধেচৈব সমর্পয়ন্তি। তথাপি শ্রবন্নেত্রে জলাভবন্তি। নেত্রে জলানি যেষাং তে অতএব সর্ব্বদা কৃষ্ণভজনানুষ্ঠান মিতিধ্বনিতং॥২৯॥

ভাষা—সেই ভাবাঙ্কুর ক্রমে গাঢ় হইলে পর ভগবৎরসে শরীর নির্ম্মল হইয়া বাক্যের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের স্তবে কৃতকার্য্য হয়. আর মানসে সেই গোবিন্দচরণারবিন্দ সর্ব্বদাস্মরণে অনিত্য সাংসারিক বস্তুতে স্মরণ নিবৃত্তি পায়, এবং ভগবৎ প্রতিমূর্ত্তিকে নিরন্তর অষ্টাঙ্গ ভূমিতে সম্পাতিত দ্বারা প্রণতি করিয়া, তথাপি মনের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিতে পারে না, কি আপন ধন, মন, জীবন পর্য্যন্ত সাকুল্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া প্রেমাশ্রুজলে নয়ন ভাসিয়া যায়; এই সকল ভাব ভগবৎ আরাধনার শক্তিতে প্রকাশ করে। সেই ভগবৎ ভক্তি রসে রসিক ব্যক্তি অনায়াসেই দুস্তর মোহময় পুত্রাদি এবং দারাকেও বিনা-ক্লেশে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তাঁহাতেই কহিয়াছেন ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে পারিক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

যোদুস্ত্যজান দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌযুবৈবমলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ ॥ ৩০ ॥

টীকা—হে রহুগণয়ো। ভরথ মহারাজঃ, দুস্ত্যজান্ দুঃখেনত্যক্তুং সমর্থান্ দারাসুতান্ ভার্য্যাপুত্রাদিন্ সুহৃদ্রাজ্যং নিষ্কণ্টকরাজ্যাধিকারং হৃদিস্পৃশো। মনবাঞ্ছনীয়ান মলবজ্জহৌ ত্যক্তবান্। কথম্ভূতো ভরথঃ যুবাএব নতুবৃদ্ধঃ; পুনঃ কথম্ভূতঃ উত্তমশ্লোকে গোবিন্দে লালসা তৃষ্ণা যস্য সঃ সর্ব্বত্র বিরাগমিতিধ্বনিতং ॥ ৩০ ॥

ভাষা—সেই ভগবৎরসে রসজ্ঞব্যক্তি ভগবৎ গুণ মাহাত্ম্য বর্ণন উত্তমশ্লোকের লালসা হইয়া অতি দুঃখেও পরিত্যাগের অযোগ্য অত্যন্ত স্ত্রীপুত্রাদি, আর সুহৃদ বন্ধু বান্ধব, নিষ্কণ্টক রাজ্যাধিকার এবং আপন মন-বাঞ্ছিত সম্পত্তি প্রভৃত্তিকে বিষ্ঠাতুল্য জ্ঞান করিয়া ভগবচ্চরণারবিন্দের কৃপাসুবলে পরিত্যাগ করিতে ক্ষমবান্ হয়। যদি বিতর্ক করহ, যে, লোকের বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন হইয়া যায়, তৎকালীন ভার্য্যাদি সম্পত্তিতে ততোধিক প্রয়োজন হয় না অতএব পরিত্যাগ করার আশ্চর্য্য কি ?—কিন্তু মোহবদ্ধ ব্যক্তিরা কি যুবা কি বৃদ্ধ কোন অবস্থাতেই বিষয় ও কলত্রাদি পরিত্যাগে সক্ষম হইতে পারেন, বরং

বার্দ্ধক্যাবস্থায় ভার্য্যার সহিত অতিশয় প্রণয় জন্মে। কিন্তু যে সকল মহাত্মা ব্যক্তি ভগবৎ রসের স্বাদ গ্রহণে যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারা অনিত্য সাংসারিক সুখকে প্রধান দুঃখ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই ভগবদ্ভক্তগণেরা যৌবনাবস্থাতেই স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার ও বিষয় সুখ সমুদয়কে মলের তুল্য জ্ঞান করিয়া বিনাক্লেশে পরিত্যাগ করিতে সামর্থবান হয়েন তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এতাদৃশ শক্তি ভগবৎ অভক্তজনের কদাচিৎ ঘটনা হইতে পারেনা, তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি লহর্য্যাং শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

সর্ব্বথৈবদুরুহোঽয়ং অভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈ ভক্তিরেবানুরস্যতে ॥ ৩১ ॥

টীকা—সর্ব্বথৈবেতি। অয়ং ভগবদ্ভক্তিরসঃ। অভক্তৈর্ভক্তিহীনজনৈঃ সর্ব্বথা এবদুরুহঃ মহাদুর্গমোঽপি তথাপি ভক্তৈর্জনৈরনুরস্যতে সদা-বোধনীয়া ভবতি। কথম্ভূতৈর্ভক্তৈঃ তৎপাদাম্বুজ সর্ব্বস্বৈ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মং সর্ব্বস্বং ধনস্বরূপং যেষাং তৈঃ ॥ ৩১ ॥

ভাষা—এই সংসারে যাহারা ভগবৎ অভক্ত, তাহারা দিনান্তে অন্তমানসেও একবার ভগবান্ গোবিন্দের শ্রীচরণ কমলদ্বয় চিন্তা করে না, আর তাঁহার লীলাগুণাদিশ্রবণে বিরত, অর্চ্চনবন্দনাদি সামুদায়িক সাধন কার্য্যে অকৃতজ্ঞ। এতাদৃশ পাষণ্ড ব্যক্তিরা সেই ভগবদ্ভক্তিরসের স্বাদ গ্রহণ করিতে কোনমতেই যোগ্য হয় না। কিন্তু যাঁহারা ভগবান্ গোবিন্দের প্রিয়ভক্ত, গোবিন্দপাদপদ্ম সর্ব্বস্ব ধন বলিয়া নিশ্চিৎ বোধগম্য করিয়াছেন, তাঁহারাই সাংসারিক অনিত্য বিষয়রসকে বিষম বিষজ্ঞান করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ ভক্তিরূপ অমৃতরসের স্বাদ গ্রহণে নিযুক্ত থাকিয়া ভগবানের প্রিয়ভক্ত বলিয়া সংসারে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥

যথা ভগবদ্গীতায়াং অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

যোনহৃষ্যতি নদ্বেষ্টি নশোচতি নকাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ সমেপ্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥

টীকা—হে অর্জ্জুন! যোজন নহৃষ্যতি নতষ্যতি নদ্বেষ্টি নদ্বেষং করোতি ॥

নশোচতি নশোকং করোতি। নকাংক্ষতি নক্ষুদ্রাশাং করোতি। শুভাশুভং ভদ্রাভদ্রং পরিত্যক্তুংশীলং যস্য সঃ; পুনর্ভক্তিমান স মে মম প্রিয়ভবেৎ॥ ৩২॥

ভাষা—কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন। হে অর্জ্জুন! আমার যে ভক্ত সাংসারিক অনিত্য সম্পত্তিতে আশক্ত হয় না, এবং দেবতা মনুষ্যাদি কোন ব্যক্তির কৃত সদসৎ কার্য্যের দ্বেষ করেন না আর গতবস্তু, অর্থাৎ নিজ পরিবার অথবা ভোগ্যসম্পত্তি প্রভৃতি কালবশতঃ গত হইলে তাহাতে শোকার্ত্ত হয় না। এবং অনিত্য পদার্থের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগী হয় আর মঙ্গল বা অমঙ্গল উভয়েরই বাধিত কিম্বা ক্ষোভিত হয় না। নিস্পৃহা এবং আমাতে দৃঢ় ভক্তি, এতাদৃশ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আমার প্রিয়ভক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি লহর্য্যাং একাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

শাস্ত্রেযুক্তৌচনিপুণঃ সর্ব্বথাদৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোধিকারীযঃ সভক্তাবুত্তমোমতঃ॥ ৩৩॥

টীকা—যোঽধিকারীভগবদুপাসকঃ শাস্ত্রেভক্তি শাস্ত্রেযুক্তৌচ শাস্ত্রসম্মত কথনেচ আচার নিষ্ঠাদৌচ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ় সর্ব্বোত্তমে মতাবদাস্মনো ভবেৎ। নিশ্চয়ঃ সর্ব্বপ্রকারেণ নির্ণীত মানসঃ, কথম্ভূতঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ মহা-শ্রদ্ধান্বিতঃ সজনঃ ভক্তৌ ভক্তিবিষয়ে উত্তম সর্ব্বোৎকৃষ্টমতঃ উত্তমাধি-কারীস্যাৎ শাস্ত্রযুক্তি গোবিন্দ তত্ত্বজ্ঞাদিষু পরম নিষ্ঠাবান্ যঃ সএবোত্ত মাধিকারীভিধ্বনিতং॥ ৩৩॥

ভাষা—যে ভগবদ্ভক্ত শাস্ত্রসম্মত আচার নিষ্ঠা অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের সদর্থ গ্রহণে শক্তি, এবং তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রানুসারে সকল কার্য্যে কৃতজ্ঞতা হয়েন, আর ভগবৎ সেবা ও তাঁহার লীলাগুণ শ্রবণ বিষয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। সেই ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে উত্তমাধিকারী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত হয়েন॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি লহর্য্যাং দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান সতুমধ্যমঃ।
যোভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ সকনিষ্ঠোনিগদ্যতে॥ ৩৪॥

টীকা—মধ্যম কনিষ্ঠত্তমাহ। শ্লোকেকে যঃ শাস্ত্রেতি। যোঽধিকারী শাস্ত্রাদিষু অনিপুণঃ। নৈপুণ্যতাভাবঃ শ্রদ্ধাবান সতুমধ্যমো ভবেৎ। যোঽধিকারি কোমলা অল্পশ্রদ্ধাভবেৎ সজনঃ কনিষ্ঠোনিগদ্যতে কথ্যতে॥ ৩৪॥

ভাষা—যে ভক্তের শাস্ত্রাদিতে নৈপুণ্যতাশক্তি অভাব কিন্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান শাস্ত্র শ্রবণে বা শাস্ত্রানুযায়ী ভগবদারাধনা বিষয়ে কৃতজ্ঞ সে ব্যক্তিকে মধ্যম সাধক বলিয়া আর যে ব্যক্তি শাস্ত্রে অনিপুণ এবং অত্যল্প শ্রদ্ধাবান তাহাকে কনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য করা যায়।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! ভগবদারাধনাদ্বারা পরম ভক্তিলাভ করিয়া পুনর্ব্বার যদি দুর্দৈববশতঃ তাহার অনিত্য বিষয় সুখে চিত্ত আশক্ত হয়, তাহা হইলে সেজনের কি গতি হইবেক, তাহা আজ্ঞা করুন।

গুরু কহিতেছেন। বৎস! ভগবৎ আরাধনাদ্বারা পরম ভক্তিলাভ হইলেও তথাপি ভগবান গোবিন্দচরণারবিন্দে রতিমতি শ্রদ্ধাযুক্তে তপস্যাদি আচরণ করা যোগীদিগের স্বাভাবিক কার্য্য। গোবিন্দে রতিমতি থাকিলে কদাচিৎ পাপ বিষয়ে মনকে আশক্ত করিতে পারে না। কিন্তু গোবিন্দের চিন্তারহিত হইলেই অবিদ্যামায়া শরীরে আবির্ভাব হইয়া ঐ সুমতিকে কুমন্ত্রণাদ্বারা কুমতি করিলেপর পুনর্ব্বার বিষয়রসে আবৃত হইতে হয়, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে শ্লোকঃ।

জীবন্মুক্তা অপিপুনর্যান্তি সংসারবাসনাং।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ৩৫॥

টীকা—যদি অচিন্ত্যমহাশক্তৌভবতি ভগবতিঈশ্বরে অপরাধিনঃ জীবন্মুক্তা অপি। পুনর্ব্বারং সংসারবাসনাং মায়ামোহিতাং যান্তি গচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

ভাষা—যদি অপরাধিনজীবন্মুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবৎ

আরাধনাদ্বারা অচলাভক্তি প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যু রোগাদি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন। সে ব্যক্তিও ভগবান্ গোবিন্দের চিন্তারহিত হইয়া অনিত্য বিষয় চিন্তা করিলে পর পুনর্ব্বার অবিদ্যামায়াজালে বদ্ধ হইয়া সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবেক। অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরাও ভগবান্ গোবিন্দের প্রসঙ্গ এবং সেই পাদপদ্ম চিন্তাবলম্বনে সর্ব্বক্ষণ কালহরণ করেন, যেহেতুক এই মানস বড়ই দুর্নিবার, কদাচিৎ অসৎসঙ্গে অসৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ বা অসৎকার্য্যে কিয়ৎকাল কালহরণ করিলে সেই অসতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। পুনর্ব্বার মনকে সেই অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করান বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। এজন্য সাধু ব্যক্তিগণেরা মত্তহস্তির সদৃশ দুর্নিবার মানসকে কেবল ভক্তিরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ রাখিয়া আপন প্রয়োজন সাধন করেন।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! ভগবৎ অবিদ্যামায়ার কৃতকার্য্য শ্রুত হইয়া অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইতেছি। সেই মায়ার আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ এবং তিনি ভারতবর্ষের লোক সকলকে এতাদৃশ মায়াভ্রান্ত করাইয়া সংসারসাগরে নিমগ্ন করার কারণ কি? তাহা বিস্তারিতপূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া আমার ভ্রান্তি দূরীকরণ করুন।

গুরু কহিতেছেন। বৎস! অবিদ্যামায়ার উৎপত্তির বিষয় পূর্ব্বে তোমার নিকট বিস্তারিত কীর্ত্তন করিয়াছি। এই সংসারে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার অমাত্য বন্ধুবান্ধব ধন সম্পত্তি এবং আপন শরীর অচিরস্থায়ী ক্ষণধ্বংসী বাস্তবিক পক্ষে এসকল বস্তু অনিত্য। ইহা দৃঢ়জ্ঞান হইলেই জনসকল কদাচিৎ এই সংসারে তিষ্টিয়া থাকিয়া সাংসারিক কার্য্যে কৃতজ্ঞতা হয় নাই। এজন্য সংসারের নিত্যতাবোধের নিমিত্ত অবিদ্যামায়া এবং সেই সংসারকে অনিত্যবোধ জন্মাইয়া নিত্যপদার্থ ভগবৎ আরাধনার জন্য বিদ্যামায়া। এই দুই মায়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে উৎপত্তি হইয়াছেন। ইহারা বিশ্বব্যাপিকা সর্ব্বত্রে সকল জীবের শরীরে আবির্ভাব থাকিয়া সেই পরমেশ্বর জীবাত্মার প্রকৃতি রূপে উভয়ে সপত্নীভাবে কালহরণ করেন। যখন জীবাত্মা অবিদ্যামায়াশক্ত হইয়া সাংসারিক কার্য্যে নিমগ্ন থাকেন। তখন বিদ্যামায়া সেস্থান অবলম্বন করেন নাই। আর যখন বিদ্যামায়ার আসক্তিতে সাংসারিক পরিবার এবং

ঐশ্বর্য্যাদির অনিত্যতাজ্ঞান জন্মিয়া অনিত্য বিষয়ে বিরত হইয়া নিত্য পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকেন। তৎকালীন অবিদ্যামায়া সেস্থানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি ভগবদ্বাক্যং।

ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত নপ্রতীয়েতচাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনোমায়া যথাভাসো যথাতমঃ॥ ৩৬॥

টীকা—ভোব্রহ্মণঃ ঋতেঽর্থং অর্থং বিনা যৎ প্রতীয়েত আত্মনি বিষয়ে তৎআভাসং চ পুনরর্থমস্তি নপ্রতীয়েত; নপ্রত্যয়তমঃ অন্ধকারং তদ্বোরাত্মনোমায়াং মমমায়াং বিদ্যাৎ জ্ঞাতব্যানিত্যর্থঃ। যথা যেন প্রকারেণ আভাস সত্যবোধঃ তথাতেন প্রকারেণ ঈশ্বরং অসত্যবোধ মমমায়া-নিত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

ভাষা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বিদ্যা এবং অবিদ্যামায়ার কৃতকার্য্যের অভিপ্রায় কহিয়াছিলেন। হেব্রহ্মণঃ! সাংসারিক অর্থব্যতীত আত্মবিষয়ে যাঁহার প্রীতি জন্মে ও সেই আত্মা পরমেশ্বর ইহাবিশিস্টরূপেবোধজনক হইয়া আত্মসাধন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবারজন্য মনকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেই বিদ্যামায়া বলিয়া উক্তকরাযায়। আরঈশ্বরে অসত্যবোধ এবং সাংসারিক ধন সম্পত্তি ইত্যাদিতে নিত্যতাবোধ যাহারকর্ত্তৃকহয় তাহাকেই অবিদ্যামায়া বলিযাগণ্যকরাযায়। কিন্তু আমাকে যেব্যক্তি একান্তভাবে আরাধনাকরে। সেব্যক্তিকে অবিদ্যামায়া কদাচিৎ মুগ্ধকরিতে পারেননা। আমার অনুগ্রহেতে আমার অবস্থা অবগত হইতে সেব্যক্তি সক্ষম হইতে পারে॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈববতত্ত্ববিজ্ঞানমস্তুতে মদনুগ্রহাৎ॥ ৩৭॥

টীকা—হে ব্রহ্মণঃ! অহং যাবান্ যাদৃক্ যথাভাবঃ যেনপ্রকারেণ ভূয়তে, যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ মমরূপ গুণকর্ম্মক যাদৃক যথা রূপ শরীরতেজঃ

গুণং পাবনেত্যাদি ! কর্ম্মলীলাদি মমৈব মদনুগ্রহাৎ তথৈব তেন প্রকারেণ নিশ্চিতং তত্ত্বজ্ঞানং তে তুভ্যং মস্ত ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাষা—হে ব্রহ্মণঃ! যেভক্ত একান্ত ভক্তিতে আমার আরাধনা করে, সেব্যক্তি আমারকৃপানুবলে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, সেইজ্ঞানের শক্তিতে আমার যেমন ভাব যেমনরূপলাবণ্য পাবনেত্যাদি সামুদায়িক অবগত হইতে পারে। কিন্তু অভক্তগণেরা তাহার কিছুই বিজ্ঞাত হইতে পারে না। তাহারা ঘোর অবিদ্যামায়া জালেবদ্ধথাকিয়া মূঢ় বুদ্ধিহেতুক আদৌ-ঈশ্বরপদার্থ বলিয়া বোধগম্য করিতে সক্ষমহয়না, কেবল তমগুণে সর্ব্বদা উন্মত্তথাকে। অতএব নিরীশ্বরবাদ, অর্থাৎ ঈশ্বরে অসত্যবোধ, ইহা নিতান্ত অসদ্বুদ্ধির কার্য্য, বরং ঈশ্বরে ঐ রভাবকরিলেও অবশেষে সেই পরমেশ্বরের গোচরহইয়া তৎকর্তৃক নিষ্কৃতিলাভের যোগ্যহইতে পারে, তাহাতেই কহিয়াছেন ।

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে পরিক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং ।

সবৈ ভাগবতঃ শ্রীমৎ পাদস্পর্শ হতাশুভঃ ।
ভেজে সর্পাপুহিত্বারূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং ॥ ৩৮ ॥

টীকা—সবৈইতি। ভগবতোঽংশো নিজপ্রভাবেন প্রকটযতঃ শ্রীমতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পাত্তিযুক্তস্য পাদস্য স্পর্শেনহতানি অশুভানি মহদপরাধানি বহুজন্ম সঞ্চিত পাপানি যস্য সঃ এব নিশ্চিতং, সর্পবপুঃ হিত্বা বিদ্যাধরেষু অর্চ্চিতং সদুর্ল্লভং বিদ্যাধরতাং ভেজে প্রাপ্তবান ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরাধীবহুজন্মসঞ্চিত বহুতর পাপেরভক্ত পরম পাতকী সেই কালীয়সর্প। জগচ্চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণ কোপ বশতঃ তাহার মস্তকোপরি বিরিঞ্চি শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাগণের, এবং শুকনারদ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানিমুনিদিগের, আর ধ্রুবপ্রহ্লাদ প্রভৃতি প্রিয়ভক্তগণের আরাধিত, এবং ক্ষীরসিন্ধুতনয়ালোকমাতালক্ষ্মীর সেবিত সর্ব্বৈশ্বর্য্য এবং ধ্বজবজ্রাঙ্কুশসংযুক্ত সেই অভয়চরণারবিন্দ আঘাত করিলে পর। মহৎঅপরাধী মহাপাপে রতজন্তু

সেই সর্প তৎক্ষণাৎ শ্রীচরণস্পর্শমাত্রে সকল পাপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, সর্পবপুঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধরগণের অর্চ্চিত এমনসুন্দরদেহ, অর্থাৎ বিষ্ণুদেহ প্রাপ্ত হইয়া বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে গমনকরিয়াছিল এবং হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশ্যপ ও রাবণ কুম্ভকর্ণ কংস প্রভৃতি অসুরেন্দ্র রাক্ষসেন্দ্র মহামহাবীর্য্যবান ব্যক্তিরাও ভগবান গোবিন্দের সহিত বৈরিভাব করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অতএব নিরীশ্বরবোধাপেক্ষা ঈশ্বরে শত্রুতাভাবেও শ্রেয়জনক হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরে দাসত্ব ভাব ব্যতীত তাঁহার ঈশ্বরত্বভাব কিছুই বোধগম্য করিতে কোনমতেই সক্ষম হয় না। ভক্তিরসের স্বাদ গ্রহণের অযোগ্যব্যক্তি বৃথা নবদেহ ধারণ করে, ভক্তিহীন দেহ পশুর দেহের সহিত বিন্দুমাত্র বিশেষ নাই, এজন্য ভগবদ্ভক্তিশরীরে আবির্ভাব হওয়ারপক্ষে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হওয়া সাধুব্যক্তিদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য, সেই ভক্তি হইতে এইরূপভাব উদয় হয়॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি প্রবুদ্ধবাক্যং।

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তিনন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তিগায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তিতূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ ৩৯॥

টীকা—ভক্ত্যাকরণভূতয়া ক্বচিৎ সময়েরুদন্তি ক্বচিদচ্যুত চিন্তয়াহসন্তি ক্বচিদলৌকিকাবাচঃ বদন্তি ক্বচিৎ নন্দন্তি উল্লাসন্তি ক্বচিন্নৃত্যন্তি ক্বচিদনুশীলয়ন্তি ভজনানুসন্ধানং কুর্ব্বন্তি। ক্বচিত্তুষ্ণীং নিঃশব্দ ভবন্তি পরং দেবমজং গোবিন্দং এত্যপ্রাপ্য নির্বৃতাভবন্তি॥ ৩৯॥

ভাষা—সেই ভগবৎ দৃঢ়ভক্তির শক্তি হইতে শ্রীমদ্গোবিন্দের ভাবে বিহ্বলোন্মাদ হইয়া কখন বা রোদন করে, আবার সেভাবের অন্যথায় কখন বা অচ্যুতরূপলাবণ্য মানসে অবলোকনের দ্বারা হাস্য বদন হয়। এবং অলৌকিক, অর্থাৎ আশ্চর্য্যবাক্য সকল বদন হইতে নির্গত হয়। আবার কখন বা উল্লাসযুক্ত হইয়া জয়গোবিন্দ জয়শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দন বংশীবদন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উর্দ্ধবাহু করিয়া নৃত্য করে, আবার কখন বা মৌনাবলম্বনে সেই গোবিন্দেরভাব মদপদ্মোচিন্তা করে.

যাবৎ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ এইরূপ ভাব ক্ষণেক্ষণে উদয় হইতে থাকে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাত্রিংশল্লোকে জনকং প্রতি প্রবুদ্ধবাক্যং।

স্মরন্ত স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যাসংজাতয়াভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎ পুলকাংতনুং॥ ৪০॥

টীকা—সাক্ষাৎ ভক্তিকল্পত্ত পরমানন্দ প্রাপ্তিমাহ। মিথঃপরস্পরং অঘৌঘহরং পাপসমূহ নাশকং হরিং স্মরন্তং স্মারয়ন্তচ সংজাতয়াভক্ত্যা প্রেমলক্ষণাভক্ত্যা উৎপুলকাংতনুং বিভ্রন্তি ধারয়ন্তি॥ ৪০॥

ভাষা—সেই নিত্যানন্দময় সমুহ পাপবিনাশকারী হরিকে ভক্তিযোগে ভক্তজন স্মরণ করিবামাত্র পরমানন্দ স্বরূপ প্রেমশরীরে আবির্ভাবহইয়া আনন্দে শরীর অবসন্ন করে, তাহাতেই নানারূপ প্রলাপবাক্যাদি উত্থাপিত করায়। অতএব ভক্তিরসে শরীর আবৃত না হইলে ভগবৎ প্রেমের মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপিত হইতে পারে না, এবং প্রেমরসে রসীক না হইলে নিরানন্দের ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হয় না। অতএব এই নিমিত্ত সাধুব্যক্তিগণেরা ভগবৎ প্রেমের রসাস্বাদনেরজন্য বিশিষ্ট-রূপেই যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হেগুরোঃ! জ্ঞানযোগে হরি আরাধনা করিলে তাহার ফলপ্রাপ্য অবশ্যই হইবেক। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ ভগবৎ নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, সেজনের ভগবৎ নাম উল্লেখ করণ বিষয়ে ফলপ্রাপ্ত হইতে পারে কি না? তদ্বি-স্তারিত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

গুরুকহিতেছেন। হেবৎস! ভগবান্ গোবিন্দের নাম অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে যেরূপেই হউক, উল্লেখ করিলেপর তাহার অবশ্যই ফলভোগ হইবেক ইহার কোন সন্দেহ নাই। যেমন অগ্নিরদাহনশক্তি বালকদিগের ইত্যাকার বোধের অভাবে জ্বলন্ত অগ্নিতে হস্ত বা পদ প্রভৃতি কোন অঙ্গ স্থাপিত করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ পাবকের শক্তির দ্বারা দগ্ধ করে, তদ্রূপ সেই পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় ভগবান গোবিন্দের নামোচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ শরীরস্থ পাপসকল ধ্বংস হইয়া নিষ্পাপ

যথা শ্রীনৃসিংহ পুরাণং ।

দংষ্ট্রি দংষ্ট্রাহতোম্লেচ্ছো হারামেতিপুনঃপুনঃ ।
উক্ত্বাপি মুক্তি মাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়াগৃণন্ ॥ ৪১ ॥

টীকা—দংষ্ট্রি । বরাহ দংষ্ট্রা দন্তাঘাতেন হতোম্লেচ্ছঃ যবনঃ হারামেতি পুনঃপুনঃ বারম্বারং । উক্ত্বাপি উচ্চারণং কৃত্বাপি মুক্তং বৈকুণ্ঠ সিতিং আপ্নোতি প্রাপ্নোতি পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যাকরণ ভূতয়া গৃণন সন্ মুক্তিং প্রাপ্যং কিং বক্তব্যং ॥ ৪১ ॥

ভাষা—কোনম্লেচ্ছ, অর্থাৎ যবনব্যক্তি নির্বন্ধ বশতঃ এক দুরন্ত দন্তবিশিষ্ট ভয়ানক শূকরের কর্তৃক দন্তাঘাতে সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া তখন তাহার সুহৃদ বান্ধবদিগকে উচ্চৈঃস্বরে কাতরপূর্ব্বক কহিল যে আমি হারামকর্তৃক দন্তাঘাতে হত হইলাম, যেহেতুক যবনেরা শূকরকে প্রায় হারাম বলিয়া উক্ত করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি বারম্বার হারাম হারাম করিয়া সেই দন্তাঘাতের বিষম বেদনায় তৎক্ষণাৎ জীবন পরিত্যাগ করিলেপর। কৃতান্তের দুইজন কিঙ্কর বিষম কালফাঁশে তাহাকে নিগঢ়বন্ধন পূর্ব্বক কৃতান্তালয়ে লইয়া যাওনের উদ্যোগী হইতেছিল। এমত কালীন্ বৈকুণ্ঠ হইতে বিমানারোহণে দুইজনা বিষ্ণুদূত বিষ্ণুতুল্য তেজঃপুঞ্জ তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই যবনের তদবস্থা দৃষ্টি করিয়া কৃতান্তকিঙ্করদ্বয়কে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তোমরা ইহাকে বন্ধন করিয়া কোথায় লইয়া যাইবে। তাহারা কহিল এব্যক্তি নিচকুলোদ্ভব মহাপাতকী ধর্ম্মকর্ম্ম সামুদায়িক বর্জ্জিত, কেবল জীবহিংসাদি গুরুতর পাপকার্য্যে চিরদিন্ আবৃত থাকিয়া শেষে শূকরের দন্তাঘাতে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহাকে ধর্ম্মরাজের বিচারালয়ে লইয়া যাইতেছি আপনারা এখানে কিজন্য আগমন করিয়াছেন। তখন বিষ্ণুদূতেরা হাস্যবদনে কহিলেন। ওরেবর্ব্বর তোদের কিছুমাত্র ধর্ম্মকর্ম্ম বোধগম্য হয়না? যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে হারাম হারাম বারম্বার উচ্চারণ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার কি শমন শাসনের ভয় থাকে? সেই রাম নাম উচ্চারণ করিবামাত্র শরীর স্থিত সমুদয় পাপ তৎক্ষণাৎ শরীর হইতে বহির্দ্দেশে গমন করিয়াছে॥

রাশব্দোচ্চারণাদেব বহির্নির্যাতি পাতকং।
পুনরাগমনং ভীত্বা মকারস্তু কপাটকঃ ॥৪২॥

টীকা—রামনাম মাহাত্ম্যমাহ। কথম্ভূতঃ রাশব্দোচ্চারণাৎ রা ইতি শব্দমেক উচ্চারণাদেব পাতকং শরীরস্থিতং পাপসমূহং তৎক্ষণাৎ বহির্নির্যাতি বাহ্যাগমনং করোতি তেভ্যঃ পাপেভ্যঃ পুনঃ আগমনং ভীত্বাসন্ মকারস্তুকপাটকঃ মশব্দং সর্ব্বলোমাদি দ্বারে কপাটঃ স্বরূপং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ভাষা—লোকেরা শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র তাহার শরীরের পাপসকল দেহের মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ বাহ্যদেশে গমন করে, তাহার পর যদি পুনর্ব্বার সেই পাপশরীরে প্রত্যাগমন করে, সেই নিমিত্ত মকার শব্দ উচ্চারিত হইলে সেই মকার লোমকূপাদি সমুদয় দ্বারের কপাটস্বরূপ হইয়া থাকেন। কোনমতেই সে সকল পাপ পুনর্ব্বার দেহেরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেনা। যেহেতুক একবার রামনাম উচ্চারণের শক্তিতে এতাদৃশ নিষ্পাপ শরীর হয়। এব্যক্তি বারম্বার হারাম হারাম উচ্চারণ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে ইহার দেহে কিরূপে পাপ থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব এব্যক্তি হারাম উচ্চারণের শক্তিতে নিষ্পাপ শরীর হইয়া বৈকুণ্ঠধামে বসতির যোগ্য হইয়াছে। আমরা বিমানারোহণে এইক্ষণে উহাকে বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যাইব। তোমরা উহাকে অবিলম্বে বন্ধন মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেহ। এব্যক্তি শমনের শাসনের যোগ্য কোনমতেই নহে। বিষ্ণুদূতদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতান্ত কিঙ্করদ্বয় নিরানন্দ মানসে সেই ম্লেচ্ছকে পরিত্যাগকরিয়া কৃতান্তধামে গমন করিল। তখন বিষ্ণুদূতেরা সেই যবনকে স্পর্শ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া বিমনারোহণে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। অতএব অজ্ঞানে অশ্রদ্ধায় ভগবান রামনামোচ্চারণে এতাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্তে জ্ঞানযোগে সেই নাম সর্ব্বদা উচ্চারণ করা এবং জীবনমন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ভগবচ্চরণারবিন্দে অর্পণকরিলে তাহাতে যে কি ফল লভ্য হয়, তাহা বর্ণন করিতে কবিগণের সামর্থ হয়না ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উনত্রিশাংধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং

মর্ত্ত্যো যদাত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতোমে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায়চ কল্পতেবৈ॥ ৪৩॥

টীকা—মর্ত্ত্যঃ। মনুষ্যঃ যদাকালে মহ্যং মদর্থে নিবেদিতাত্মা অর্পিতাত্মাভবেৎ। তদা তৎক্ষণাৎ এব ময়া আত্মভূয়ায় আত্মতুল্যায় বৈ ইতি নিশ্চয়ে কল্পতে ভাব্যতে কথম্ভূতো মর্ত্ত্যঃ ত্যক্তানি সমস্ত নিকর্ম্মাণি যেনসঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ অমৃতত্বং ভক্তিরসত্বং প্রতিপদ্যমানঃ আস্বদ্যমানঃ॥ ৪৩॥

ভাষা—ভগবান গোবিন্দ তাঁহার প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন। হে উদ্ধব! যে সাধুব্যক্তি এই ভারতবর্ষের সমস্ত কর্ম্ম এবং সুখভোগ ধনসম্পত্তি পরিবারাদি সমুদয়কে পরিত্যাগ করিয়া। কেবল আমার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অমৃতস্বরূপ ভক্তিরস প্রতিপদ্যমান, অর্থাৎ আস্বাদ্যমান হইবার মানসে আপন আত্মা এবং মনাদিকে আমাতে অর্পণে কৃতকার্য্য হয়। আমি তৎক্ষণাৎ সেই প্রিয়ভক্ত ব্যক্তিকে আপন আত্মা সদৃশ জ্ঞান করিয়া তাহাকে পরমভক্তি প্রদান করিয়া থাকি। সেই ভক্তিতে তাহার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়া এই সংসারকে ব্রহ্মময় দর্শন করে, এবং লোকের স্বভাব বশতঃ কার্য্যোৎপত্তি হওয়া নিশ্চিৎ বোধজনক হইয়া কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই করে না তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টবিংশাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

পরস্বভাব কর্ম্মাণি নপ্রশংসেন্নগর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণচ॥ ৪৪॥

টীকা—পরেষাং স্বভাবকর্ম্মাণি উত্তমাধমানি নপ্রশংসেৎ নপূজয়েৎ নগর্হয়েৎ ননিন্দয়েৎ প্রকৃত্যা মায়য়া পুরুষেণসহ চকারাৎ অভেদত্বং। বিশ্বং জগৎ সর্ব্বং একাত্মকং একস্বরূপং পশ্যন্ সন্ হরিং ভজেদিতি শেষঃ॥ ৪৪॥

ভাষা—সেইতত্ত্বজ্ঞানী যোগীগণেরা এই সংসারের লোকদিগের কর্ম্ম এবং সদসৎ ব্যবহারাদির নিন্দা বা প্রশংসা কদাচিৎ করেন না। এবং পুরুষ প্রকৃতি অভেদ আর এই বিশ্ব সংসার সকলই একস্বরূপ, অর্থাৎ

ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া ঈশ্বরের ভজন সাধনে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞানলাভ হওয়া ঈশ্বরে সুদৃঢ় ভক্তি, এবং তদ্গত প্রাণে তাঁহার দাস্যকার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া সাংসারিক সামুদায়িককার্য্য পরিত্যাগী হওয়া, এতদ্ভিন্ন কদাচিৎ হইতে পারেনা, তাহাতেই বহিয়াছেন ॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে ষষ্টশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং।

কামাদিনাং কতিনকতিধা পালিতাদুর্ন্নিদেশা
স্তেষাং জাতামরি নকরুণা নত্রপানোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে ॥ ৪৫ ॥

টীকা—কামাদিনামিতি। হে যদুপতে অথ অথান্তরং এতান্ কামাদিন্ দেহ বিকারান্ উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা সাম্প্রতং অধুনা লব্ধবুদ্ধিঃ প্রাপ্তবুদ্ধিঃ সন্ ত্বাং অভয়ং ভয়রহিতং স্মরণং আয়াতং আগতং হে ভো মাং আত্মদাস্যেনি যেবনে নিযুঙ্ক্ষ নিযুক্তং কুরুস্ব। যেষাং কামাদিনাং কতিদুর্নিদেশাঃ বহুবারাঃ পাপকর্ম্মাণি তা অজ্ঞঃ কতিধা বহুবারান পালিতাঃ, তথাপি তেষাং কামাদিনাং করুণা কৃপা নভবতি ময়ি বিষয়েনজাতা, অথবা নত্রপা তৃপ্তনাস্তি নউপশান্তি র্বিরামতানাস্তি ॥ ৪৫ ॥

ভাষা—হে যদুপতে শ্রীকৃষ্ণ। আমি সেই দুর্নিবার কামাদি ষড়রিপুর মতাবলম্বী হইয়া বারম্বার নানাবিধ পাপকর্ম্মে কৃতজ্ঞতা হইয়াছি তথাপি তাহাদিগের পরিতৃপ্ত হয়না। আমাকে অনিত্যবিষয়রূপ বিষম বিবহ্দে নিরন্তর নিমগ্ন থাকিবারজন্য সর্ব্বক্ষণ দেহ বিকার, অর্থাৎ কামক্রোধাদির উদ্রেক করাইতেছে। তাহাদিগের নানাবিধস্তুতি মিনতি করিলেও আমার প্রতি কৃপা করেনা। অতএব বিষমরিপুগণের পীড়নের আশঙ্কায় তোমার অভয় পদারবিন্দে শরণাগত হইয়া আপন জীবন মন ঐ রাঙ্গাপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি। হে প্রভো! আমাকে নিজ দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ভক্তিপ্রদানের দ্বারা বিষম রিপুগণের পীড়ন হইতে পরিত্রাণ কর, অতএব ঈশ্বরে একাগ্র মানস ভিন্ন সেই বিষম রিপুগণকে জয়ী হইতে

সর্ব্বক্ষণ কাল হরণ করেন। অনিত্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই রিপুগণেরা সেইকালে আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া চিত্তবিকার উপস্থিত করায়। কেবল ঈশ্বর প্রসঙ্গে নিরন্তর কৃতকার্য্য থাকিলে তাহারা বশীভূত থাকে। সাধকগণেরা তাপত্রয়কে বিনাশেরনিমিত্ত ভগবৎ গুণবর্ণন শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণ সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া থাকেন্॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে ব্যাসদেবেনোক্তং।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎ
সরাণাংসতাং বেদ্যং বাস্তবমত্রবস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ৪৬॥

টীকা—ধর্ম প্রোজ্‌ঝিতেত্যাদি। পরমধর্ম্মঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্মঃ নিরূপ্যতে ইতিশেষঃ। কথম্ভূতঃ পরমপ্রোজ্‌ঝিত কৈতবঃ প্রকর্ষেণ তাক্তং কৈতবং ফলাভি সন্ধিলক্ষণং কপট কুটিলাটিত্বং যস্মিন্ সঃ প্রশব্দেন মোক্ষাভি সন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবল মীশ্বরারাধন লক্ষণোধর্ম্মো নিরূপ্যতে কেষামিয়ং ধর্ম্মস্তদাহ। নির্ম্মৎসরানাং হিংসাদিরহিতানাং সতাং জীবন্মুক্তলোহমুক্ত চিত্তানাং সাধুনাং বেদ্যং অযত্নেজ্ঞাতুং নশক্যং বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু পদার্থস্বরূপং তস্য দিব্যগুণাদিরূপং ইতি জ্ঞানাদিভ্যোপি শ্রেষ্ঠং শিবদং পরমসুখদং তাপত্রয়োন্মূলনং। আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবী জন্মমৃত্যু জরাদি তাপানিনাশকং। কথম্ভূতে ভাগবতে মহামুনি নারায়ণঃ তেনকৃতে পরৈঃ শাস্ত্রৈস্তদুক্ত সাধনৈঃ কিংবা ঈশ্বরো হৃদিসদ্য এবা বরুধ্যতে স্থির ক্রিয়তে অপি তুন বাশব্দাদ্বিলম্বেন। কৃতিভিঃ কল্যাণকৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিঃ। অত্রহৃদি স্বকীয়ান্তরে ঈশ্বরঃ তৎক্ষণাদেব অবরুদ্ধতে, ইদং ভাগবতং শ্রবণেচ্ছা পুণ্যৈর্বিনানোৎ পদ্যত ইত্যর্থঃ। কর্ম্মকান্ডেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বং জ্ঞানশাস্ত্রেভ্যঃ প্রধানত্বং দেবতাদিভ্যঃ প্রধানত্বং পুরাণসারং॥ ৪৬॥

ভাষা—স্বয়ং নারায়ণ মহামুনি ব্যাসদেবকৃত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের সার এবং কর্ম্মকান্ডের শ্রেষ্ঠ আর জ্ঞানশাস্ত্রের প্রধান যাঁহাকে মহাপুরাণ

বলিয়া পণ্ডিতেরা উক্ত করিয়া থাকেন। ভগবান্ গোবিন্দলীলা রসামৃতগুণ বর্ণিত সেই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্তে পঠন কিম্বা শ্রবণ করেন, তাঁহার পরমধর্ম্ম অর্থাৎ যে ধর্ম্ম শরীরে আবির্ভাব হইলে বাহ্যান্তর নির্ম্মল হইয়া হিংসাদি রহিত এবং সজ্জনানুগত ও সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণাশক্ত আর নিত্যানিত্য পদার্থবোধ এবং ধৈর্য্যশীল দয়াশীল ক্ষমাশীল ইত্যাদি সর্ব্বগুণযুক্ত হয়েন। তাঁহার শরীর হইতে কপট কুটিলতা হিংসাদি অধর্ম্ম আত্মপরিত্যাগ হয়। আর ঈশ্বরে দৃঢ়ভক্তি হইয়া সেই ভক্তিদ্বারা অনিত্য সাংসারিক কার্য্যে অপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া কেবল নিরন্তর ঈশ্বরারাধনায় অভিলাষ উৎপত্তি করে। আর আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবী এই ত্রিতাপ সমূলোৎপাটন হইয়া জন্ম মৃত্যু জরাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। এবং স্বকীয় অন্তরাত্মাতে ঈশ্বরত্ব জ্ঞান জন্মিয়া আত্মোপসনায় মনকে নিযুক্ত করায়, অর্থাৎ যোগাবলম্বনের সামর্থ্য উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব লোকের পরম মঙ্গলদায়ক সেই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বহুজন্মকৃত পুণ্যব্যতীত তাহা শ্রবণ করিতে সাধারণ ব্যক্তির কদাচিৎ প্রবৃত্তি হয়না। ভগবান্ গোবিন্দের প্রিয়ভক্তগণেরা তাঁহার স্বাদ গ্রহণে যোগ্য হইয়াছেন। ভগবৎ ভক্তবৃন্দেরমধ্যে প্রধান ভক্ত ব্যক্তি বারিদস্বরূপ হইয়া ভগবৎ গুণানুবাদ শ্লোক বর্ণনরূপ ভক্তি অমৃতসিন্ধুরজল বর্ষণ করিয়া পিপাসার্ত্ত ভক্তবৃন্দ চাতকদিগের জীবনরক্ষা করেন, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্লোক।

সঞ্চার্য্যরামাভিধভক্তমেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনাবতীর্ণৈ স্তজ্জত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি॥ ৪৭॥

টীকা—সঞ্চার্য্যেতি। গৌরাব্ধিঃ গৌরপ্রেমসমুদ্রঃ গৌরাঙ্গঃ রামাভিধ ভক্তমেঘে মেঘতুল্যে স্বভক্তি স্বকীয় নিজভক্তি সিদ্ধান্তানাং দাস্যসখ্যমধুররস সিদ্ধান্তানাং চয়ানি সমূহাদিনি অমৃতানি বারিতুল্যানি সঞ্চার্য্য সঞ্চারণং কৃত্বা অমুনা রায়ানন্দমেঘেন। এতৈর্ভক্তিসিদ্ধান্তময় জলৈর্বিস্তীর্ণৈর্বিস্তারেণৈঃ তদমৃতানিজ্ঞাতং বোধত্বং তেন বোধেন রত্না-

সমুদ্রজল প্রদানেন মেঘ স্তস্মিন্ বর্ষন্তি শঙ্খমুক্তাদিন্ রত্নাদি সম্ভবতি। অতএব সমুদ্রো রত্নালয়ত্বং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ॥ ৪৭ ॥

ভ বা—সেই জগচ্চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপধারণ করিয়া ভক্তদিগের ভক্তিলাভের জন্য স্বকীয় অঙ্গ প্রেমসিন্ধু তুল্য ভক্ত বৃন্দে দৃষ্ট করাইয়া প্রধান ভক্ত রামানন্দ রায় মেঘ সদৃশ ভক্তি সিদ্ধান্ত অর্থাৎ দাস্যসখ্য মধুর রসচয় অমৃতবারি সঞ্চারিত করিয়া। ভক্তিসিদ্ধান্তময় জল ভক্তবৃন্দ সমীপে বর্ষণ করিলে পর। সেই বারি অমৃত বোধস্বরূপ রত্ন সমুদ্র তুল্য সংসার ব্যাপকতা হইয়াছিল। কিন্তু যেমন মেঘগণে সমুদ্র হইতে জল আকর্ষণ করিয়া স্বাতীনক্ষত্র সংযোগে ভারতবর্ষে বর্ষণ করিলে পর। স্থান বিশেষে সেই জল পতন হইয়া গজেতে গজমুক্তা শুক্তিকুহরে মুক্তা বেণুতে বংশলোচন ইত্যাদি নানাবিধ রত্ন উৎপত্তি হয়। এবং অস্থানে অর্থাৎ রজতে পতন হইলে কর্দ্দম হইয়া যায়। তদ্রূপ রামানন্দ রায় মেঘ কর্ত্তৃক ভগবৎ গুণবর্ণন শ্লোকের ভাবার্থরূপ অমৃতবারি বর্ষণ হইয়া ভক্তবৃন্দে প্রেমরূপ অমূল্যরত্ন প্রাপ্ত হইতেন। আর পাষণ্ডগণেরা সেই অমৃতে বিষমকালকূট বিষগণ্য করিত। অতএব ভগবৎ গুণ বর্ণন, অভক্তদিগের নিকট কদাচিৎ কর্ত্তব্য হয় না। তাহারা সেই অমৃত রস প্রাপ্ত হওনের যোগ্য কোনক্রমেই নহে। আর সেই ভগবান্ গোবিন্দ ভক্তদিগের সম্বন্ধে অত্যন্ত দয়ালু। কিন্তু পাষণ্ডগণের পক্ষে সেরূপ ভাব প্রকাশ করেন না, তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ে প্রথম শ্লোকস্য শ্রীধরগোস্বামী কৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ

উগ্রোপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীবস্বপোতানা মন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকা—অয়ং দৃশ্যমানঃ। নৃকেশরী নৃসিংহদেবঃ স্বভক্তানাং মাদৃশ্যানাং ভক্তানাং সম্বন্ধে অনুগ্রো কৃপারূপঃ অপি উগ্রোপি নিগ্রহরূপোপিন ভবেদিত্যর্থঃ। যথা নৃকেশরী সিংহইব স্বপোতানাং স্বস্য নিজপুত্রাণাং সম্বন্ধে মহাদয়ালু। অন্যেষাং পশ্বাদিনাং সম্বন্ধে উগ্রবিক্রমঃ। মহাক্রূর

ভাষা—সেই হিরণ্যকশ্যপ দৈত্যেন্দ্র বক্ষস্থল বিদীর্ণকারী ভগবান্ নৃসিংহদেব নিজ আনুকূল্য প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদ প্রভৃতির সংস্কে অনুগ্র অর্থাৎ কৃপাময় অতি কোমল কলেবর দর্শন করান। যেমন পশুরাজ সিংহ আপন পুত্রাদির পক্ষে মহদয়াল্ু তাঁহার উগ্র বিক্রমতা সে স্থানে কিছুই প্রকাশ করেন না। কিন্তু করীন্দ্র প্রভৃতি পশুগণেরা, সেই আকৃতিকে ভয়ানক কালান্তকালের ন্যায় দর্শন করিয়া থাকে। তদ্রূপ এই প্রভু নৃসিংহদেব দুশ্চরিত্র, দৈত্যগণের সম্বন্ধে কৃতান্তের স্বরূপ, কিন্তু ভক্তবৃন্দের পক্ষে জন্মদাতা পিতার সদৃশ কৃপাবান হয়েন। অতএব অত্র সংসারে সমস্ত ব্যক্তির সেই ভগবান বিষ্ণু আরাধনা ভিন্ন সংসার সমুদ্র হইতে তরণের অন্য উপায় নাই, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে অষ্টমংশ্লোক।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণপরঃপুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতেপন্থা নান্যস্তত্তোষকারণং॥ ৪৯॥

টীকা—বর্ণাশ্রমাচারবতা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতীয় ধর্ম্মযুক্তেন পুরুষেণ কর্ত্তৃভূতেন পরঃপুমান প্রধানঃ পুরুষঃ। বিষ্ণুরারাধ্যতে আরাধনীয় ভবতি তত্তোষকারণং বিষ্ণোঃ সন্তোষহেতুরন্যঃ পন্থাঃ অন্য মত নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৪৯॥

ভাষা—বর্ণাশ্রম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতিয় ধর্ম্মোপযুক্ত কার্য্যে সেই পরম পুরুষ বিষ্ণু সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে পরমারাধনীয় হইয়াছেন। যেহেতুক যাগযজ্ঞ ক্রীয়া প্রভৃতি সাময়িক কার্য্যে বিষ্ণু অর্চ্চনা ভিন্ন কোন কার্য্য সফল হয় নাই। সেই বিষ্ণু ঘটেতেই সকল দেবতার আরাধনা হইয়া থাকে। এবং বিষ্ণু সন্তোষ না হইলে কোন দেবতার সন্তোষ জন্মে নাই এবং আশ্রমে বিষ্ণু স্থাপন্ না করিলে সেই আশ্রমকেই শ্মশান বলিয়া গণ্য করা যায়। সেই বিষ্ণুতে ভক্তি জন্মাইলেই দেহ বন্ধ হইতে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এতদ্ভিন্ন জন সকলের সংসার সাগর হইতে নিস্তারের জন্য পন্থা নাই। দানধর্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিকাদি সমুদয় কার্য্যের ফল বিষ্ণুতে অর্পণ করিলেই কর্ম্ম বন্ধন হইতে

যথা ভগবদ্গীতায়াং নবমাধ্যায়ে সপ্তবিংশতি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসিদদাসিযৎ।
যত্তপস্যসিকৌন্তেয় তৎকুরুষ্বমদর্পণং ॥ ৫০ ॥

টীকা—হে কৌন্তেয় হেকুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! যৎকরোষি যৎকর্ম্মাদি নিত্যনৈমিত্যাদি। যদশ্নাসি যৎদ্রব্যাদিকং ভুংক্ষোসি যজ্জুহোসি যৎহোমাদিকং করোসি। যদ্দদাসি যদ্দ্রব্যাদিকং দানং করোসি। যত্তপস্যসি যৎতপস্যাদিকং করোসি যৎকর্ম্মাশনহোম, তপস্যাদিকং সর্ব্বং মদর্পণংময়ি সমর্পণং ত্বং কুরুষ্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ভাষা—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন হে অর্জ্জুন! তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনা ইষ্টপূজা জপাদি নিত্যনৈমিত্য যে কার্য্যে কৃতজ্ঞতা হইয়া থাকহ। আর যে সকল দ্রব্য প্রতিদিন ভক্ষণ করহ। ও হোমাদি কার্য্য যাহা করহ। এবং দীনহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণাদিকে অন্নবস্ত্র রত্নাভরণ ভূমি গাভী ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য দান করহ। এবং তপস্যা আর ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন এবং তীর্থপর্য্যটনাদি যাহা করিয়া থাকহ। সেই সামুদায়িক কার্য্যের ফল আমাকে অর্পণ করিলে তবে কর্ম্মবন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে॥

—:—
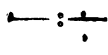
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনা সকল কার্য্যের শ্রেষ্ঠ কার্য্য আপনি আজ্ঞা করিতেছেন। তবে সেই ভগবৎ আরাধনায় অনবধান করিয়া দান যজ্ঞাদি কার্য্যে কৃতজ্ঞতা হওয়া। এবং সেই কার্য্যের ফল সেই গোবিন্দকেই অর্পণ করা ইহার প্রয়োজন কি? লোক সকলের সেই সকল কার্য্যে অপ্রবৃত্তি জন্মাইবা

কি জন্য না হয়। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া মনের সন্দেহ দূরীকরণ করুন।

গুরু কহিতেছেন। বৎস! দান যজ্ঞাদি কার্য্যে অকৃতজ্ঞ হইয়া কেবল ভগবান্ গোবিন্দচরনারবিন্দ সেবাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকনের বিষয় জন সকলের প্রথমতঃ কদাপি প্রবৃত্তি জন্মে না। তাহার কারণ এই যে সত্বরজস্তমঃ গুণসংক্ষে সাংসারিক পরিবারদিগের ভরণপোষণ। এবং আত্ম সম্বন্ধে ভোগাদি বিষয়েই অত্যন্ত আশক্ত তদ্ব্যতীত ভগবৎ আরাধনায় মতি হয় না। তাহার মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির যৎকালীন সত্বগুণের কিঞ্চিৎ উদ্রেক শরীরে উপস্থিত হয়। তৎকালীন যাগযজ্ঞাদি দৈবকার্য্যে কৃতজ্ঞতা হইতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া সেই কর্ম্মোপলক্ষে সত্বগুণের স্বল্প উদ্রেক-হেতু ভগবৎ আরাধনা স্বল্পরূপে নির্ব্বাহের মতি হয়। কিন্তু রজ স্তমঃগুণের বাহাল্যতা বিধেয় লৌকিক পুরুষার্থ প্রকাশ করিবার জন্য কতকগুলীন লোককে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া এবং কিঞ্চিৎ ধন দান করিয়া কৃতকার্য্য। আর সাধারণ লোকের মনরঞ্জনের নিমিত্ত নটনর্ত্তনাদি নানাবিধ তামসিক কার্য্যে আনন্দ উপস্থিত করিয়া সাংসারিক লোকসমাজে কীর্ত্তিবন্ত বলিয়া বিখ্যাত হয়। এরূপ কার্য্যে কিছুদিন রতজ্ঞতা হইয়া ঐ যৎ স্বল্প ভগবৎ আরাধনার ফল মাহাত্ম্যে তাহার শরীরে ধর্ম্ম সংস্থাপন ও সেই ধর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ ভক্তির আবির্ভাব হইলে তৎকালীন রজস্তমঃগুণের খর্ব্ব হইয়া সত্বগুণের আধিকতা হওনানন্তর। ঐগুণের শক্তিতে কার্য্যের উত্তম মধ্যম অধম বিবেচনার শক্তি হয়। তখন বিবেচনা করে। যে কোন ধনী ব্যক্তির নিকট আপন দেহকে বেতনে আবদ্ধ রাখিয়া ভৃত্যত্ব স্বীকার অথবা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বানিজ্যাদি কার্য্য। কিম্বা শরীরে বহুতর ক্লেশ সহ করিয়া কৃষী কার্য্য ইত্যাদিতে কিছু ধন সমস্থান করিয়া। সেই ধনে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার ভরণ পোষণ করিয়া তাহার উদ্বৃত্ত ধনে দান যজ্ঞাদি কার্য্য করিয়া পুরুষার্থ প্রকাশ করা ইহা কোন মতেই শ্রেয়জনক নহে। যিনি জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের নাথ জগচ্চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার কটাক্ষে কৃপাবলোকন হইলে ইন্দ্রত্বাদি পদাভিশিক্ত হইতেও অভিরুচি হয় না।

দিকপাল সকলে আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। আর প্রধান পুরুষ ভগবান্ গোবিন্দের দাস হইতে পারিলে তাহার অতিরিক্ত পুরুষার্থ প্রকাশ ভারতবর্ষে আর কি আছে। লোক মাতালক্ষ্মী যে কৃষ্ণকে পতিত্ব স্বীকারে পদসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। সেই কৃষ্ণের দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পরিলে সেত্তুনেরই বা লক্ষ্মীর অসদ্ভাব কি আছে। অতএব এতদিন কেবল ভ্রান্তবশতঃ সেই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের দাস্য কার্য্যের অনবধানে অনিত্য বিষয় উপার্জ্জন করিয়া সাংসারিক কার্য্যে আবৃত ছিলাম। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তখন অনিত্য বিষয় উপার্জ্জন বিষয়ে অনবধান করিয়া সেই গোবিন্দের দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু প্রথমতঃ যজ্ঞদানাদি কার্য্যে ধর্ম্ম সংস্থাপন না করিতে পারিলে এককালীন লোকের এতাদৃশ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। এই নিমিত্তেই পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞদানাদি কার্য্যে কৃতজ্ঞতা হওয়া সকল শাস্ত্রের যুক্তিসিদ্ধ। যেহেতুক অধিকারমতে কার্য্য না করিলে সে কার্য্যে শ্রেয়জনক হয় না। কার্য্যের দ্বারা কার্য্যের ক্ষয় হইয়া নিত্য কার্য্য ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত থাকিলে কার্য্য পরিত্যাগ জন্য দোষ প্রাপ্ত হইতে পারে না তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষা ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচসোত্তমঃ॥ ১॥

টীকা—হে উদ্ধব! যোজনো ময়াদিষ্টান্ মম আদেশান্ পূর্ব্বকথিতান্ স্বকান্। স্বজাতীয়ান্ গুণান্ সর্ব্বান্ অধুনাদোষানেব মাজ্ঞায় আজ্ঞাত্বাতান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ বর্ণাশ্রমোপযুক্তান্ সংত্যজ্য তক্ত্যা মাং পরমেশ্বরং ভজেৎ। শরণং ব্রজেৎ সচসোত্তমঃ সাধূনামুত্তম ইত্যর্থঃ॥ ১॥

ভাষা—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন। হে উদ্ধব! যে ব্যক্তির আমাতে দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়া তাহার স্বজাতীয় কুলাচার ধর্ম্ম। দান যজ্ঞ ক্রিয়াদি নিত্য নৈমিত্ত সামুদায়িক পরিত্যাগ করিয়া, কেবল আমার সাধন ভজন পূজন স্মরণ জপাদি কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকে। তাহার

কুলাচার ধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য কোন দোষ সংস্থাপন হয় না। আমাতে প্রাণমন ইন্দ্রিয়গণ অর্পণ করিতে ক্ষমবান এতাদৃশ সাধু ব্যক্তির সাংসারিক বর্ণাশ্রমোপযুক্ত কার্য্য পরিত্যাগী হওন বিষয়ে আমার অনুমতি আছে। অতএব আমার আদেশানুসারে অনিত্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি আমার আরাধনায় কৃতকার্য্য হয়। তাহাকে উত্তম ভাগবৎ পরম সাধু বলিয়া গণ্য করা যায়॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশোঽধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

ব্রহ্মভূতঃপ্রসন্নাত্মা নশোচতি নকাঙ্ক্ষতি।
সমঃসর্ব্বেষুভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতেপরাং॥ ২॥

টীকা—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মভূতঃ। ব্রহ্মস্বরূপেঽবস্থিতঃ প্রসন্নাত্মা। প্রসন্নং। নির্ম্মলং চিত্তযস্য। তথাভূতঃসন্ নশোচতি নষ্টং প্রতিশোকং নকরোতি। নকাঙ্ক্ষতি। প্রাপ্তবস্তু প্রতি নস্পৃহয়তি। দেহাদ্যভিমানাদ্যভাবাৎ। সর্ব্বেষু। ব্রহ্মাদি তৃণান্তেষু ভূতেষু জীবাদিষু সমঃতুল্যজ্ঞানীসন্। রাগদ্বেষাদিকৃত বিক্ষেপাভাবাৎ অতএব সর্ব্বভূতেষু মদ্ভক্তানাং লক্ষণাপরাং পরমাং মদ্ভক্তিং মৎ সেবনতাং॥২॥

ভাষা—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন। হে অর্জ্জুন! যে ভক্তের স্বকীয় দেহের মধ্যে ব্রহ্ম স্বরূপে প্রসন্ন ভাবে অবস্থিতি এই জীবাত্মা নির্ম্মল মানসের দ্বারা এইরূপ দৃঢ় বোধ জন্মিয়াছে। এবং নষ্ট বস্তুতে শোক পরিত্যাগী। আর সাংসারিক উত্তম বস্তু প্রাপ্ত হওয়ার প্রতি অস্পৃহা ও দেহাভিমান শূন্য। অর্থাৎ সুখদুঃখে এবং মানাপমানে সমভাব জ্ঞান করে। আর এই জগতত্রয়ের ব্রহ্মাদি দেবতা এবং তৃণ প্রভৃতি ক্ষুদ্রজীব সকলকেই সমান দৃষ্টি করে। এবং রাগদ্বেষ হিংসাদি রিপুগণের কর্ত্তৃক বিকার দোষ বর্জ্জিত। এতাদৃশ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, আমার প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। এবং সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাণ মন অর্পণ করিয়া পরম ভক্তিলাভ করিতে পারে। ভগবান,

প্রাপ্ত হওয় বড়ই সুকঠিন। যেহেতুক জঠরানলের পরিতোষের চিন্তা-ক্ষুৎপিপাসাদি সত্ত্বে নিশ্চিন্ত হইয়া চিন্তাময় শ্রীহরির শ্রীচরণ চিন্তায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভগবৎ আরাধনার দ্বারা পরম ভক্তিলাভ করিয়া কেবল সেই নামামৃতপানে জঠরানলের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই সকল সাধু ব্যক্তিরা অনিত্য উপচার নৈবিদ্যাদি স্বকীয় ইষ্টদেবতা ভগবান্ গোবিন্দকে অর্পণ করিয়া পরম সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। কেবল প্রেমের দ্বারা আরাধনাতেই তাঁহাদিগের সন্তোষ জনক হয়, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা পদ্যাবল্যামেকাদশাঙ্কধৃত রামানন্দ রায় কৃতশ্লোক।

নানোপচারকৃত পূ নমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতস্যাৎ।
যাবৎক্ষুদস্তি জঠরে জরঠাপিপাসা
তাবৎসুখায় ভবতো ননু ভক্ষপেয়ে॥ ৩॥

টীকা—হে আর্ত্তবন্ধোঃ! পাপীনাং ত্রাণকারস্য ভগবতঃ। নানোপচারৈঃ। নবহুবিধোপচারেণকৃত পূজনং। কৃতসেবনং ভক্তহৃদয়ং সুখং নভবতি। প্রেম্নৈকরণেন ভক্ত হৃদয়ং। মানসিং সুখ দ্রুতং সুখেনাদ্রী-ভূতং স্যাত্তবেদিতার্থঃ। নন্বভোদৃষ্টান্তমাহ। জঠরে। উদরে যাবৎ পর্য্যন্তং জরঠা। বলবান্ ক্ষুধাস্তি। জরঠা পিপাসাস্তি ভক্ষ্যপেয়েত্বে তাবৎ সুখায় মহানন্দায় ভবতঃ মহৎ ক্ষুৎপিপাসায়াং পানভোজনে যথা সন্তোষং ভবেত্তদ্বৎ। ভগবতঃ সুখং ভবেৎ ভক্তানাঞ্চ ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

ভাষা—হে আর্ত্তবন্ধোঃ হরি! যাবৎ পর্য্যন্ত লোকের জঠরানলের প্রবলতাজন্য ক্ষুধাতৃষ্ণা বলবান থাকে। এবং সেই ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তৎকালিন অভিলষিত দ্রব্য ভোজনে যেমত আনন্দলাভ করে। তদ্রূপ বহুতর দ্রব্য তোমাকে অর্পণ করিয়া তাদৃশ ব্যক্তিগণেরই আনন্দ জন্মে। কিন্তু তোমার ভক্তগণেরা তোমার নামামৃতপানে যাহাদিগের জঠরা-নলের শান্তি হইয়া অনিত্য দ্রব্যে অস্পৃহা জন্মিয়াছে। তাহারা নানাবিধ উপচারে তোমার অর্চ্চনা করিয়া কৃতকার্য্য হইবার কদাচিৎ অভিলাষ

প্রেম আস্বাদন তোমাকে অর্পণ করিয়া কেবল পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব ভগবদ্ভক্তগণেরা ভগবানের নিকট ভক্তি ধনভিন্ন অন্য ধন বাঞ্ছা করেন না॥

যথা পদ্মপুরাণে শ্লোক।

তৎ পাদাম্ভোজমম্মনোহরণী ভ্রমতু সততং প্রভো।
পাতু ভক্তিরসং পদ্মে পুষ্পানাং ভ্রমর যথা॥ ৪॥

টীকা—হে প্রভোঃ। তৎ পাদাব্জে। তব পাদপদ্মে মন্মনোহরণি। মম মানস ভৃঙ্গ সততং নিরন্তরং ভ্রমতু। ভ্রমণং করোতু। যথা ভ্রমরগণেঃ পুষ্পানাং মকরন্দ পিবন্তি। তথা তব পাদপদ্মে ভক্তিরসং ভক্ত্যাসবং পাতত্যর্থঃ॥ ৪॥

ভাষা—হেপ্রভোঃ দীনবন্ধু করুণাময় হরি। তোমার পাদপদ্মে ভক্তিরূপ মকরন্দ পানাসক্ত হইয়া আমার মানসভৃঙ্গ নিরন্তর ভ্রমণ করুক, যেই মন যেন অন্যকার্য্যে আরত বা অন্য রসপানে আসক্ত না হয়। অতএব ভক্তিরস ব্যতীত অন্যরসে ভক্তগণের সন্তোষ জন্মে না।

যথা ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শিবস্তুতিঃ।

ভব জলনিধি মগ্ন শ্চিত্তমীনোমদীয়ো
ভ্রমতি সততমখিল ঘোর সংসারকূপে।
বিষয়মতি বিনিন্দং সৃষ্টিসংহাররূপ
মপনয় তবভক্তিং দেহিমে পাদপদ্মে॥ ৫॥

টিকা—হেগোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। মদিয় চিত্তমীনো মৎসান্নে, ইয় মনসমীনা ভবজলনিধিমগ্নঃ। সংসার সাগরে নিমগ্নঃসন্, অখিল ঘোরসংসার কূপে। মায়াময় বিবরে সততং। নিরন্তরং ভ্রমতি। ভ্রমণং করোতি অতএব সৃষ্টি সংহাররূপং বিষয়ং অতিবিনিন্দং। সুনিন্দিতং আপনয়। অপহৃতসন, তব পাদপদ্মে মে মম ভক্তিং দেহি॥ ৫॥

ভাষা—গোলোক ধামে গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান, ভবানী-

ঘোর সংসারকূপের মধ্যে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া অবসন্ন হইতেছে। অতএব সুন্দরনিন্দিত সেই বিষয়াভিলাষমতি পরিত্যাগকরাইয়া তব রাঙ্গা পাদপদ্মে ভক্তি প্রদানের দ্বারা আমাকে কৃতার্থ করুন।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরোঃ! গোলকধামে গোলকনাথ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ ভূতনাথ কি জন্য স্তুতি করিয়াছিলেন? যদি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ হয় তবে তদ্বিস্তারিত কীর্ত্তন করিয়া মানস পরিপূর্ণ করুন।

গুরু কহিতেছেন। এই ভারতবর্ষে অসুরগণেরা সাংসারিক ভোগের জন্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের দুষ্কৃত কার্য্যে পৃথিবী অত্যন্ত ভারাক্রান্তা হইয়া সৃষ্টিপতি ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া বিস্তারিত অবগত করায়। তখন পদ্মযোনি পৃথিবীর ভার নিবারণের উপায়ের জন্য কৈলাশপতি মহেশের নিকট গমন করিয়া সমস্ত নিবেদিত হইলে পর। সেই যোগেশ্বর ভূতভাবন ভবানীপতি কহিলেন। দস্যুরা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদিগের বিনাশের জন্য দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ না করিলে পৃথিবীর নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারেন না। অতএব তাঁহাকে এই সকল অবস্থা অবগত করণের জন্য গোলোকধামে আমাদিগের গমন করিতে হইবেক। এই কথোপকথন হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সমভিব্যাহারে সেই কৈলাশপতি মহেশ নিজ বৃষ বাহনে হরিনামগুণ গান করিতে করিতে গোলকধামে গমন করিতেছেন। এখানে গোলকাধিপতি সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম বৃহন্দের মধ্যে অপূর্ব্ব রাসমঞ্চোপরি শ্রীমতী রাধার সহিতে একাসনে বিরাজিত থাকিয়া দেবতাগণের আগমনের বিষয় অন্তরে অবগত হইয়া মায়াবশতঃ সেই যুগলরূপ অন্তঃধ্যান করিয়া উদিত সহস্র সূর্য্যের কিরণ সদৃশ তেজোময়রূপ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর দেবতাগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানের তাদৃশ তেজোময় রূপ অবলোকনে অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া সকলেই প্রণতি এবং স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন॥

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মাকৃত স্তোত্রং।

স্থিতংসর্ব্বত্র নির্লিপ্ত মাত্মারূপং পরাৎপর

টীকা—তেজোময় ঈশ্বররূপমাহ। কতভূতং সর্বত্রস্থিতং স্বর্গমর্ত্ত-পাতালাদিকং সর্বঘটেন পরমাত্মারূপেণ অবস্থিতং যস্য সঃ পুনঃ কথংভূতং নির্লিপ্তং লিপ্তং নভবেৎ। পুনঃ কথম্ভূতং পরাৎপরং যস্যাপরং নাস্তি। পুনঃ কথম্ভূতং নিরীহং স্পৃহাশূন্যং। পুনঃ কথংভূতং অবিতর্কঞ্চ বাক্য মনোঽগোচরং এবম্ভূতং তেজোরূপং অহং নমামি॥ ৬॥

ভাষা—যিনি আত্মারূপে অলিপ্তভাবে সর্ব্বঘটে যা স্থিতি করেন। এবং যাঁহাকে পরাৎপর বলিয়া সকল শ্রুতিগণেরা বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর যাঁহার সাংসারিক ভোগের বিষয়ে অস্পৃহা। এবং যিনি বিবেচনার অতীত। আমি সেই তেজোময় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মাকৃত স্তোত্রং।

গমনার্হং অপাদং যদচক্ষুঃ সর্ব্বদর্শনং।
হস্তাস্যহীন তদ্ভোক্তৃ তেজোরূপং নমাম্যহং॥ ৭॥

টীকা—যৎ যস্মাৎ অপাদং গমনার্হং পদহীনং গমনং করোতি। পুনঃ কথম্ভূতঃ অচক্ষুঃ, সর্ব্বদর্শনং চক্ষুহীন সর্ব্বত্রাবলোকয়তি। পুনঃ কথম্ভূতঃ হস্তাস্যহীন তদ্ভোক্তৃ হস্তমুখ বিহীন ভোজনং করোতি তস্মাৎ তেজোরূপং অহং নমামি॥ ৭॥

ভাষা—যাঁহার পদহীনে মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে ত্রিসংসার ভ্রমণ হয়। এবং যিনি চক্ষুহীনে অবলীলায় অত্র জগতত্রয় প্রতিক্ষণেই অবলোকন করেন। এবং হস্তমুখ বিহীনে ভোজন বিষয়ে সপটু আমি সেই তেজোময় শ্রীকৃষ্ণকে পুনর্ব্বার প্রণাম করি। এই রূপ সকল দেবতাগণ প্রণতি স্তুতি মিনতি করায় সেই লোকত্রাণকারী জগচ্চিন্তাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় রূপনাবণ্য দর্শন করাইয়া ভারতবর্ষে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অসুরগণের বিনাশের দ্বারা পৃথিবীর ভার নিবারণ করণের বিষয় অনুজ্ঞা করিয়া দেবতাদিগকে বিদায়দিয়া। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ রূপে বৃন্দাবনে নন্দালয়ে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমত ব্রজবালক ও ব্রজগোপী-

হইতে মথুরাতে গমন করিয়া দুরন্ত কংসাসুরকে বিনাশ এবং নানাবিধ লীলা প্রকাশ, ও তাহার পর পাণ্ডব দিগের সহায়তায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার নিবারণ করিয়াছিলেন।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! এই এক মহৎ আশ্চর্য্য আমার মনে সর্ব্বদাই উদয় হইয়া থাকে। যিনি বিরিঞ্চি শঙ্কর প্রভৃতি সর্ব্বদেবতার এবং অত্রজগতত্রয়ের সর্ব্বজনের আরাধিত পূর্ণব্রহ্ম গোলোকেরনাথ, সেই শ্রীকৃষ্ণ তিনি নন্দব্রজরাজের আলয়ে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পিতা ও তৎপত্নী যশোদারাণীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। অতএব ইহাঁরা কি মহৎ পুণ্য করিয়া পূর্ণব্রহ্ম হরিকে তনয় ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা যদি অবগত থাকেন কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ দূরীকরণ করুন। গুরু হাস্যবদনে কহিতেছেন। বৎস ব্রজরাজনন্দ এবং তৎপত্নী রাণী যশোদার সৌভাগ্যের কথা আমি একমুখে কি বর্ণনা করিব। সহস্র বদনে সেই নাগরাজ অনন্ত। এবং পঞ্চবদনে পঞ্চানন মহেশ্বর এবং চতুর্মুখে পদ্মযোনি ব্রহ্মা। ইহারাও সেই নন্দ যশোদার পুণ্যের কথা বর্ণন করিতে সক্ষম হয়েন না। ব্রজাধিপতি নন্দ মহারাজ এই সংসারের পুণ্যবানের অগ্রগণ্য এবং তাঁহার প্রিয়তমা যশোদার সদৃশা পুণ্যবতী এ সংসারের মধ্যে আর কেহ নাই। তাঁহারা উভয়ে কোটিকোটি জন্ম বহুবিধ কঠিন তপস্যাবলম্বনের দ্বারা জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে তনয়ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ পরিক্ষিৎ সন্দেহ বশতঃ এবিষয় শুকদেবগোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরিক্ষিৎ বাক্যং।

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মণ শ্রেয়এবং মহোদয়ং।
যশোদার মহাভাগাপপৌযস্যাঃস্তনং হরিঃ॥ ৮॥

টীকা—হে ব্রহ্মণঃ! হে মহাযোগেশ্বর শুকদেব! যস্যাগাহে এবং মহা-

বানিতি বা ইতি বিস্ময়ে যশোদা মহাভাগা মহাপুণ্যবতী। যস্য যশোদায়াঃ স্তনং হরির্গোবিন্দঃ পপৌ পানকৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ভাষা—শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজা পরিক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে প্রভোঃ! মহাযোগীবর শুকদেব, সেই নন্দ ব্রজরাজ বহুজন্মাবচ্ছিন্ন কি উৎকট তপস্যাদি কার্য্যে কৃতজ্ঞতা হইয়াছিলেন। যে এমত মহাচমৎকার সৌভাগ্য উদয় হইয়াছিল। যিনি পূর্ণব্রহ্ম গোলোকেরনাথ যাঁহাকে কত দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি মহামহাসিদ্ধ যোগী মুনিগণ নিরাহারে চিরদিন যোগাবলম্বনের দ্বারা নয়নের গোচর করিতে পারেন না। সেই ত্রৈলোক্যেরনাথ জগচ্চিন্তামণি হরি তনয়ভাবে আলয়ে অবতীর্ণ হইয়া পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এবং মহাভাগ্যবতী মহাসাধ্বী রাণী যশোদার কি মহৎ তপস্যায়কৃতবতী হইয়াছিলেন। যে সেই গোলোকেরনাথ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মাতা বলিয়া স্তনপান করিয়াছিলেন। অতএব নন্দ মহাশয় ও যশোদারাণী ইঁহাদিগের উভয়ের ভাগ্যের পরিসীমা নাই, এবং ব্রজগোপীগণেরাও মহাভাগ্যবতী তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমার অগ্রগণ্যা হয়েন। তখন শুকদেবগোস্বামী কহিয়াছিলেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে পরিক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

নেমং বিরিঞ্চো নভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরেগোপীযত্তৎ প্রাপবিমুক্তিদাৎ ॥ ৯ ॥

টীকা—নেমমিতি। হে রাজন্ হে পরিক্ষিৎ! গোপীঃযশোদাদিগোপ্যঃ। বিমুক্তিদাৎ শ্রীমুকুন্দাৎ যৎ প্রসাদং যৎ প্রসন্নত্বং লেভিরে প্রাপ্তবত্যঃ। ইমং প্রসাদং বিরিঞ্চিঃ ব্রহ্মা নপ্রাপ্নোতিস্ম ভবঃ। শিবোপি নইমং প্রাপ্নোতিস্ম অঙ্গসংশ্রয়া নিজাঙ্কাশ্রয়া শ্রীরপি লক্ষ্মীরপি ইমং প্রসাদং ন প্রাপ্নোতিস্ম। যশোদা শুদ্ধসত্ব প্রেম্না যথা দাম্নাবধ্নাতি তথান্যোন বন্ধনং কৃতবন্ত ইতিধ্বনিতং ॥ ৯ ॥

ভাষা—সেই রাণীযশোদা এবং শ্রীমতি রাধা ললিতা বিশাখা প্রভৃতি

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপী প্রতি উদ্ধব বাক্যং।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোন্যাঃ।
রাসোৎসবেস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ
লব্ধাশিষাং যউদগাদ্ব্রজ সুন্দরীণাং॥ ১০॥

টীকা—হে রাজন! ব্রজসুন্দরীণাং সম্বন্ধেঃ প্রসাদঃ প্রসন্নতা উদগাৎ উদয়া ভবতি। হে অঙ্গ! হে মহারাজঃ! অয়ং প্রসাদঃ উনি-অন্তরতেঃ প্রাপ্তান্তরায়াঃ শ্রিয়ঃ লক্ষ্মীঃ সম্বন্ধে নভবতি। স্বর্যোষিতাং দেব কন্যা গণানাং সম্বন্ধে নভবতি। নলিনগন্ধরুচাং। পদ্মগন্ধা পদ্মবদনীনাং সম্বন্ধে নভবতি। কথম্ভূতানাং ব্রজসুন্দরীণাং রাসোৎসবানন্দে অস্য গোবিন্দস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠেন লব্ধাশিষাং প্রাপ্ত মঙ্গলং যাভিঃ তাসাং॥ ১০॥

ভাষা—ব্রজসুন্দরীগণেরা যেরূপ ভগবানগোবিন্দের প্রিয়তমা এবং কৃপার ভাজনীয়া। তাদৃশী কৃপা সেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর স্থায়িনী লক্ষ্মীদেবী অথবা দেব কন্যাগণেরা এবং পদ্মবদনা অন্যান্য প্রেয়সী-গণেরা প্রাপ্তবতী হইতে পারেন না। যেহেতুক রাসোৎসবের আনন্দে ব্রজগোপীদিগের স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া সেই ত্রিলোকনাথ সর্বব্যাপী নিত্যানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অতএব প্রেমোৎসবলীলা ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত যেরূপ করিয়াছিলেন, তাদৃশলীলা অন্য কোন প্রেয়সীর সহিত করেন না। এবং ব্রজবালক শ্রীদাম প্রভৃতিরও পরম সৌভাগ্য, তাহা বর্ণন করা যায় না॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দশমশ্লোকে পরিক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যংগতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ১১॥

টীকা— ইত্থমিতি। মায়াশ্রিতানাং যোগমায়াশ্রিত মামসাং সম্বন্ধেন

দয়ো গোপালাঃ ইত্থমনেন প্রকারেণ বিজহ্রুঃ বিহারকৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতেন যশোদানন্দনেন সতাং জ্ঞানিনাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ব্রহ্মসুখানুভাবেন করণেন দাসাং গত নাং প্রাপ্ত নাং পরদৈবতেন পরমব্রহ্ম স্বরূপেণ এবম্ভূতেন গোবিন্দে সহগোপালাঃ ক্রীড়ন্তি অতএব কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ মহাসুকৃতিন ইত্যর্থঃ॥ ১১॥

ভাষা—সেই শ্রীদামাদি ব্রজগোপালদিগের কত পুঞ্জ পুঞ্জ কৃতপুণ্য ফলে পরমব্রহ্মস্বরূপ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যোগাশ্রিত মানসে গোচারণ প্রভৃতি নানাবিধ বাল্যক্রীড়া এবং দাস্য কার্য্যে কৃতজ্ঞতা হইয়াছিলেন। যেহেতুক তত্ত্বজ্ঞানী, পরম সাধকগণেরা ব্রহ্মসুখানুভবের জন্য সেই ভগবানগোবিন্দের দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত হইবার অভিলাষী হইয়া বহুতর সাধনে দ্বারা সেই কার্য্যে কৃতজ্ঞতা হইতে পারেন বা নাপারেন। দেখ ব্রজবালক শ্রীদামাদির কি সৌভাগ্য সেই ত্রিলোকনাথ পরংব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্যভাবে পরম সৌহৃদ্যতায় সেবাদি কার্য্যে কৃতজ্ঞতা হইয়াছিলেন। অতএব সেই ব্রজবালক এবং ব্রজগোপীগণেরা অচলা ভক্তির দ্বারা ভগবানগোবিন্দের প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করিয়া আপন জীবন মন যৌবনাদি সমুদয় সম্পত্তি সেই চরণারবিন্দে অর্পণ করিয়া কৃষ্ণগত প্রাণ হইয়াছিলেন। সেই ভক্তাধিন শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তীতে কাল হরণ করিতেন। অতএব এতন্য সাধুগণেরা সাংসারিক সমুদয় অনিত্য সম্পত্তিতে নিস্পৃহা হইয়া কেবল ভক্তি সম্পত্তিতে সম্পত্তিবান্ হইবার অভিলাষ করিয়া থাকেন॥

যথা পদ্যবল্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃত রামানন্দ রায় কৃত শ্লোক।

কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতামতিঃ ক্রিয়তাং যদিকুতোঽপিলভ্যতে।
তত্রলৌল্যমপিমূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্নলভ্যতে॥ ১২॥

টীকা—নির্ম্মলরাগভক্তিলক্ষণমাহ। কৃষ্ণেতি। যদি কদাচিৎ কৃষ্ণপ্রেমরস ভাবিতামতিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমরসোভাব্যতেয়য়া মত্যা সামতিঃ কুতোঽপি আকস্মাল্লভ্যতে. প্রাপ্যতে তদাতয়া ক্রিয়তাং, নীয়তাং তত্রমাত্র একলং কেবলং লৌল্যং লোভরাগমপিমূল্যাংধনং ভবেৎ মত্বমাৎ

ভাবা—সেই সচ্চিদানন্দ গোবিন্দে প্রেমরসে ভাবনায় মতি, যদি কোটিকোটি জন্মার্জ্জিত পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্য ফলে কদাচিৎ কিয়ৎকালের জন্য লভ্য হয়। তবে সেই আনন্দ নয়নে অবলোকনের লোভ স্বরূপ বৈধ ভক্ত্যাশ্রিত রাগ অমূল্যধন প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারা যায়। কিন্তু ইহা বহুতর সুকৃতি ভিন্ন লভ্য হইতে পারে না। অতএব দাস্য-ভাবে ভগবানগোবিন্দের আরাধনা করিয়ে অবশেষে সেই রাগাত্মিকা ভক্তিধন লাভ হইতে পারে। ভক্তির শক্তি হইতে কোন কার্য্য অসাধ্য থাকে না, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসোবচনং।

যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতিনির্ম্মল।
তস্যতীর্থ পদঃকিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥ ১৩॥

টীকা—যন্নামেতি। হে অম্বরীষং যদ্ যস্য গোবিন্দস্য নাম শ্রুতি শ্রবণ মাত্রেণ করণেন পুমান্ পুরুষো নির্ম্মলঃ সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তো ভবতি। তস্যতীর্থপদস্য ভগবতঃ কৃষ্ণস্যদাসানাং নিত্য সেবকানাং কিংবা ইতি বিস্ময়ে অবশিষ্যতে। কিমপ্য বশেষোনাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৩॥

ভাবা—যেই ভগবানগোবিন্দের নাম শ্রবণ মাত্রেই শরীরের পাপ-তাপ সমুদয় পরিত্যাগ হইয়া পরকাষর বাহ্যান্তর নির্ম্মল হইয়া থাকে। সেই গোবিন্দের পাদপদ্ম সেবাদি দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিলে, সে জনের পরিণামে কি ধন লভ্য হইবেক তাহা বর্ণন করিতে পারি না। সেই ব্যক্তিই এই ভারতবর্ষের সৎপুরুষের অগ্রগণ্য। শ্রীকৃষ্ণের দাস-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনার তিনকুল পবিত্র করিয়া ইহকাল ও পরকাল দুইকালকেই জয়ী হইয়া থাকেন। সেই ব্যক্তির প্রতিক্ষণেই এইরূপ ভাব মনেতে উপস্থিত হয়॥

যথা গোস্বামী পদোক্তং।

ভবন্ত মেবানুচরন্নিরন্তরং প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক নিত্য কিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতং॥ ১৪॥

[illegible] জন্মনি কস্মিন সময়ে

সন্ সনাথ সকৃষ্ণ জীবিতং মৎপ্রাণাধীশ্বরং গোবিন্দং প্রহর্ষয়িশ্যামি মহাহর্ষযুক্তং করোমি। কথম্ভূতোহহং প্রশান্তামিঃ শেষ মনোরথান্তরং প্রশমনং নির্ম্মলং নিঃশেষ উদ্বেগরহিতং যস্যাসোহং কদাম্মি। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্ ঐকান্তিকেন একাগ্র চিত্তেন নিত্য কিঙ্করো নিত্যভৃত্যো ভবন্ সন্ ॥ ১৪ ॥

ভাষা—সেই রাগাত্মিকা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমশরীরের আবির্ভাব হইলে যেমন পতি বিরহে কুলবতী কামিনীগণেরা উৎকণ্ঠা মানস হইয়া ব্যাকুলতায় পতির আগমপথ অবলোকনে কালহরণ করে। তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমী যে ভক্ত সে কৃষ্ণবিচ্ছেদে উৎকণ্ঠা মানসে ক্ষণেক্ষণে সেই গোবিন্দের ভাবচিত্তে আকর্ষণ করিয়া মনের উন্মত্ত ও প্রলাপাদি উপস্থিত করায়। কখন মনে করে আমি কোন সময়ে সেই প্রাণাধীশ্বর গোবিন্দকে আপন মনোরথে আরোহণ করাইয়া অনিমিক নয়নে সেই নবীন জলধর সদৃশ মনোহররূপ বনমালা এবং মকরকুণ্ডল চূড়াদিতে সুন্দরশোভিত এবং হৃদপদ্মে ভৃগুমুনির পদচিহ্ন আর ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সংযুক্ত শ্রীচরণ পঙ্কজদ্বয় অবলোকন করিয়া এবং সেই শ্রীঅঙ্গ আপন অঙ্গস্পর্শ করিয়া এই ত্রিতাপে তাপীতাঙ্গ শীতল করিব। আবার মনে করি সেই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ জীবিত আছেন, আমি কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। যাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ মননে অনিত্যসাংসারিক চিন্তা রহিত হইয় মনের নির্ম্মলতা জন্মে এবং কৃতান্তের শাসনের শঙ্কা রহিত হয়। সেই পরমেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম হরিকে নয়নের গোচর করিতে পারিলে আমি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিবার জন্য দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত হইব। তিনি যখন যে স্থানে গমন করিবেন আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। নিরন্তর সেই পাদপদ্ম সেবাভিন্ন অন্য কার্য্যে কদাচিৎ আবৃত হইব না। এইমত নানা ভাব উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু সমুদয় রিপুগণও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত করিতে না পারিলে এতাদৃশ শক্তি হইতে পারে না, তাহাতেই কহিয়াছেন ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনবিংশোঽধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয় সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখ সংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ধৃতিঃ॥ ১৫ ॥

টীকা—শমইতি। বুদ্ধের্জ্ঞানস্য মন্নিষ্ঠতা ময়ি নিবিষ্টতা শমঃ কথ্যতে ইন্দ্রিয় সংযমঃ নিগ্রহ দমঃ কথ্যতে। দুঃখসংমর্ষঃ সহনতা তিতিক্ষা কথ্যতে জিহ্বা উপস্থয়োঃ রসনা উপস্থয়োর্জয়। নিগ্রহঃ ধৃতিঃ কথ্যতে॥ ১৫॥

ভাষা—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন। হে উদ্ধব! আমার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে অভিলাষী ব্যক্তি মন্নিষ্ঠাবুদ্ধি, অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অনন্যগতি ভাবিয়া আমাতে দৃঢ়তা, ও জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিকে অন্যকার্য্যে বিরত রাখিয়া আমার সাধনে নিযুক্ত করিলে, এবং সর্ব্বদুঃখ সহ শক্তি রসনা ও কামেন্দ্রিয়কে জয় করিলে আমাকে সাধন দ্বারা প্রাপ্ত হইবে। এই সকল নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশ ভগবৎভক্ত উদ্ধব ভগবান গোবিন্দের শ্রীমুখ হইতে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কিন্তু এতাদৃশ ইন্দ্রিয় দমনকরা বড়ই কঠিন, তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্তভক্তিরস লহর্য্যাং একবিংশতিশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং।

শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতিশ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধে রেতাং শান্তিরতিং বিনা॥ ১৬॥

টীকা—শমোইতি। বুদ্ধের্মন্নিষ্ঠতা শমইতি শ্রীভগবদ্বচঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং। এতাংশান্তিরতিং বিনা বুদ্ধেস্তন্নিষ্ঠা ভগবত্যেকাগ্রতা দুর্ঘটা দুঃখেন প্রাপ্তা অসংখ্যাবুদ্ধে র্নভবেৎ ইত্যর্থঃ॥ ১৬॥

ভাষা—শ্রীমদ্গোবিন্দের একাগ্র বুদ্ধিকেই শম বলিয়া উক্ত আছে। সেই বুদ্ধি হওয়া অতি দুর্ঘট, কারণ ঈশ্বরে প্রেমাসক্তি না হইলে তন্নিষ্ঠা বুদ্ধি কোনমতে হয় না। অতএব ঈশ্বরে রত হইতে হইলে সাধকগণে অনিত্য সুখাভিলাষে ও দেহাভিমানে এককালীন বিরত থাকিয়া কেবল ঈশ্বরাধনায় রত থাকিলে নির্ম্মলান্তকরণ প্রাপ্ত হয়॥

যথা ভগবদ্গীতায়াং অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

সমঃশত্রৌচ মিত্রেচ তথামানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃসঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ॥ ১৭॥

টীকা—ভগবদ্ভক্ত লক্ষণমাহ। কথম্ভূতঃ শত্রৌচ মিত্রেচ সম সমজ্ঞানং করোতি। পুনঃ কথম্ভূতঃ মানাপমানয়োঃ সম সমজ্ঞানং করোতি।

পুনঃকথম্ভূতঃ শীতোষ্ণশীতে গ্রীষ্মেসম। পুনঃকথম্ভূতঃ সুখ দুঃখেষু সুখেষু দুঃখেষুসম তথাসঙ্গ বিবর্জ্জিত অসৎসঙ্গ বর্জ্জিত ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

ভাষা—ভগবদ্ভক্তগণ ঈশ্বরারাধনায় দৃঢ় ভক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তখন তাঁহাদের শত্রুমিত্রে, মানাপমানে, শীত উষ্ণে ও সুখ দুঃখে সমজ্ঞান হয়। এবং কুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরকে চিন্তা তাঁপন হৃৎপদ্মে আত্মারূপে দর্শনে পরমানন্দ ভোগ করেন। এমন নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বর্গ নরক সমান জ্ঞান করেন তাহাতেই কহিয়াছেন॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্টস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে শ্রীদুর্গাং প্রতি শিববাক্যং।

নারায়ণ পরাঃসর্ব্বে নকুতশ্চ নবিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ১৮॥

টীকা—নারায়ণেতি। যেসর্ব্বেনারায়ণপরাঃ। নারায়ণ পরায়ণভক্তাঃ কুতশ্চ দেবাসুর দানব যক্ষ রাক্ষসেভ্যঃ সকাশ নবিভ্যতি ভয়ং প্রাপ্নুবন্তঃ। অপি পুনঃ স্বর্গসুখ বিশেষং অপবর্গ সালোক্যাদি নরকাদিষু তুল্যার্থঃ সমার্থ দর্শিনঃ এতৎ সর্ব্বংতুল্যং পশ্যন্তি॥ ১৮॥

ভাষা—যে সকল ভগবদ্ভক্ত নারায়ণপরায়ণ হইয়া অন্য চিন্তা করে না, তাহারা দেবাসুর, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগনর প্রভৃতিকে কিছুই শঙ্কা করেন না। ঐ সমস্ত লোক তাহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকেন। আর সেই নারায়ণপরায়ণ সাধুগণ স্বর্গ নরকে বিশেষ বোধ না করিয়া উভয় সুখদুঃখ সমান জ্ঞান করেন। তাঁহারা ভগবান গোবিন্দের কৃপাবলে অনিত্যসুখদুঃখে অনাশক্ত হইয়া, কেবল গোবিন্দচরণারবিন্দে ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত রাখিয়া সাধনে কৃতকার্য্য হইতেছেন॥

যথা হরিভক্তি সুধোদয়ে ত্রয়োদশাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোক।

অক্ষ্ণোঃ ফলংত্বাদৃশদর্শনংহি তনোঃফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি সুদুর্ল্লভা ভাগবতাহিলোকে॥ ১৯॥

টীকা—হেসনাতন লোকে স্বর্গমর্ত্তপাতালে ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বেসুদুর্ল্লভাঃ সুন্দর দুর্ল্লভ ভবন্তি। অক্ষ্ণোঃ ফলং নেত্রয়োঃ ফলং ত্বাদৃশ

ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গ তনোঃ শরীরস্য ফলং ত্বদৃশকীর্ত্তনং কৃষ্ণাখ্যা নাদি কথনং জিহ্বায়াঃ ফলমিত্যর্থঃ। সাধুনাং দর্শনস্পর্শনগুণশ্রবণাদিনা সর্ব্বোপ ধি বিনশ্যতে ইতি ধ্বনিতং ॥ ১৯ ॥

ভাষা—তিনি পরম ভাগবত যিনি ভগবান গোবিন্দের চরণারবিন্দ দর্শনে চক্ষুদ্বয়কে ধন্য করেন, ও তাঁহার গাত্র সঙ্গে অঙ্গের সফলতা হেতু তাঁহার প্রেমরসে মগ্ন হইয়া নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করেন, এবং তাঁহার নামগুণ সংকীর্ত্তন দ্বারা রসনাকে পবিত্র করেন, এরূপ সাধুব্যক্তি অত্র সংসারে দুর্ল্লভ হইয়াছে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি লহর্য্যাং পুন-র্মন্ত্রোক্ত্বতো নারদীয় পুরাণং।

সদ্ধর্ম্মস্যা বরোধায় যেষাং নির্বন্ধনামাত্রঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ২০ ॥

টীকা—সদ্ধর্ম্মস্যেতি। যেষাং সদজ্ঞানান্বিত সাধুনাং সদ্ধর্ম্মস্য ভগবদ বাধন রূপস্য অবরোধায় সুন্দরজ্ঞানায় নিমিত্তায় নির্ব্বন্ধির্নির্মিতিঃ নিয়মিতা মতির্ভবেৎ। এষাং সাধুনাং অভীপ্সিতঃ নিজ বাঞ্ছিতঃ সর্ব্বার্থঃ ভব অচিরাৎ শীঘ্রাদেব সিদ্ধতি শিদ্ধির্ভবতীতি নান্যথা ॥ ২০ ॥

ভাষা—যে সাধু ব্যক্তি নির্ম্মলান্তঃকরণে এই সংসারে ভগবানগোবিন্দ-চরণারবিন্দ আরাধনায় দৃঢ়মতি রাখেন তিনিই পরম সাধু ও তাঁহার বাঞ্ছিত ফল পাইয়া ধন্য হয়েন। অতএব তাঁহার আরাধনা একান্ত মানসে করিলেই অপূর্ব্বফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কেবল অবিদ্যামায়ার প্রভাবে সক্ষম হইতে পারেনা।

তখন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গুরো! ভগবৎ আরাধনার বিষয় অবগত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু সত্বরজস্তম গুণাত্মিক শক্তি-ত্রয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় ও মন পবিত্র করুন।

গুরু কহিতেছেন। হে বৎস! সেই প্রকৃতির গুণ কথনে ঋষি মুনিগণও অবসন্ন হয়েন আমি কিরূপে সক্ষম হইব। তথাপি যথা-শক্তি কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণকর। সেই পরম পুরুষ সর্ব্বব্যাপি নির্গুণ সচ্চিদানন্দময় হরির ইচ্ছাবশতঃ সত্বরজস্তম গুণবিশিষ্ট

[illegible]

যথা ভগবৎ সন্দর্ভে সত্ত্বংরজস্তম ইতি ত্রিবিদেকরূপমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্টাংশীয় সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্টিতম শ্লোকঃ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরিষ্যতে ॥ ২১ ॥

টীকা—বিষ্ণুশক্তিরিতি। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রধানা প্রোক্তা কথিতা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশক্তিঃ তথা অন্যাপরা উত্তমা চিচ্ছক্তিঃ তটস্থা বহিরঙ্গা অন্তরঙ্গা তৃতীয়াশক্তিঃ ঈষ্যতে প্রধানা কথ্যতে ॥ ২১ ॥

ভাষা—বিষ্ণুশক্তি তিনপ্রকার প্রধানা, তাঁহার মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা রজগুণা জীবশক্তি অত্র ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের জননীরূপে দেহ উৎপত্তি করেন। সেই শক্তি ভিন্ন দেহোৎপত্তির অন্য উপায় নাই। অপর উত্তমা সত্বগুণ যুক্তা চিৎশক্তি তিনি বিদ্যামায়া বলিয়া বিখ্যাতা হন। আত্মার চৈতন্য কারিণী অবিদ্যানাশিনী তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপা। তাঁহার আনুকুল্যে জীব তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেহবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করেন। আর তৃতীয়া তমোগুণযুক্তা অবিদ্যাশক্তি তাঁহার শক্তিতে অনিত্য মায়াজালে জীবকে বদ্ধ করিয়া সংসারসাগরে নিমগ্ন করায় ॥

তথাহি ভগবৎ সন্দর্ভে সত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকরূপমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশস্য তৃতীয়াধ্যায়ীয় দ্বিতীয় শ্লোকঃ।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানা মচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোতো ব্রহ্মণস্তাস্তু স্বর্গাদ্যাভাবাশক্তয়ঃ
ভবন্তি তপতাংশ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥ ২২ ॥

টীকা—শক্তয়েতি। সর্ব্বেষাং ভাবানাং মনিমন্ত্রাদিনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্য জ্ঞানগোচরাঃ সন্তি যত এবং অতোব্রহ্মণোপিত স্তথাবিধাশক্তয়ঃ স্বর্গাদি হেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদিবৎ অতোগুণাদি হীনস্যাপ্যচিন্ত্য শক্তিমত্তা ব্রহ্মণঃ স্বর্গাদি কর্ত্তৃত্বং ঘটেতে পাবকস্য শক্তের্যথালোহাদি দাহকঃস্যাৎ ॥ ২২ ॥

ভাষা—সেই বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপিকা শক্তি তাহা জ্ঞান ও মনের গোচর হয় না। সকল মণিমন্ত্র বীজাদিশক্তি, স্বর্গাদি ভাবশক্তি স্বভাব সিদ্ধাশক্তি

নসাধয়তিমাং যোগো নসাংখ্যং ধর্ম্মউদ্ধব।
নস্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ২৫ ॥

টীকা—হে উদ্ধব! মমোর্জ্জিতা। মৎসেবোদ্ভবা ভক্তির্যথা যেন রূপেন মাং সাধয়তি বশীকরোতীতি যথাযোগঃ ষট্‌চক্রভেদ চান্দ্রায়ণাদিনাং নসাধ তি। যথাসাংখ্যং সম্মখ ব্রহ্মাদৌ পতিতং ন, তথাধর্ম্মঃ সদাচারাদিন। সাধ্যয়ো বেদাধ্যানাদি স্তথান। তপশ্চন্দ্রায়ণাদিং ন ত্যাগঃ। দানাদি তথা ন মাং বশী করোতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষা—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন। হে উদ্ধব! ভক্তগণের ভক্তিতে আমি যতদূর বাধিত হই যোগীগণ ষট্‌চক্র ভেদ, শাস্ত্রানুসারে সদাচারাদিধর্ম্ম কার্য্য, বেদাধ্যয়ন, কিম্বা তপশ্চান্দ্রায়ণাদি এবং দানাদি কার্য্যের দ্বার সেমত বাধিত করিতে পারে না॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিংশতিশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্বাক্য।

ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃসতাং।
ভক্তিঃপুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপিসম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

টীকা—ভক্ত্যাহমিতি। হে উদ্ধব একয়া কেবলয়া শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কর্তৃভূতয়াহং গ্রাহ্য প্রাপণীয়োভবামি। কথম্ভূতোঽহং সতাং। সাধুনাং-প্রিয়ঃ বশীভূত আত্মা সতাং সাধুনাং তেষাং সুখদুঃখ ভোগী মন্নিষ্ঠা অনন্যা ভক্তিঃ শ্বপাকাৎ শ্বাভক্ষণাৎ সম্ভবাদপি এবম্ভূত কুলোদ্ভব জনান্ পুনাতি নির্ম্মলং করোতীত্যর্থঃ॥ ২৬ ॥

ভাষা—ভগবান গোবিন্দ কহিয়াছিলেন। হে উদ্ধব ভক্তগণে ভক্তিতে যে দ্রব্য আমাকে অর্পণ করে তাহা স্বল্প হইলেও সমুদ্র তুল্য জ্ঞান করিয়া আনন্দে গ্রহণ করি। কিন্তু অভক্তিতে সমুদ্রতুল্য দ্রব্য প্রতি দৃষ্টিপাতও করি না। ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই, অভক্তিতে আমি ব্রাহ্মণের নই, ও আমার নিকট জাতির বিচার নাই। কেবল ভক্তির বিচারে প্রিয় অপ্রিয় হই। অতএব সংসারের জনগণের মধ্যে যাহার ভগবান গোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তি আছে, সেই পরম সাধু গণ্য, নতুবা ভক্তিশূন্য ব্যক্তি পশুর সমান। হে বৎস্য তোমার অভিলাষ মতে সিদ্ধ ঋষি মুনিগণ পুরাণাদি নানাগ্রন্থে ভক্তির বিষয় যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন তাহাই কিছুই কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এই মত সংসারিক অনিত্য কার্য্যে বিরত থাকিয়া নিত্য ভগবান গোবিন্দের লীলাগুণানুবাদ শ্রবণ, প্রতিমূর্ত্তি অর্চ্চন বন্দন, স্মরণ ও রূপাদি কার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া তাহার পাদপদ্ম সম্বন্ধে ভক্তির বিষয় চেষ্টা করিও। ভক্তি হইলেই সংসারমোহময় অপার সমুদ্র অবতরণ হইয়া কৃতান্তের শাসনের শঙ্কা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হইবে।